নিকৃন্ততীব মর্ম্মাণি দেহং শোষয়তীব মে।
দহতীবান্তরাত্মানং ক্রূরঃ শোকাগ্নিরুচ্ছ্রিতঃ॥

(বিচিন্ত্য) আদিষ্টাস্মি দেব্যা বিষ্ণুভক্ত্যা যথা, বৎসে শ্রদ্ধে! অহমত্র হিংসাপ্রায় সমরদর্শনবিমুখী, তেন বারাণসী-মুৎসৃজ্য শালগ্রামাভিধানে ভাগবতে ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎকালমতি-পাতয়িতুমিচ্ছামি। ত্বন্তু যথা বৃত্তং সমরবৃত্তান্তং মে নিবেদয়িষ্য-সীতি। তদহমিদানীং দেব্যাঃ সকাশং গত্বা সমরবৃত্তান্তং নিবেদয়ামি। (পরিক্রম্য বিলোক্যচ) এতচ্চক্রতীর্থং, যত্রায়ং ভগবান্ সংসারসাগরতরণিকর্ণধারো হরিঃ প্রতিবসতি। (প্রণম্য) ইয়ঞ্চ সা মুনিভিরুপাস্যমানা ভগবতী বিষ্ণুভক্তিঃ শান্ত্যাসহ কিমপি মন্ত্রয়ন্তী তিষ্ঠতি, তদ্যাবদুপসর্পামি।

(ততঃ প্রবিশতি বিষ্ণুভক্তিঃ শান্তিশ্চ।)

শান্তিঃ। কথং দেবি! প্রচুর চিন্তাকুলিতা মিব ভবতী-মালোকয়ামি।

বিষ্ণু। বৎসে! এতস্মিন্মহতি বীরক্ষয়ে সংগ্রামে ন জানে বলবতা মহামোহেনাভিযুক্তস্য বৎস বিবেকস্য কীদৃশো-বৃত্তান্ত ইতি দুঃখিতমিব মে হৃদয়ম্।

শান্তিঃ। কিমত্র চিন্ত্যং, ননু ভবতীচেৎ কৃতানুগ্রহা তদা নিয়তমেব রাজ্ঞো বিবেকস্য বিজয় ইতি জানামি।

বিষ্ণু। বৎসে!

যদ্যপ্যভ্যুদয়প্রায়ঃ প্রমাণাদবধার্য্যতে।
কামং তথাপি সুহৃদামনিষ্টাশংসি মানসম্॥

বিশেষতশ্চ শ্রদ্ধায়াশ্চিরমনাগমনং মনসি সন্দেহমারোহয়তি।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

পর দুঃখ বিধুর পরোপকার ব্রত নিরত প্রশান্তচেতাঃ প্রভূত মার্জ্জিত বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন পরম পূজ্যপাদ সার্থকনামা শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং —

আহা! জগতের অন্তর্ভূত বস্তু বিশেষের সহিত অপর বস্তু বিশেষের এরূপ প্রাকৃতিক নিত্য সম্বন্ধ যে, একের সন্দর্শনমাত্র অপরটি স্বতই স্মৃতি পথারূঢ় হয়। যেমন ঘনঘটাচ্ছন্ন গগনমণ্ডল দর্শনমাত্রে আকাশবারির আশঙ্কা হয়; যেমন আশুতোষের কান্তিশোভন ভক্তজন মনোহর অতিসুন্দর শুভ্র ধুস্তুর কুসুম দেখিলেই ধ্যান নিরত দেবাদিদেব মহেশ্বরকে স্মরণ হয়; যেমন বিষ্ণু ভক্তিপ্রদ বৈষ্ণবপ্রিয় তুলসীদল দৃষ্টিগোচর হইলেই ভগবান নারায়ণের চিন্তা আসে; যেমন শাক্তজনের নয়নাভিরাম রক্তজবা নয়ন পথে পতিত হইলেই, আধারশক্তি মহামায়া ভগবতী দেবীর অনুপম রাগ রঞ্জিত মোক্ষপ্রদ চরণযুগল স্মরণ পথে আগমন করে; সেইরূপ শাস্ত্রালোচনা করিবার সময় কিংবা তত্ত্ববিচারকালে সহসা আপনাকে মনে পড়ে। ক্ষণকালের জন্যও যখন আত্মজীবন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই, তখনই মনে হয় কি অসামান্য পিতৃপুণ্য গুণেই দুর্লভ আপনার সংসর্গ লাভ হইয়াছিল। যে অবধি আপনার সৎ সংসর্গ লাভ করিয়াছি, সেই অবধি আমার জীবন নবভাবে গঠিত হইতেছে ও জীবনের উদ্দেশ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভবদীয় সংসর্গ মাহাত্ম্য নিজ জীবনে নিরন্তর উপলব্ধি করিতেছি। অতএব আন্তরিক ভক্তি ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সহকারে এই "প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক"খানি আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম, আপনি স্বকীয় স্বাভাবিক করুণা ও ঔদার্য্যগুণে এই প্রীতিপূর্ণ উপহার গ্রহণকরিলে আমি কৃতার্থ হইব।

শিবপুর, ৩৬ নং ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন,

একান্ত অনুগত
শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দত্ত।

পুস্তকহস্তে ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভিক্ষু। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) বাসনাবিশিষ্ট বুদ্ধিতেই ঘটপট প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান হয়। বাসনা রহিত হইলে, নির্ব্বিষয় জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে। (ভ্রমণ করিয়া আত্মশ্লাঘার সহিত উদ্দেশে) সকল ধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মই উত্তম। যাহাতে সুখ ও মোক্ষ উভয়ই আছে। দেখ, মনোহর গৃহে বাস, উত্তম আসনে উপবেশন, মনোনীত বেশ্যা সম্ভোগ, সুমধুর খাদ্য দ্রব্য ভোজন ও কোমল আস্তরণ বিশিষ্ট শয্যায় যুবতীগণের সহিত শয়ন করিয়া পরমসুখে রাত্রিযাপন করা এই ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে।

করুণা। সখি! নূতন তালবৃক্ষের ন্যায় হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ, মুণ্ডিতমস্তকে ক্ষুদ্র শিখাবিশিষ্ট, রক্তবস্ত্র পরিধায়ী যিনি এইদিকে আসিতেছেন, ইনি কে?

শান্তি। সখি! ইনি বুদ্ধাগম।

ভিক্ষু। ওহে উপাসকগণ! ও ভিক্ষুক সকল! ভগবান্ বুদ্ধদেবের বাক্যামৃত শ্রবণ কর। (হস্তস্থিত পুস্তকপাঠ) আমি দিব্যচক্ষে লোকদিগের সদ্গতি ও দুর্গতি দেখিতে পাইতেছি। জগতের সকল পদার্থই ক্ষণিক, আর আত্মা যে দেহ তিনিও অচিরস্থায়ী। অতএব পরদারগামী ভিক্ষুকেরও প্রতি ঈর্ষ্যা করা উচিত নহে; ঈর্ষ্যাই মনের মল। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) শ্রদ্ধে! এখানে এস।

ভিক্ষুকের বেশধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা। কি আজ্ঞা মহাশয়?

ভিক্ষু। তুমি উপাসক ও ভিক্ষুক সকলকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া থাকিবে।

শ্রদ্ধা। যে আজ্ঞা মহাশয়। (শ্রদ্ধার প্রস্থান।)

শান্তি। সখি! ইনিও কি তামসী শ্রদ্ধা?

করুণা। হাঁ সখি! ইনিও তামসী শ্রদ্ধা।

দিগ। (ভিক্ষুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) ওরে রে ভিক্ষুক! এদিকে আয়, আমি তোরে কিছু জিজ্ঞাসা করিব।

ভিক্ষু। (সক্রোধে) আঃ পাপিষ্ঠ! পিশাচ! কেন এরূপ প্রলাপ করিতেছিস্।

দিগ। (হাস্যপূর্ব্বক) ওরে! গ্রহনক্ষত্রের গতি ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ প্রভৃতির প্রতিপাদক শাস্ত্র দ্বারা অর্হৎ পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব জানা যায়।

ভিক্ষু। (হাস্যপূর্ব্বক) ওরে! তুই অনাদি জ্যোতিঃ শাস্ত্রের অধীন অতীন্দ্রিয় পদার্থ জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া এইরূপ অতি ক্লেশজনক ব্রতধারণ করিয়াছিস্। বল্ দেখি, তোর অর্হৎ পরমেশ্বর দীপকলিকাকার জীবাত্মা শরীররূপ আবরণে আবৃত থাকিয়া কিরূপে ত্রিভুবন জ্ঞানে সমর্থ হয়? সমুজ্জ্বল শিখা বিশিষ্ট দীপ কোনও গৃহের অভ্যন্তরস্থ কুম্ভমধ্যে স্থাপিত হইলে তাহার আলোক কি সেই গৃহের সকল পদার্থে পতিত হইতে পারে? অতএব লোকত্রয় বিরুদ্ধ অর্হৎ পরমেশ্বরের মত অপেক্ষা বুদ্ধশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ। ইহাকে সাক্ষাৎ সুখজনক ও অতি রমণীয় দেখিতেছি।

শান্তি। সখি! এস, স্থানান্তরে যাই।

করুণা। চল, যাই। (উভয়ের পরিক্রমণ।)

কাপালিকরূপধারী সোমসিদ্ধান্তের প্রবেশ।

সোম। (ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া) আমি মনুষ্যের অস্থিময় মালায় বিভূষিত এবং শ্মশানবাসী। নরকপাল আমার ভোজনপাত্র, আমার দুই চক্ষু যোগরূপ অঞ্জনে বিশুদ্ধ। জগৎ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও আমি মহেশ্বর হইতে অভিন্ন দেখিতেছি।

দিগ। (স্বগত) এই মানুষটি কাপালিক ব্রতধারণ করিয়াছে, ইহাকেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা যাউক। (নিকটে গমন করিয়া) ওহে কাপালিক! দেখিতেছি তুমি নরমুণ্ড ধারণ করিয়াছ, তোমার ধর্ম্ম কিরূপ?

সোম। ওহে দিগম্বর! আমার ধর্ম্ম কিরূপ শোন।

আমরা মনুষ্যের মাংসখণ্ড সকল তাহাদের মস্তিষ্কযুক্ত বসায়সিক্ত করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের কপালরূপ চষকে সুরাপান করিয়া পারণা নির্ব্বাহ করি। সদ্যশ্ছিন্ন কঠোর কণ্ঠ হইতে বিগলিত রুধির ধারায় ভীষণ নরবলি দান দ্বারা মহাভৈরবের অর্চ্চনা করিয়া থাকি।

ভিক্ষু। (হস্তদ্বয়ে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া) বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, ওহে! তোমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি ভয়াবহ।

বিজ্ঞাপন।

সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ইহার প্রণেতা। গ্রন্থকার এই উৎকৃষ্ট নাটকখানি রচনা করিয়া আপনার পাণ্ডিত্য বৈচক্ষণ্য ও অসাধারণ কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহার ভাব সকল সুললিত ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া ইহা অতিশয় দুরূহ ও সাধারণের দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের অধ্যাপনাও অধ্যাপক মহাশয়দিগের অনায়াস সাধ্য নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার টীকাকর্ত্তাও তাদৃশ পটু নহেন। বিশিষ্টরূপ মনোনিবেশ না করিলে টীকার ভাবার্থ সকল বুঝা যায় না। এই সকল কারণে এতাদৃশ আদরণীয় গ্রন্থের তাৎপর্য্য বা প্রতিপাদ্যের সহিত সাধারণের পরিচয় নাই। সাধারণকে ইহার তাৎপর্য্যার্থ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে দুই তিন জন কৃতবিদ্য পণ্ডিত এই নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারাও তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহা দেখিয়া আমার ভূতপূর্ব্ব প্রিয়তম ছাত্র ও পরম হিতৈষী প্রতিবেশী শ্রীগোপালচন্দ্র দাস দত্ত এই নাটকখানির সমূল সরল বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। সেই হেতু আমি অনুবাদ কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ ও অর্পিতভার হইয়া এই নাটকের সরল ভাষায়

দিগ। মহাশয়! আপনকার ধর্ম্মের কথাত শুনিয়াছি, এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনার মতে মোক্ষ কিরূপ?

সোম। তবে শোন, ভবানীপতি মহেশ্বর কহিয়াছেন, চন্দ্রশেখর তুল্য কলেবর বিশিষ্ট ও পার্ব্বতীর প্রতিরূপ প্রিয়তমা কর্তৃক আনন্দে আলিঙ্গিত হইয়া সুখে বিচরণ করাই মুক্তি। যদি বল, বিষয়সঙ্গ রহিত উপভোগ জন্য সুখ তুল্য সুখই মুক্তি। তাহা হইলে মুক্তির অপ্রসিদ্ধতাপত্তি হইয়া পড়ে; কারণ নির্ব্বিষয় সুখ কোথায়ও দেখা যায় না। যদি বল সুখ ও জ্ঞান এই উভয় হীন হইয়া আত্মার অবস্থিতির নাম মুক্তি। তাহা হইলে সেইরূপ প্রস্তরাবস্থায় থাকিতে লোকে প্রার্থনা করিবে কেন?

ভিক্ষু। (সোমসিদ্ধান্তের প্রতি) মহাশয়! বাসনা রহিত জনেরই মুক্তি হয়, এ কথা কি মিথ্যা?

দিগ। ওরে কাপালিক! যদি ক্রোধ না করিস্, তবে বলি, "শরীরী মুক্ত" ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ।

সোম। (স্বগত) ওহে! শ্রদ্ধার অভাবে ইহাদের অন্তঃকরণ ক্ষিপ্ত হইয়াছে; অতএব শ্রদ্ধাকে আহ্বান করিয়া ইহাদের নিকট প্রেরণ করা যাউক। (প্রকাশে) শ্রদ্ধা! এখানে একবার এসত।

কাপালিকরূপধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ।

করুণা। (শান্তির প্রতি) সখি! দেখ, দেখ, এই নারীর চঞ্চল লোচন দুটী অবিকল নীলোৎপল সদৃশ, ইহার গলদেশ মনুষ্যের অস্থিময় মালায় কেমন সুন্দর ভূষিত হইয়াছে, মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, স্থূল নিতম্ব ও স্তনের ভারে মন্দ মন্দ গমন করিয়া এ কেমন বিলাস প্রকাশ করিতেছে। রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম রাজসী শ্রদ্ধা।

কাং শ্রদ্ধা। (পরিক্রমের পর) প্রিয়তম! এই আমি আসিয়াছি, কি আজ্ঞা করিতেছেন?

সোম। প্রিয়ে! এই অত্যন্ত অভিমানী ভিক্ষুককে আলিঙ্গন কর।

কাং শ্রদ্ধা। (ভিক্ষুককে আলিঙ্গন করিলেন।)

ভিক্ষু। (সানন্দে শ্রদ্ধাকে আলিঙ্গন ও রোমাঞ্চের অভিনয় করিয়া)

বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম। মূলের সহিত অনুবাদের মিলন রাখিবার নিমিত্ত ও প্রকৃতভাব সাধারণের নিকট প্রকাশ করণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে এই অনুবাদ কোনও অংশে মূলাংশের তাৎপর্য্য বোধের সাধক ও পাঠক মহাশয়গণের হৃদয়গ্রাহী হইলে আমরা উভয়ে (অনুবাদক ও প্রকাশক) আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব এবং আমাদিগের সমস্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সার্থক হইবে।

শিবপুর।
সন ১৩০০ সাল.
২০শে পৌষ।

শ্রীআদ্যানাথ শর্ম্মা—

দিগ। (সুস্থ হইয়া সোমসিদ্ধান্তের প্রতি) আচার্য্য মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি, সুরা আহরণে আপনার যেরূপ বিদ্যা রহিয়াছে; স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি আকর্ষণেও কি সেইরূপ বিদ্যা আছে?

সোম। তুমি বিশেষ করিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি বিদ্যাবলে বিদ্যাধরীকে, অসুরপত্নীকে, নাগবধূকে ও যক্ষকন্যাকে আকর্ষণ করিতে পারি; অধিক কি বলিব এই ত্রিভুবনের মধ্যে যাহা যাহা আমার অভিলষিত হয়, তাহা তাহা বিদ্যাপ্রভাবে আহরণ করিতে পারি।

দিগ। মহাশয়! আমি গণনা দ্বারা জানিয়াছি যে, আমরা সকলে মহামোহের কিঙ্কর।

ভিক্ষু ও সোম। যাহা জানিয়াছ, তাহা যথার্থ।

দিগ। তবে যাহাতে রাজকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা করা হউক।

সোম। তাহা কি? বল।

দিগ। মহারাজের আজ্ঞা, সত্ত্বগুণের কন্যা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতে হইবে।

সোম। বল, সেই দাসীপুত্রী এখন কোথায় আছে, আমি বিদ্যাবলে এই দণ্ডেই তাহাকে আনয়ন করিতেছি।

দিগ। (কঠিনী গ্রহণপূর্ব্বক গণনায় প্রবৃত্ত।)

শান্তি। সখি! শুন্‌লেত, হতাশেরা আমার মার কথা কহিতেছে, আর দিগম্বর সিদ্ধান্ত গণনা আরম্ভ করিয়াছে, এস দেখি, গণনায় কি স্থির হয়।

করুণা। ভাল, দেখা যাক্। (উভয়ের গোপনে অবস্থিতি এবং মনোযোগের সহিত দর্শন।)

দিগ। জলে নাই, স্থলে নাই, আকাশে নাই, পাতালে নাই, তবে কোথায় আছেন? ওঃ! শ্রদ্ধা বিষ্ণুভক্তির সহিত মিলিত হইয়া সাধুগণের অন্তঃকরণে বাস করিতেছেন।

করুণা। (আনন্দের সহিত) সখি! আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধা বিষ্ণুভক্তির পার্শ্ববর্ত্তিনী।

শান্তি। সখি! যাহা শুনিলাম, তাহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন লাভ করিলাম।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়।

পুরুষগণের।

সূত্রধর—প্রস্তাব সূচক।

কামদেব—মনের প্রবৃত্তিপক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

বিবেক—মনের নিবৃত্তিপক্ষের পুত্র, নিবৃত্তিপক্ষের রাজা এবং এই নাটকের নায়ক।

দম্ভ—লোভের পুত্র।

অহঙ্কার—মনের প্রবৃত্তিপক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

ব্রাহ্মণ—দম্ভের পরিচারক।

মহামোহ—মনের প্রবৃত্তিপক্ষের পুত্র, প্রবৃত্তিপক্ষের রাজা এবং এই নাটকের প্রতি নায়ক।

চার্ব্বাক—মহামোহের অনুচর।

শিষ্য—চার্ব্বাকের শিষ্য।

অসৎসঙ্গ দৌবারিক—মহামোহের দ্বারী।

আবর্ত্তদূত—মহামোহের দূত।

লোভ—অহঙ্কারের পুত্র।

ক্রোধ—মনের প্রবৃত্তিপক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

পাষণ্ড মতাবলম্বী
দিগম্বর সিদ্ধান্ত,—মহামোহের অনুচর।

বৌদ্ধ মতাবলম্বী
ভিক্ষু, কাপালিক ও সোমসিদ্ধান্ত—ইহারাও মহামোহের অনুচর।

বস্তু বিচার, সন্তোষ—বিবেকের সহচর।

বিনীত পুরুষ—বিবেকের দৈবজ্ঞ।

সারথি (সৎসঙ্গ)—বিবেকের সারথি।

মন—আত্মার পুত্র।

সঙ্কল্প—মনের মন্ত্রী।

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা। (উদ্দেশে) উঃ! সেই ভয়ঙ্কররূপিণী মহাভৈরবীকে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় এখনও বাতাহত কদলীর ন্যায় কাঁপিতেছে। তাহার দুই কর্ণে মনুষ্যের অস্থিনির্ম্মিত দুই কুণ্ডল ঝুলিতেছে, দৃষ্টিতে দুই চক্ষু হইতে বিদ্যুতের ছটা নির্গত হইতেছে, চন্দ্রকলার ন্যায় শুভ্রবর্ণ বিরল বৃহৎ দন্তের মধ্যদিয়া লোলজিহ্বা বহির্গত হইতেছে, মস্তক হইতে অগ্নিশিখা উদ্গত হওয়ায় কেশগুলি পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, তাহাতে তাহার মূর্ত্তি কি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে।

মৈত্রী। (শ্রদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া) ঐ যে, প্রিয়সখী শ্রদ্ধা ভয়ে কাতর হইয়া কি বলিতেছেন, আমি উঁহার সম্মুখে রহিয়াছি, তথাপি আমাকে দেখিতে পাইতেছেন না; তাহাহউক, আমিই উঁহার নিকটে গিয়া কথা কহি। (নিকটে গমন করিয়া) প্রিয়সখি! আজ তোমাকে এত উদ্বিগ্ন দেখিতেছি কেন? আমি তোমার সম্মুখে রহিয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে দেখিতে পাও নাই?

শ্রদ্ধা। (মৈত্রীকে দর্শন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) কেও, আমার প্রিয়সখী মৈত্রী। সখি! আমি মৃত্যুর ভীষণ মুখদন্তের অন্তর্গত হইয়াছিলাম, পুনর্জ্জীবনের আশা ছিল না, তোমার সহিত আর সাক্ষাৎও হইত না, সংসর্গগুণে মুক্তিলাভ করিয়াছি, তাই এ জন্মে আবার তোমাকে দেখিতে পাইলাম। এখন আমায় দৃঢ় আলিঙ্গন কর।

মৈত্রী। (শ্রদ্ধাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া) সখি! বিষ্ণুভক্তি ত সেই মহাভৈরবীর প্রভাব নষ্ট করিয়াছেন, তথাপি কেন এখনও তোমার শরীর কাঁপিতেছে?

শ্রদ্ধা। উঃ! সেই ভয়ঙ্কররূপিণী মহাভৈরবীকে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় এখনও বাতাহত কদলীর ন্যায় কাঁপিতেছে। তাহার দুই কর্ণে মনুষ্যের অস্থিনির্ম্মিত দুই কুণ্ডল ঝুলিতেছে, দৃষ্টিতে দুই চক্ষু হইতে বিদ্যুতের ছটা নির্গত হইতেছে, মস্তক হইতে অগ্নিশিখা উদ্গত হওয়ায় কেশগুলি পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, তাহাতে তাহার মূর্ত্তি কি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে।

বৈরাগ্য—মনের নিবৃত্তিপক্ষের দ্বিতীয় পুত্র।

আত্মা—বিবেকের পিতামহ।

নিদিধ্যাসন—বিষ্ণুভক্তির আত্মীয়।

প্রবোধচন্দ্র—বিবেকের পুত্র।

স্ত্রীগণের।

নটী—সূত্রধারের পত্নী।

রতি—কামদেবের পত্নী।

সুমতি, উপনিষৎ—বিবেকের পত্নী।

তৃষ্ণা—লোভের পত্নী।

হিংসা—ক্রোধের পত্নী।

বিভ্রমবতী—নাস্তিকতার সহচরী।

নাস্তিকতা—মহামোহের উপপত্নী।

শান্তি—শ্রদ্ধার কন্যা।

করুণা—শান্তির সখী।

সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা,
বৈদান্তিকী সরস্বতী } —বিষ্ণুভক্তির সহচরী।

মৈত্রী, ক্ষমা—বিষ্ণুভক্তির দাসী।

দিগম্বর সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা,
সোম সিদ্ধান্তের মতালম্বিনী শ্রদ্ধা,
ভিক্ষুকের মতালম্বিনী শ্রদ্ধা } ইহারা তামসী শ্রদ্ধা।

দেখিয়া আনন্দ করিবেন এবং কুমতির প্রতি উপেক্ষা করিবেন। এইরূপ করিলেই রাগ লোভ দ্বেষাদি দোষে দূষিত হইলেও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এখন আমরা চারিভগিনী সাধুদিগের অন্তঃকরণে থাকিয়া প্রবোধচন্দ্রের জন্মব্যাপারে কালযাপন করিগে। প্রিয়সখি! এখন তুমি কোথায় মহারাজের দর্শন পাইবে?

শ্রদ্ধা। দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে বলিয়াছেন যে, বিবেক মহামোহের নিকট পরাভূত হইয়া রাঢ়প্রদেশের অন্তর্গত ভাগীরথীতীরের অলঙ্কার স্বরূপ চক্রতীর্থে মীমাংসানুগত বুদ্ধিপ্রভাবে প্রাণধারণ করিয়া উপনিষদের সহিত সঙ্গমের নিমিত্ত ব্যাকুলচিত্তে তপস্যা করিতেছেন। অতএব সেই স্থানে গমন করিলেই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব।

মৈত্রী। প্রিয়সখি! তবে তুমি তথায় গমন কর। আর আমি স্বকীয় নিয়োগের অনুষ্ঠান করিগে।

শ্রদ্ধা। তবে এস, যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

রাজা বিবেক ও বেত্রবতী-প্রতীহারীর প্রবেশ।

বিবে। (উদ্দেশে মহামোহের প্রতি) আঃ পাপিষ্ঠ হতভাগা মহামোহ! তুই সর্ব্বপ্রকারে জগতের অনিষ্ট করিতেছিস্। যেহেতু আত্মা ব্রহ্মরূপ তরঙ্গাবলি বিরহিত স্থির অতি বিস্তীর্ণ নির্ম্মল আনন্দদায়ক অমৃতসাগরজলে নিমগ্ন হইয়াও তাহা পান করিতেছেন না; কেবল ভ্রান্ত ও মোহাভিভূত হইয়া মৃগতৃষ্ণিকাবৎ অলীক সারহীন সংসারে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া রহিয়াছেন। আমি জানি, যেমন জগদীশ্বরের আরাধনাজনিত তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন এই অজ্ঞান বীজোৎপন্ন সংসার তরুর সমূল বিনাশের অন্য উপায় নাই, সেইরূপ প্রবোধোদয় ভিন্ন অবোধ মূল সংসার চক্রবাহক মহামোহ নিবৃত্তির আর কোন উপায় নাই। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, সৎকর্ম্মশালী জনগণের কার্য্যে প্রায়ই দেবগণ সহায়তা করেন। দেবী বিষ্ণুভক্তিও আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, কাম ক্রোধাদি বিজয়ের নিমিত্ত উদ্যোগ করিবে। তিনিও স্বয়ং এ বিষয়ে সাহায্য দান করিবেন বলিয়াছেন, অতএব অগ্রে কাম পরাজয়ের নিমিত্ত বস্তুবিচারকে প্রেরণ করি। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) বেত্রবতি! বস্তুবিচারকে ডাকিয়া আন।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকম্।

প্রস্তাবনা।

মধ্যাহ্নার্ক মরীচিকা স্বিব পয়ঃ পূরো যদজ্ঞানতঃ
খং বায়ু র্জ্বলনো জলং ক্ষিতিরিতি ত্রৈলোক্য মুন্মীলতি।
যত্তত্ত্বং বিদুষাং নিমীলতি পুনঃস্রগ্ভোগিভোগোপমং
সান্দ্রানন্দ মুপাস্মহে তদমলং স্বাত্মাববোধং মহঃ॥

অপিচ।

অন্তর্নাড়ী নিয়মিত মরুল্লঙ্ঘিত ব্রহ্মরন্ধ্রং
স্বান্তে শান্তি প্রণয়িনি সমুন্মীলদানন্দসান্দ্রম্
প্রত্যগ্ জ্যোতি র্জ্জয়তি যমিনঃ স্পষ্টলালাটনেত্র-
ব্যাজব্যক্তী কৃতমিব জগদ্ব্যাপি চন্দ্রার্দ্ধ মৌলেঃ॥

(নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ।)

অলমতি বিস্তরেণ। আদিষ্টোঽস্মি সকল সামন্ত চূড়ামণি মরীচি মঞ্জরী নীরাজিত চরণকমলেন, বলবদরিনিবহ বক্ষস্তটকবাটপাটন প্রকটিত নরসিংহরূপেণ, প্রবলতর

বস্তু। (বিবেকের নিকটে গমন করিয়া) মহারাজের জয় হউক; মহারাজ! আমি বস্তুবিচার প্রণাম করি।

বিবে। (সসম্ভ্রমে) এস, এস, এখানে ব'স।

বস্তু। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! এই আপনার কিঙ্কর উপস্থিত, অনুগ্রহ করিয়া আজ্ঞা করুন।

বিবে। দেখ বস্তুবিচার! মহামোহের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত; তাহাতে মহামোহের প্রধান সেনাপতি কামের প্রতিযোদ্ধা তোমাকেই স্থির করিয়াছি।

বস্তু। (সহর্ষে) আমি ধন্য হইলাম, যেহেতু মহারাজ আমাকে বীরপুরুষ জ্ঞান করিয়াছেন।

বিবে। বস্তুবিচার! জিজ্ঞাসা করি, কোন্ অস্ত্র দ্বারা কামকে জয় করিবে?

বস্তু। আঃ যাহার মোহন, স্তম্ভন, উন্মাদন, শোষণ ও তাপন এই পাঁচটি মাত্র শর এবং ধনু পুষ্পময়; সেই কামকে জয় করিতে কি অস্ত্র গ্রহণের অপেক্ষা থাকে? দেখুন, কোনও লোক কোনও প্রকারে স্ত্রীলোকদিগের স্মরণ বা দর্শন করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে সুরতের পরিণামবিরসত্ব বা মল মূত্রাদিময় দেহের ঘৃণার্হতা বারংবার স্মরণ করাইয়া তাহার ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিব, তাহাতেই কাম পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবে।

বিবে। (সানন্দে) ভাল, ভাল।

বস্তু। মহারাজ! আরও কিছু বলি, শ্রবণ করুন।

নদীপুলিন, নির্ঝরধারাধর পর্ব্বতের মসৃণ শিলা ও নিবিড় বনরাজি এই সকল তপস্যার স্থান; শান্তি সম্পাদক বেদব্যাসের বাক্য এবং সত্ত্বগুণ সম্পন্ন পণ্ডিতগণের সহিত সমাগম বিদ্যমান থাকিলে, কামের প্রধান অস্ত্র নারী বিফল হইয়া যাইবে। তাহা বিফল হইলে চন্দ্র, চন্দন, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, অলিকুলের গুণ গুণ ধ্বনিবিশিষ্ট বিলাস বিপিনভূভাগ, বসন্তঋতু, মেঘগণের গম্ভীর গর্জ্জনবিশিষ্ট বর্ষাকালের দিন, কদম্বকুসুমের সৌরভবাহী মন্দ মন্দ সমীরণ, নির্জ্জন গৃহ প্রভৃতি কামের সহায় সকলও

নরপতিকুলপ্রলয়মহার্ণবমগ্ন মেদিনী সমুদ্ধরণ মহাবরাহেণ, নিখিল দিগ্বিলাসিনী কর্ণপূরীকৃতকীর্ত্তিপল্লবেন, সমস্তাশা স্তম্বেরম কর্ণতালাস্ফালনবহুলতরপবনসম্পাত নর্ত্তিত প্রতাপানলেন, শ্রীমতা গোপালেন। যথা;—

খল্বস্য সহজ সুহৃদো রাজ্ঞঃ কীর্ত্তিবর্ম্ম দেবস্য দিগ্বিজয় ব্যাপারান্তরিত পরম ব্রহ্মানন্দৈরস্মাভিঃ সমুন্মীলিত বিবিধ বিষয় রস দূষিতা ইবাতিবাহিতা দিবসাঃ। ইদানীন্তু কৃত-কৃত্যা বয়ং। যতঃ।

নীতাঃ ক্ষয়ং ক্ষিতি ভুজো নৃপতে বিপক্ষা
রক্ষাবতী ক্ষিতিরভূৎ প্রথিতৈ রমাত্যৈঃ।
সাম্রাজ্য মস্য বিহিতং ক্ষিতি পাল মৌলি
মালার্চ্চিতং ভুবি পয়োনিধি মেখলায়াম্॥

তদ্বয়ং শান্তিরসপ্রয়োগাভিনয়েনাত্মানং বিনোদয়িতু মিচ্ছামঃ। তদ্‌যদপূর্ব্ব মত্র ভবদ্ভিঃ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রৈঃ প্রবোধ চন্দ্রোদয়ং নাম নাটক মভিনির্ম্মায় ভবতঃ সমর্পিত মাসীৎতদদ্য শ্রীকীর্ত্তি বর্ম্মণঃ পুরস্তাদভিনেতব্যং ভবতা। অস্তি চাস্য ভূপতেঃ সপরিষদ স্তদালোকন কুতূহল মিতি। তদ্ভবতু, গৃহং গত্বা গৃহিণী মাহূয় সংগীত মবতারয়ামি।

(পরিক্রম্য নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য)

আর্য্যে! ইতস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য নটী।)

অজ্জ! ইয়ম্হি আণবেছু অজ্জো কো ণিওও অণুচিট্‌ঠী অদুত্তি।

সূত্র। আর্য্যে! বিদিতমেব ভবত্যা।

বিবে। এস, এখানে ব'স। (আপনার নিকটে বসাইলেন।)

সন্তো। (উপবেশন করিয়া) প্রভো! এই ভৃত্যকে কোনও আজ্ঞা করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।

বিবে। অহে সন্তোষ! আমি তোমার প্রভাব জানি, তুমি অবিলম্বে লোভজয়ের নিমিত্ত বারাণসী যাত্রা কর।

সন্তো। যে আজ্ঞা মহারাজ, এখনি চলিলাম। দশরথতনয় রামচন্দ্র যেমন দেবদ্বিজগণের বধবন্ধনে প্রবৃত্ত ত্রিভুবনজয়ী রাক্ষসরাজ দশমুণ্ড রাবণকে বলে জয় করিয়া বধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ নানা বিষয়-স্পৃহার কারণ ত্রৈলোক্যব্যাপী দেবদ্বিজগণের হিংসাদিতে প্রবর্ত্তক লোভকে বলে পরাজয় করিয়া বিনাশ করিব। (প্রস্থান।)

বিনীতপুরুষের প্রবেশ।

বিনীতপু। (বিবেকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণামপূর্ব্বক) মহারাজ! যুদ্ধযাত্রার মাঙ্গল্য দ্রব্য সকল আহরণ করা হইয়াছে; গণক আসিয়া গমনের শুভ সময় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

বিবে। যদি সকল উদ্যোগ হইয়া থাকে, তবে সেনাপতিদিগকে সৈন্য প্রেরণ করিতে বল।

বিনীতপু। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান।)

(নেপথ্যে।)

ওহে! যাহাদিগের কুম্ভভিত্তিচ্যুত মদ মদিরায় মধুকরগণ মত্ত হয় এতাদৃশ উৎকৃষ্ট হস্তী সকল সুসজ্জিত কর, যাহাদিগের বেগবলে বায়ু পরাজিত হয়, এরূপ দ্রুতগামী অশ্ব সকল রথরাজিতে যোজিত কর, কুন্তাস্ত্রধারী পদাতি সৈনিক সকল সর্ব্বাগ্রে এবং অসিলতাধারী অশ্বারোহী সৈনিক সকল তৎপশ্চাৎ গমন করুক।

বিবে। বিপক্ষবিজয়ের নিমিত্ত সেনাপতি সকলকে প্রেরণ করা হইয়াছে। আমিও প্রস্তুত হইয়াছি, তবে এখন যুদ্ধার্থ বারাণসী যাত্রা

অস্তি প্রত্যর্থি পৃথ্বীপতি বিপুল বলারণ্য মূর্চ্ছৎ প্রতাপ জ্যোতি র্জ্বালাবলীঢ় ত্রিভুবন বিবরো বিশ্ববিভ্রান্তকীর্ত্তিঃ। গোপালো ভূমিপালান্ প্রসভ মসিলতা মাত্র মিত্রেণ জিত্বা সাম্রাজ্যে কীর্ত্তিবর্ম্মা নরপতি তিলকো যেন ভূয়োঽভ্য ষেচি ॥

অপিচ।

অদ্যাপ্যুন্মদ যাতুধান তরুণী চঞ্চৎ করাস্ফালন
ব্যাবল্গন্ কপাল তাল রণিতৈ র্নৃত্যৎ পিশাচাঙ্গনাঃ।
উদ্গায়ন্তি যশাংসি যস্য বিততৈ র্নাদৈঃ প্রচণ্ডানিল
প্রক্ষুভ্যৎ করি কুম্ভ কূট কুহর ব্যক্তৈরণক্ষৌণয়ঃ ॥
তেনচ শান্তপথ প্রস্থিতে নাত্মনো বিনোদার্থং
প্রবোধ চন্দ্রোদয়ং নাম নাটক মভিনেতুম্ আদিষ্টোঽস্মি,
তদাদিশ্যন্তাং ভরতা বর্ণিকা পরিগ্রহায়।

নটী। (সবিস্ময়ম্) অচ্চরীঅং! অচ্চরীঅং! জেণ নিঅ ভুঅবল নিব্ভচ্ছিদ সঅল রাঅ মণ্ডলেন আঅণ্ণা অট্টিঅ কঢিণ কোঅণ্ড বহল বরিসন্ত সন্তদসরণিঅর জজ্জরিঅ তুরঅ তরঙ্গ মালম্, ণিরন্তর ণিবড়ন্তভিক্খ বিক্খিত্ত সহত্থ সত্থ পজ্জাসি ভুভুঙ্গ মাঅঙ্গ মহা মহীঅর সহস্সং, ভম্মন্ত ভুঅদণ্ড চণ্ড মন্দরা-ভিঘাদ ঘুণ্ণন্ত সঅল পত্তি সলিঅ সংঘাদং কণ্ণসেণ্ণ সাঅরং ণিম্মহিঅ মহুমহণেণ বিঅচ্ছীর সমুদ্দং সমাসাদিদা সমর বিজঅলচ্ছীঃ তস্স সাম্পদং সঅল মুণিঅণ সলাহণী অচরি-দস্স কধং তাদিসো উবসমো সম্বুত্তো।

সূত্র। আর্য্যে! নিসর্গ সৌম্যমেব ব্রাহ্মং জ্যোতিঃ কুতোঽপি কারণবশাৎ প্রাপ্ত বিকারমপি পুনঃ স্বভাবে ঽবতিষ্ঠতে। যতঃ সকল ভূপাল কুল প্রলয় কালাগ্নিরুদ্রেণ

নিবাসভূমি বারাণসী আমার মনোমালিন্য দূর করিয়া পরমানন্দ দান করিতেছে। গঙ্গাধরের শিরোরত্ন ও বসুমতীর কণ্ঠবিলম্বিনী মৌক্তিক-মালার স্বরূপ এই জাহ্নবী এখানে বক্রভাবে প্রবাহিত হইয়া ফেনপটল প্রদর্শন দ্বারা যেন মহেশ্বরের শিরঃশোভন ইন্দুকলাকে উপহাস করিতেছে।

সারথি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) আয়ুষ্মন্! দেখুন, দেখুন; এই সেই ভাগীরথীতীরের অলঙ্কার স্বরূপ ভগবান্ আদিকেশব নামক বিষ্ণুর মন্দির।

বিবে। (দর্শন করিয়া সহর্ষে) ওহে! এই আদিকেশব দেবকে পৌরাণিক পণ্ডিতগণ বারাণসীক্ষেত্রের আত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পুণ্যবান্ লোকেরা এই বারাণসী ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়া ইহাতেই লীন হইয়া থাকেন।

সারথি। আয়ুষ্মন্! ঐ দেখুন; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মহামোহের অনুচরগণ আমাদিগকে দর্শন করিয়াই দূরে পলায়ন করিতেছে।

বিবে। তাহাই বটে, উহারা সকলেই পলায়ন করিতেছে। তাহা হউক; এখন চল, আমরা আদি কেশব দেবকে প্রণাম করিয়া আসি। (রথ হইতে অবতরণ, মন্দিরে প্রবেশ ও আদি কেশব দর্শন করিয়া স্তুতিপাঠ।) জয়, জয়, হে ভগবন্! দেবসেনাগণের চূড়ামণিশ্রেণী রঞ্জিত ভবদীয় চরণকমলের নখের প্রভায় আপনার স্বর্ণময় পাদপীঠের দীপ্তি নিন্দিত। আপনি ত্রৈলোক্যসন্তপ্ত প্রণত জগতের দুর্নিদ্রাপ হরণে সুদক্ষ। আপনি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জলমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার দংষ্ট্রাগ্রভাগ সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল; তথাপি তাহা দ্বারা কত বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত বিদারিত হইয়াছে। আপনি বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া পাদত্রয়ে লোকত্রয় পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কলেবরে প্রবল বাহুবলে গোবর্দ্ধনগিরি উত্তোলনপূর্ব্বক ছত্ররূপে ধারণ করিয়া ইন্দ্রপ্রবর্ত্তিত আকস্মিক প্রচণ্ড অতি বৃষ্টিতে অত্যন্ত ভীত গোকুলবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন; তাহাতে সমস্ত সংসার বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। হে প্রভো! আপনি অসুরগণের বধূদিগকে বিধবা করিয়া তাহাদিগের সীমন্ত হইতে সিন্দূর তুলিয়া লইয়া স্বীয় শরীরে

চেদিপতিনা সমুন্মূলিতং চন্দ্রান্বয় পার্থিবানাং পৃথিব্যা মাধিপত্যং স্থিরীকর্ত্তু ময়মস্য সংরম্ভঃ। পশ্য।

তথা কল্পান্ত সংক্ষোভ লঙ্ঘিতা শেষ ভূভৃতঃ।
স্থৈর্য্য প্রসাদ মর্য্যাদা স্তাএব হি মহোদধেঃ॥

অপিচ।

ভগবন্নারায়ণাংশ সংভূতা ভূতহিতায় তথাবিধ
পৌরুষ ভূষণাঃ ক্ষিতিতল মবতীর্য্য নিষ্পাদিত কৃত্যাঃ
পুনঃ শান্তি মেব প্রপদ্যন্তে। তথাহি—
পরশুরাম মেব তাবদাকলয়তু ভবতী।

যেন ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নৃপবহল বসা মাংস মস্তিষ্ক পঙ্ক
প্রাঘারে হকারি ভূরিচ্যুত রুধির সরিদ্বারিপূরেহভিষেকঃ।
যস্য স্ত্রী বাল বৃদ্ধাবধিনিধন বিধৌ নির্দ্দয়ো বিশ্রুতো হসৌ
রাজন্যোচ্চাংসকূটক্রথনপটু রটদ্ঘোরধারঃ কুঠারঃ॥

সোহপি স্ববীর্য্যাদ বতার্য্য ভারংভূমেঃ সমুৎখায় কুলং নৃপাণাম্।
প্রশান্ত কোপজ্বলন স্তপোভিঃ শ্রীমান্ মুনিঃ শাম্যতি জামদগ্ন্যঃ॥

তথায়মপি কৃতকৃত্যঃ সম্প্রতি পরমা মুপশম নিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ;
যেন চ। বিবেকেনেব নির্জ্জিত্য কর্ণং মোহমিবোর্জ্জিতম্।
শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্ম নৃপতে র্বোধস্যেবোদয়ঃ কৃতঃ॥

(নেপথ্যে।)

আঃ! পাপ! শৈলূষাধম! কথ মস্মাসু জীবৎসুস্বামিনো মহামোহস্য বিবেক সকাশাৎ পরাজয় মুদাহরসি।

সূত্র। (সসম্ভ্রমং বিলোক্য) অয়ে!

উত্তুঙ্গ পীবরকুচদ্বয় পীড়িতাঙ্গ
মালিঙ্গিতঃ পুলকিতেন ভুজেন রত্যা।

জলধরও ইহাকে মন্দীভূত করিতে পারে না। যখন সমস্ত পৃথিবী, সকল সমুদ্র, সকল পর্ব্বত ও সকল নদীর ধ্বংস নিশ্চয়ই ঘটিবে; তখন প্রতিক্ষণে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত তৃণতুল্য লঘু জীবের মৃত্যুর কথা কি কহিব, তাহাত তাহাদের উপস্থিতই রহিয়াছে, ইহা সকলেই জানেন; তথাপি স্বজনের মরণ হইতে উৎপন্ন অনির্ব্বচনীয় বিষম শোকাগ্নি বিচারকে পরাস্ত করিয়া হৃদয়কে নিরতিশয় দগ্ধ করে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ যদিও দুর্ব্বৃত্ত এবং আমাদিগের অত্যন্ত অনিষ্টকারী; তথাপি বস্তুবিচার প্রভৃতি কর্ত্তৃক নিহত হওয়াতে খল প্রবল শোকানল যেন আমার শরীর শোষণ করিতেছে; যেন আমার মর্ম্মস্থান সকল ছেদন করিতেছে; যেন আমার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিতেছে। (চিন্তা করিয়া) সে যাহাহউক; দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, "বৎসে! আমি এখানে থাকিয়া হিংসা-ব্যাপারময় সংগ্রাম দেখিতে পারিব না; অতএব বারাণসীর এই অংশ পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল শালগ্রামক্ষেত্রে বাস করিব। তুমি যুদ্ধের যথাযথ বৃত্তান্ত আমাকে জানাইবে," তবে এখন আমি তাঁহার নিকটে গমন করিয়া যুদ্ধ বৃত্তান্ত নিবেদন করি। (কিঞ্চিৎ দূর গমন ও দর্শন করিয়া) এই যে সম্মুখে চক্রতীর্থ দেখিতেছি। এই স্থানে সংসারসাগর পারের কর্ণধার ভগবান্ হরি বাস করিতেছেন। (প্রণাম করিয়া) এই সেই ভগবতী বিষ্ণুভক্তি সাধুজন পরিবৃতা হইয়া আমার কন্যা শান্তির সহিত কি কথোপকথন করিতেছেন। এই সময় আমি ইঁহার নিকটে যাই।

বিষ্ণুভক্তি ও শান্তির প্রবেশ।

শান্তি। (বিষ্ণুভক্তির প্রতি) দেবি! আপনাকে এমন চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন?

বিষ্ণু। বৎসে! এই বীরক্ষয় মহাযুদ্ধে প্রবল মহামোহের আক্রমণে বাছা বিবেকের কি ঘটিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ না পাওয়ায় আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে।

শান্তি। ইহার জন্য চিন্তা কি; আপনার অনুগ্রহ থাকিলে, নিশ্চয়ই মহারাজ বিবেকের জয় হইবে।

শ্রীমান্ জগন্তি মদয়ন্নয়নাভিরামঃ
কামোঽয় মেতি মদঘূর্ণিতনেত্রপদ্মঃ ॥

নূনং মদ্বচনা চ্চোপজাত ক্রোধ ইবাসৌ লক্ষ্যতে তদপসরণ মেবাস্মাক মিতঃ শ্রেয়ঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ; প্রস্তাবনা।)

প্রথমোঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি যথা নির্দ্দিষ্টঃ কামো রতিশ্চ।)

কামঃ। (সক্রোধং) আঃ পাপ! (ইতি পঠিত্বা) নন্বরে! ভরতাধম!

প্রভবতি মনসি বিবেকো বিদুষামপি শাস্ত্র সম্ভবস্তাবৎ।
নিপতন্তি দৃষ্টি বিশিখা যাবন্নেন্দীবরাক্ষীণাম্ ॥

অপিচ।

রম্যং হর্ম্ম্যতলং নবাঃ সুনয়না গুঞ্জদ্দ্বিরেফালতাঃ
প্রোন্মীলন্নবমালিকা সুরভয়ো বাতাঃ সচন্দ্রাঃক্ষপাঃ।
যদ্যেতানি জয়ন্তি হন্ত! পরিতঃ শস্ত্রাণ্যমোঘানি মে
তদ্ভোঃ কীদৃগসৌ বিবেকবিভবঃ কীদৃক্ প্রবোধোদয়ঃ ॥

রতিঃ। অজ্জউত্ত! গুরুও কৃখু মহারাঅ মহামোহস্স পড়িবক্খো বিবেও ত্তি তক্কেমি।

কামঃ। প্রিয়ে! কুতস্তবেদং স্ত্রীস্বভাব সুলভং বিবেকাদ্ভয় মুৎপন্নম্। পশ্য।

অপি যদি বিশিখাঃ শরাসনং বা কুসুমময়ং সসুরাসুরং তথাপি।

বিষ্ণু। (সহর্ষে) তারপর, তারপর?

শ্রদ্ধা। তারপর, মহামোহ ন্যায়দর্শনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতে করিতে "হতভাগ্য বিবেক এই দুর্নীতির ফলভোগ করুক" এই কথা বলিয়া অতিপাষণ্ডদিগের সহিত পাষণ্ডশাস্ত্র সকলকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে মহারাজ বিবেকের সৈন্যগণের সম্মুখে বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, স্মৃতি ও ইতিহাসাদি দ্বারা বিভূষিত শুভ্রকান্তি সরস্বতী কমল করে সহসা আবির্ভূত হইলেন।

বিষ্ণু। (প্রসন্নবদনে) তারপর, তারপর।

শ্রদ্ধা। তারপর বৈষ্ণবশাস্ত্র, শৈবশাস্ত্র, শাক্তশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র সকল সেই সরস্বতী দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলেন।

বিষ্ণু। (ব্যগ্রভাবে) তারপর, তারপর।

শ্রদ্ধা। তারপর, সমরোৎসুকা ঋগাদি বেদত্রয় ত্রিনয়না ধর্ম্মেন্দুকান্তমুখী মীমাংসা সাঙ্খ্য, ন্যায়, বৈশেষিক দর্শন ও মহাভাষ্যাদি শাস্ত্রে পরিবৃতা হইয়া ন্যায়ঘটিত তর্কবিতর্করূপ দীপ্যমান বাহু সহস্র দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকময় করিতে করিতে দ্বিতীয় কাত্যায়নীর ন্যায় বাগ্দেবীর সম্মুখে আগমন করিলেন।

শান্তি। (সবিস্ময়ে শ্রদ্ধার প্রতি) মা! স্বভাবতঃ বিরুদ্ধবাদী সাঙ্খ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের কি প্রকারে মিলন হইল?

শ্রদ্ধা। বৎসে! জান না কি, যাহারা একবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা পরস্পর বিরোধী থাকিয়াও যদি অপরের সহিত বিবাদ করিবার সময় সকলে সম্মিলিত হয়, জয়লক্ষ্মী লাভ করে। সেই সকল শাস্ত্রই বেদ হইতে উৎপন্ন; তাহাদের অবান্তর বিরোধ থাকিলেও নাস্তিক মত খণ্ডন ও বেদের প্রামাণ্য সাধন বিষয়ে সকলেরই ঐক্য আছে। আর যখন সকল আগম হইতেই ব্রহ্মনিরূপণ হয়; তখন তাহাদের পরস্পরের বিরোধ নাই স্বীকার করিতে হইবে। এক নির্ব্বিকার অনন্ত অনশ্বর অনুৎপন্ন জ্যোতিকে কোন আগম রজোগুণের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন; কোন আগম সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া বিষ্ণু বলিয়া থাকেন; কোন আগম তমোগুণের উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া

মমজগদখিলং বরোরু ! নাজ্ঞামিদমভিলঙ্ঘ্য ধৃতিং মুহূর্ত্তমেতি ॥

তথাহি—

অহল্যায়া জারঃ সুরপতিরভূদাত্মতনয়াং

প্রজানাথোহগমী দভজত গুরোরিন্দু রবলাম্ ।

ইতি প্রায়ঃ কোবা ন পদমপদেহকার্য্যত ময়া

শ্রমো মদ্বাণানাংক ইহ ভুবনোন্মাথ বিধিষু ॥

রতিঃ। অজ্জউত্ত ! এবম্মেদং তধাবি মহাসহাঅ সম্পণ্ণা সঙ্কিদব্বো অরাদি, জদো অস্‌স জমণিঅম প্পমুখা অমচ্চা সুণীঅন্তি।

কামঃ। প্রিয়ে ! যানেতান্ রাজ্ঞো বিবেকস্য বলবতো যমাদীনষ্টৌ তাবদমাত্যান্ পশ্যসি ত এতে নিয়তমস্মাভি রভিযুক্ত মাত্রাদ্দ্রাগেব বিঘটিষ্যন্তে। তথাহি—

অহিংসা কৈব কোপস্য ব্রহ্মচর্য্যাদয়োমম।

লোভস্য পুরতঃ কেহমী সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহাঃ ॥

যম নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা সমাধয়স্তু নির্ব্বিকার-চিত্তৈক সাধ্যত্বাদীষৎকরসমুন্মীলনা এব, অপিচ স্ত্রিয় এবামীষাং কৃত্যা স্তেন তেহস্মদ্গোচরা এব বর্ত্তন্তে।

যতঃ।

সন্তু বিলোকন ভাষণ বিলাস পরিহাস কেলি পরিরম্ভাঃ।

স্মরণমপি কামিনীনা মলমিহ মনসো বিকারায় ॥

বিশেষত শ্চৈতে মদমানমাৎসর্য্য দম্ভ লোভাদিভি রস্মৎস্বামি-বল্লভৈ রভিযুজ্যমানা নরপতি মন্ত্রিণ মধর্ম্ম মেবাশ্রয়িষ্যন্তি।

রতিঃ। অজ্জউত্ত! সুদংমএ তুম্হাণং সমদমপ্পহুদীণং অ একম্ উপ্পত্তি ট্‌ঠাণং ত্তি।

কামঃ। প্রিয়ে! কিমুচ্যতে একমুৎপত্তি স্থানমিতি, ননু জনক এবাস্মাক মভিন্নঃ। তথাহি —

সম্ভূতঃ প্রথম মিহেশ্বরস্য সঙ্গা
ন্মায়ায়াং মন ইতি বিশ্রুত স্তনূজঃ।
ত্রৈলোক্যং সকল মিদং বিসৃজ্য ভূয়
স্তেনাথো জনিত মিদং কুলদ্বয়ং নঃ॥

তস্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তী দ্বেধর্ম্মপত্ন্যৌ, তয়োঃ প্রবৃত্ত্যামুৎপন্নং মহামোহ প্রধান মেকং কুলং, নিবৃত্ত্যামুৎপন্নং দ্বিতীয়ং বিবেক প্রধান মিতি।

রতিঃ। অজ্জউত্ত! জই এধংতা কিংত্তি সোঅরাণং তুহ্মাণং এআরিসং বৈরম্।

কামঃ। প্রিয়ে! একামিষ প্রভবমেব সহোদরাণা
মুজ্জৃম্ভতে জগতি বৈরমিতি প্রসিদ্ধম্।
পৃথ্বীনিমিত্ত মভবৎ কুরুপাণ্ডবানাং
তীব্রস্তথা হি ভুবনক্ষয় কৃদ্বিরোধঃ॥

সর্ব্বমেবচ তজ্জগদস্মাকং পিত্রুপার্জ্জিতং তচ্চাস্মাভি স্তাতবল্লভতয়া সর্ব্বমেবা ক্রান্তং তেষান্তু বিরল প্রচারঃ তেন তেপাপাঃ পিতর মস্মাংশ্চোন্মূলয়িতু মুদ্যতাঃ।

রতিঃ। (কর্ণৌপিধায়) সন্তং পাবং অজ্জউত্ত! কিং এদং পাবং বিদ্দেসমত্তকেণ জ্জেব তেহিং আরব্ভং অধবা ভোদু এত্থ কো উবাও মন্তিদব্বো?

কামঃ। প্রিয়ে! অস্ত্যত্র কিঞ্চিন্নিগূঢ়ং বীজম্।

রতিঃ। অজ্জউত্ত! তাকিংণ উদ্‌ঘাড়ীঅদি?

কামঃ। প্রিয়ে! স্ত্রীস্বভাবাদ্ভবতী ভীরুরিতি ন তং

দারুণং কর্ম্ম পাপীয়সা মুদাহ্রিয়তে।

রতিঃ। (সভয়ং) অজ্জউত্ত! কেরিসংতম্?

কামঃ। প্রিয়ে! নভেতব্যং হতাশানা মাশামাত্রমেবৈতৎ অস্তি কিলৈষা কিংবদন্তী অত্রাস্মাকংকুলে কালরাত্রিকল্পা বিদ্যানাম রাক্ষসী সমুৎপৎস্যত ইতি।

রতিঃ। হদ্ধী! কধং তুম্মাণংকুলে রক্খসীত্তি? বেবদি মে হিঅঅম্।

কামঃ। প্রিয়ে! কিংবদন্তীমাত্র মেতৎ।

রতিঃ। অধ তাএ রক্খসীএ উপ্পণ্ণাএ কিংকাদব্বম্?

কামঃ। প্রিয়ে! অস্তিকিল তত্রপ্রাজাপত্যা সরস্বতী যথা—

পুংসঃসঙ্গ সমুজ্ঝিতস্য গৃহিণী মায়েতিতেনাপ্যসা
বস্পৃষ্টাপি মনঃ প্রসূয় তনয়ং লোকানসৃত ক্রমাৎ।
তস্মাদেব জনিষ্যতে পুনরসৌ বিদ্যেতি কন্যা যয়া
তাতস্তেচ সহোদরাশ্চ জননী সর্ব্বঞ্চ ভক্ষ্যং কুলম্॥

রতিঃ। (সত্রাসোৎকম্পম্) অজ্জউত্ত! পরিত্তাহি পরিত্তাহি। (ইতি ভর্ত্তার মালিঙ্গতি।)

কামঃ। (স্পর্শ সুখমভিনীয় স্বগতম্।)

স্ফুরদ্রোমোদ্ভেদস্তরলতর তারাকুলদৃশো
ভয়োৎকম্পোত্তুঙ্গস্তনযুগভরা সঙ্গ সুভগঃ।
অধীরাক্ষ্যা গুঞ্জন্মণিবলয়দোর্ব্বল্লিরচিতঃ
পরীরম্ভো মোদং জনয়তিচ সম্মোহয়তিচ॥

(প্রকাশং দৃঢ়ং পরিষ্বজ্য।)

প্রিয়ে! নভেতব্যং, অস্মাস্থু জীবৎসুকুতো বিদ্যোৎপত্তিঃ?

রতিঃ। অজ্জউত্ত! অধ কিং তাএ রক্খসীএ উপ্পত্তী তুম্মাণং পড়িবক্খাণং সম্মদা।

কামঃ। বাঢ়ং, সা খলু বিবেকেনোপনিষদ্দেব্যাং প্রবোধ-চন্দ্রেণ ভ্রাত্রা সমং জনয়িতব্যা; তত্র চৈতে সর্ব্বএব শম দমাদয়ঃ প্রতিপন্নোদ্যোগাঃ।

রতিঃ। অজ্জউত্ত! কধং উণ অপ্পণো বিণাস আরিণীএ বিজ্জাএ উপ্পত্তী তেহিং দুব্বিণীদেহিং সলাহণিজ্জই।

কামঃ। প্রিয়ে! কুলক্ষয়প্রবৃত্তানাং পাপকারিণাং কুতঃ স্বপ্রত্যবায় গণনা। পশ্য।—

সহজ মলিন বক্রভাব ভাজাং ভবতি ভবঃ প্রভবাত্মনাশহেতুঃ।
জলধর পদবীমবাপ্য ধূমো জ্বলন বিনাশ মনুপ্রয়াতি নাশম্॥

(নেপথ্যে)

আঃ! পাপ! দুরাত্মন্! কথ মস্মানেব পাপকারিণ ইত্যা ক্ষিপসি। নন্বরে!

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্য মজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

ইতি পৌরাণিকীং গাথাং পুরাবিদ উদাহরন্তি। অনেন চাস্মাকং জনকেনাহঙ্কারানুবর্ত্তিনা জগৎপতিঃ পিতৈব তাবৎ বদ্ধঃ; মহামোহাদিভিশ্চ সএব বদ্ধঃ সুদৃঢ়তাং নীতঃ।

কামঃ। (বিলোক্য) প্রিয়ে! অয়মস্মাকং কুলজ্যায়ান্ দেব্যা মত্যা সহ বিবেক ইতএবাভিবর্ত্ততে। য এষঃ—

রাগাদিভিঃ স্ববশচারিভি রাত্তকান্তি
নির্ভৎস্যমান ইব ম্লানধনুঃ কৃশাঙ্গঃ।

মত্যা নিতান্ত কলুষীকৃতয়া শশাঙ্কঃ
কান্ত্যেব সান্দ্রতুহিনান্তরিতো বিভাতি॥

তন্নযুক্ত মস্মাক মিহ স্থাতুম্। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ; বিষ্কম্ভকঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি রাজা বিবেকো মতিশ্চ।)

রাজা। প্রিয়ে! শ্রুতং ত্বয়া অস্য দুর্ব্বিনীতস্য বটোর্ম্মদবিস্ফূর্জ্জিতং বচঃ, যদয়মস্মানেব পাপকারিণ ইত্যাক্ষিপতি।

মতিঃ। অজ্জউত্ত! কিং অপ্পাণো দোসো লোয়ো বিজাণাদি।

রাজা। পশ্য।—

অসাবহঙ্কারপরৈ র্দুরাত্মভি র্নিবধ্য তৈঃ পাশশতৈর্ম্মদাদিভিঃ।
চিরং চিরানন্দময়ো নিরঞ্জনো জগৎপতি র্দীনদশামনীয়ত॥

ত এতে পুণ্যকারিণো, বয়ন্তু তন্মুক্তয়ে প্রবৃত্তাঃ পাপকারিণ ইত্যহো! জিতং দুরাত্মভিঃ।

মতিঃ। অজ্জউত্ত! জদো সো সহজানন্দ সুন্দরস্সহাবো ণিক্কম্পপআস স্ফুরন্ত সঅল তিহুঅণপ্পহাবো পরমেসরো সুণীআদি, তা কথং এদেহিং দুব্বিণীদেহিং বন্ধিঅ মহামোহ সাঅরে ণিক্খিত্তো।

রাজা। প্রিয়ে!

সতত ধৃতিরপ্যুচ্চৈঃ শান্তোঽপ্যবাপ্ত মহোদয়ো
হপ্যবিগতনয়োঽপ্যন্তঃ স্বচ্ছোঽপ্যুদীরিতধীরপি।
ত্যজতি সহজং ধৈর্য্যং স্ত্রীভিঃ প্রতারিতমানসঃ
স্বমপি যদয়ং মায়াসঙ্গাৎ পুমানিতি বিস্মৃতঃ॥

মতিঃ। অজ্জউত্ত! ণং অন্ধআর লেহাএ সহস্সরস্মিণো তিরক্কারো, জং মায়াএ তধা স্ফুরন্ত মহাপ্পআস সাঅরস্স দেবস্স অহিহবো।

রাজা। প্রিয়ে! অবিচারসিদ্ধেয়ং বেশবিলাসিনীব মায়াঽসতোঽপি ভাবানুপদর্শয়ন্তী পরপুরুষং বঞ্চয়তি। পশ্য।—

স্ফটিকমণিবদ্ভাস্বান্ দেবঃ প্রগাঢ় মনার্য্যয়া
বিকৃতি মনয়া নীতঃ কামপ্যসঙ্গত বিক্রিয়ঃ।
ন খলু তদুপশ্লেষা দস্য ব্যপৈতি রুচির্মনাক্
প্রভবতি তথা প্যেষা পুংসো বিধাতু মধীরতাম্॥

মতিঃ। কিং উণ কারণং, জেণ সা তধা উদারচরিদং দুব্বিঅট্ঠা প্পআরেদি?

রাজা। ন খলু প্রয়োজনং কারণং বা বিলোক্য মায়া প্রবর্ত্ততে। স্বভাবঃ খল্বয়ং স্ত্রীপিশাচীনাম্। পশ্য।—

সম্মোহয়ন্তি মদয়ন্তি বিড়ম্বয়ন্তি
বিক্ষোভয়ন্তি রময়ন্তি বিষাদয়ন্তি।
এতাঃ প্রবিশ্য হৃদয়ং সদয়ং নরাণাং
কিন্নাম বামনয়না ন সমাচরন্তি॥

অস্তিচাপরমপি কারণম্।

মতিঃ। অজ্জউত্ত! কিংণাম তং কারণম্?

রাজা। এবমনয়া দুরাচারয়া চিন্তিতম্। অহং তাবদ্ গতযৌবনা বর্ষীয়সী, অয়ঞ্চ পুরাণঃ পুরুষঃ স্বভাবাদেব বিষয়রস বিমুখঃ; অতঃ স্বতনয়মেব পারমেশ্বরপদে নিবেশয়ামীতি। তমেবচ মাতুরভিপ্রায়ং বিদিত্বা নিতান্ত প্রত্যাসন্নতয়া তদ্রূপ মিবাপন্নেন মনসা নবদ্বারাণি পুরাণি রচয়িত্বা

একোঽপি বহুধা তেষু বিচ্ছিদ্যেব নিবেশিতঃ।
স্বচেষ্টিত মথোতস্মিন্ বিদধাতি মণাবিব॥

মতিঃ। যাদিসী মাদা, পুত্তোবি তারিসো জ্জেব জাদো।

রাজা। ততোঽসাবহঙ্কারেণ চিত্তস্য জ্যেষ্ঠপুত্রেণ নপ্ত্রা পরিষ্বক্তঃ।

জাতোঽহং জনকো মমৈষ জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং
পুত্রা মিত্র মরাতয়ো বসু বলং বিদ্যাসুহৃদ্বান্ধবাঃ।
চিত্তস্পন্দিত কল্পনামনুভবন্ মায়ামবিদ্যাময়ীং
নিদ্রামেত্য বিঘূর্ণিতো বহুবিধান্ স্বপ্নানিমান্ পশ্যতি॥

মতিঃ। অজ্জউত্ত! এবং দীহদীহদর ণিদ্দাবিদ্দাবি প্পবোহে পরমেসরে কধং প্পবোহউপ্পত্তী ভবিস্সদি?

রাজা। (সলজ্জমধোমুখ স্তিষ্ঠতি।)

মতিঃ। অজ্জউত্ত! কিংত্তি গুরুঅর লজ্জাভর ণমিদ মুহো তুণ্হীং ভূদো সি।

রাজা। প্রিয়ে! সের্ষ্যং প্রায়েণ যোষিতাং হৃদয়ং ভবতি। তেন সাপরাধ মিবাত্মানং শঙ্কে।

মতিঃ। অণ্ণাঅ তাও ইত্থিআও, জাও সরস প্পবত্তস্স ধম্মবাবার পত্থিদস্স বা ভত্তুণো হিঅঅট্ঠিদং বিহড়েন্তি।

রাজা। প্রিয়ে!

মানিন্যাশ্চিরবিপ্রয়োগ জনিতাসূয়াকুলায়া ভবে
চ্ছান্ত্যাদে রনুকূলনাহুপনিষদ্দেব্যাময়া সঙ্গমঃ।
তূষ্ণীঙ্কেদ্বিয়য়ানপাস্য ভবতী তিষ্ঠেন্মুহূর্ত্তংততো
জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তিধামবিরহাৎ প্রাপ্তঃ প্রবোধোদয়ঃ॥

মতিঃ। অজ্জউত্ত! জই এবং কুলপ্পহুণো দৃঢ়গণ্ঠি

বন্ধস্স বন্ধমোক্খো ভোদি, তদো এদাএ নিচ্চাণুবন্ধোজ্জেব ভোদুত্তি, স্থুট্ঠুমেপ্রিয়ম্।

রাজা। প্রিয়ে! যদ্যেবং প্রসন্নাসি, তৎ সিদ্ধাশ্চাস্মাকং মনোরথাঃ। তথাহি—

বন্ধেকোবহুধা বিভজ্য জগতামাদিঃ প্রভুঃ শাশ্বতঃ
ক্ষিপ্তো যৈঃ পুরুষঃ পুরেষু পরমো মৃত্যোঃ পদং প্রাপিতঃ।
তেষাং ব্রহ্মভিদাং বিধায় বিধিবৎ প্রাণান্তিকং বিদ্যয়া
প্রায়শ্চিত্তমিদং ময়া পুনরসৌ ব্রহ্মৈকতাং নীয়তে॥

তদ্ভবতু, প্রস্তুতবিধানায় শমদমাদীন্নিযোজয়ামি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।)

ইতি সংসারাবতারো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ।১॥

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি দম্ভঃ।)

দম্ভঃ। আদিষ্টোঽস্মি মহারাজ মহামোহেন। যথা,—প্রতিজ্ঞাতং সামাত্যেন বিবেকেন প্রবোধ চন্দ্রোদয়ায়, প্রেষিতাশ্চ তেষু তেষু তীর্থেষু শমদমাদয়ঃ, স চায়মস্মাক মুপস্থিতঃ কুলক্ষয়ঃ শ্রীমদ্ভি র্ভবদ্ভি রবহিতৈঃ প্রতিকর্ত্তব্য ; স্তত্র পৃথিব্যাং পরমং মুক্তিক্ষেত্রং বারাণসী নাম নগরী, তদ্ভবাং স্তত্র গত্বা চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণাং নিঃশ্রেয়সবিঘ্নায় প্রযততামিতি। তদিদানীং বশীকৃতভূয়িষ্ঠা ময়া বারাণসী নাম নগরী, সম্পাদিত নির্দ্দিষ্টশ্চ স্বামিনো যথা নির্দ্দেশঃ। তথাহি মদধিষ্ঠিতৈ রিদানীম্।

বেশ্যাবেশ্মসু সীধু গন্ধিললনাবক্ত্রাসবামোদিতৈ
নীত্বা নির্ভর মন্মথোৎসবরসৈ রুন্নিদ্রচন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ।
সর্ব্বজ্ঞা ইতি দীক্ষিতা ইতি চিরাৎ প্রাপ্তাগ্নিহোত্রা ইতি
ব্রহ্মজ্ঞা ইতি তাপসা ইতি দিবা ধূর্ত্তৈ র্জ্জগদ্‌বঞ্চ্যতে॥

(বিলোক্য) কোঽপ্যয়ং পান্থো ভাগীরথী মুত্তীর্য্য সাম্প্রত মিত এবাভিবর্ত্ততে। যথাচায়ম্।

জ্বলন্নিবাভিমানেন গ্রসন্নিব জগত্রয়ম্।
ভৎর্সয়ন্নিব বাগ্‌জালৈঃ প্রজ্ঞয়োপহসন্নিব॥

তথা তর্কয়ামি ; নূনময়ং দক্ষিণ রাঢ়াপ্রদেশাদাগতো ভবিষ্যতি। তদেতস্মাদার্য্যস্য পিতামহস্যাহঙ্কারস্য বৃত্তান্ত মনুসরিষ্যামি।

(ততঃ প্রবিশত্যহঙ্কারঃ।)

অহং। অহো! মূর্খবহুলং জগৎ। তথাহি—

নৈবাশ্রাবি গুরোর্ম্মতং নবিদিতং তৌতাতিকং দর্শনং

তত্ত্বং জ্ঞাতমহো! ন সালিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা কথা।
সূক্তং নৈব মহোদধে রধিগতং মাহাব্রতী নেক্ষিতা
সূক্ষ্মা বস্তুবিচারণা নৃপশুভিঃ স্থূলৈঃ কথং স্থীয়তে॥

(বিলোক্য) এতে তাবদর্থাবধারণবিধুরাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নমাত্রনিরতা বেদবিপ্লাবকা এব। (পুনরন্যতো গত্বা)

এতেচ ভিক্ষামাত্রার্থং গৃহীত যতিব্রতা মুণ্ডিতমুণ্ডাঃ পণ্ডিতম্মন্যা বেদান্তশাস্ত্রং ব্যাকুলয়ন্তি। (বিহস্য)

প্রত্যক্ষাদি প্রমাসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থাভিধায়িনঃ।
বেদান্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে॥

তদেতৈঃ সহ বাঙ্মিশ্রণ মপি গুরুতর দুরিতোদয়ায়।

(পুনরন্যতো গত্বা) এতেচ শৈব পাশুপতাদয়ো দুরভ্যস্তাক্ষপাদমতাঃ পশবঃ পাষণ্ডা এবামীষাং সন্দর্শনাদপি নরা নরকং প্রয়ান্তি, তদেতে দর্শনপথা-দ্দূরং পরিহরণীয়াঃ। (পুনরন্যতো গত্বা) এতেচ

গঙ্গাতীরতরঙ্গসঙ্গতশিলা বিন্যস্ত ভাস্বদ্বৃষী
সংবিষ্টাঃ কুশমুষ্টিমণ্ডিত মহাদণ্ডাঃ করণ্ডোজ্জ্বলাঃ।
পর্য্যায় গ্রথিতাক্ষসূত্রবলয় প্রত্যেক বীজগ্রহ
ব্যগ্রাগ্রাঙ্গুলয়ো হরন্তি ধনিনাং বিত্তান্যহো দাম্ভিকাঃ॥

(পুনরন্যতো গত্বা) এতেচ ত্রিদণ্ডোপজীবিনো দ্বৈতাদ্বৈতমার্গপরিভ্রষ্টা ভ্রান্তাএব। (পুনরন্যতোগত্বা) অয়ে! কস্যেদং দ্বারোপান্ত নিখাতাতিপ্রাংশুবংশকাণ্ড তাণ্ডবিত ধৌতসিত সূক্ষ্মাম্বর সহস্র মিতস্ততোবিন্যস্ত কৃষ্ণাজিন দৃশদুপল চমসোদূখল মুষল মনবরতহুতাজ্যাগ্নিধূমশ্যামলিত গগনমণ্ডল মমরসরিতো নাতিদূরে বিভাত্যাশ্রমপদং।

নূনমিদং কস্যাপি গৃহমেধিনো গৃহং ভবিষ্যতি। তদ্ভবতু, যুক্ত মিদমস্মাক মতি পবিত্র মেতদ্দ্বিত্রিদিবস নিবাসায় স্থানম্।

(ইতি প্রবেশং নাটয়তি।)

(বিলোক্য) অয়ে!

মৃদ্বিন্দুলাঞ্ছিত ললাটভুজোদরোরঃ
কণ্ঠৌষ্ঠপৃষ্ঠ চিবুকোরুকপোল জানুঃ।
চূড়াগ্রকর্ণকটি পাণি বিরাজমান
দর্ভাঙ্কুরঃ স্ফুরতি মূর্ত্তইবৈষদম্ভঃ॥

তদ্ভবতূপসর্পামি তাবদেনম্। (উপসৃত্য) কল্যাণং ভবতু ভবতাম্।

দম্ভঃ। (হুঙ্কারেণ তং বারয়তি।)

(প্রবিশ্য বটুঃ)

ব্রহ্মন্! দূরত এব স্থীয়তাং, যতঃ পাদশৌচং বিধায় এতদাশ্রমপদং প্রবেষ্টব্যম্।

অহং। (সক্রোধং) আঃ! তুরুষ্কদেশ প্রাপ্তাঃ স্মঃ, যতঃ শ্রোত্রিয়ানতিথীন্ পাদ্যাদিভি রগ্রে গৃহিণো নোপতিষ্ঠন্তে।

দম্ভঃ। (হস্তসংজ্ঞয়া সমাশ্বাসয়তি।)

বটুঃ। এব মারাধ্যপাদা আদিশন্তি, দূরদেশাদাগতস্য ভবতঃ কুলশীলাদিকং সম্যগস্মাভি র্বিদিত মস্তি।

অহং। আঃ! পাপ! কথমস্মাকমপি কুলশীলাদিকং ইদানীং পরীক্ষিতব্যং। শ্রূয়তাং তাবৎ।

গৌড়ংরাষ্ট্র মনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢা ততো
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনামধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা॥
তৎপুত্রাশ্চ মহাগুণা নবিদিতাঃ কস্যাত্র তেষামপি
প্রজ্ঞাশীল বিবেক ধৈর্য্য বিনয়াচারৈরহংচোত্তমঃ॥

দম্ভঃ। (বটুং পশ্যতি।)

বটুঃ। (তাম্রঘটী মাদায় প্রবিশ্য) ভগবন্! পাদশৌচং বিধীয়তাম্।

অহং। (বটুহস্তাৎ তাম্রঘটী মাদায়) ভবতু, কোদোষ ইতি।

(তথাকর্ত্তুমুপসর্পতি।)

দম্ভঃ। (দন্তান্ পীড়য়িত্বা) ব্রহ্মন্! দূরে তাবৎ স্থীয়তাং, কদাচিৎ বাতাহতাঃ প্রস্বেদকণিকাঃ প্রসরন্তি।

অহং। অহো! অপূর্ব্বমিদং ব্রাহ্মণ্যম্।

বটুঃ। এবমেবৈতৎ। ব্রহ্মন্! তথাহি—

অস্পৃষ্টচরণাঃ কস্য চূড়ামণি মরীচিভিঃ।
নীরাজয়ন্তি ভূপালাঃ পাদপীঠান্তভূতলম্॥

অহং। (স্বগতম্) দম্ভগ্রাহ্যোঽয়ং দেশঃ। ভবতু, অস্মিন্নাসনে সমুপবিশামি। (ইত্যুপবেষ্টুমিচ্ছতি।)

বটুঃ। (বারয়ন্) মৈবং মৈব মারাধ্যপাদানামাসন মন্যৈ-রাক্রম্যতে।

অহং। আঃ পাপ! অস্মাভিরপি দক্ষিণ রাঢ়া প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধিভি রিদমাসন মনাক্রমণীয়ং। শৃণুরে মুর্খ!

নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বলকুলা সচ্ছ্রোত্রিয়াণাং যথা
ব্যূঢ়া কাচন কন্যকা খলু ময়া তেনাস্মি তাতাধিকঃ।
অস্মচ্ছ্যালবিমাতৃ মাতুল সুতা মিথ্যাভিশস্তা তত
স্তৎসম্বন্ধ বশান্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যপি প্রোজ্ঝিতা॥

দম্ভঃ। যদ্যেবং, তথাপি নাস্মাকং বিদিতবৃত্তান্তো ভবান্। তথাহি—

সদন মুপগতোঽহং পূর্ব্বমম্ভোজযোনেঃ
সপদি মুনিভিরুচ্চৈরাসনেষূজ্ঝিতেষু।
সশপথ মনুনাথ্য ব্রহ্মণা গোময়াম্ভঃ
পরিমৃজিত নিজোরাবাশু সম্বেশিতোঽস্মি॥

অহং। অহো! দাম্ভিকস্য ব্রাহ্মণস্যাত্যুক্তিঃ। (বিচিন্ত্য) অথবা দম্ভোঽয়ং স্বয়ং। ভবত্বেবং তাবৎ। (সক্রোধং) আঃ! কিমেবং গর্ব্বায়সে।

অরে! কইহ বাসবঃ কথয় কোঽত্র পদ্মোদ্ভবো
বদ প্রভব ভূময়ো জগতি কা ঋষীণামপি।
অবেহি তপসোবলং মম পুরন্দরাণাং শতং
শতঞ্চ পরমেষ্ঠিনাং পততু বা মুনীনাং শতম্॥

দম্ভঃ। (বিলোক্য সানন্দং) অয়ে! আর্য্যঃ পিতামহোঽস্মাক মহঙ্কার এষ প্রাপ্তঃ। আর্য্য! লোভাত্মজো দম্ভোঽহমভিবাদয়ে।

অহং। আগচ্ছ বৎস! আয়ুষ্মান্ ভব; বালঃ স্বল্পোঽসি ময়া দ্বাপরান্তে দৃষ্টঃ; সম্প্রতি কাল বিপ্রকর্ষাদ্ বার্দ্ধকগ্রস্ততয়াচ ন সম্যক্ প্রত্যভিজানামি। অথ ত্বৎপুত্রস্যানৃতস্য কুশলম্?

দম্ভঃ। অথ কিং, সোঽপ্যত্রৈব বর্ত্ততে; নহি তেন বিনা মুহূর্ত্তমপ্যহং ভবামি।

অহং। তব মাতাপিতরৌ তৃষ্ণালোভাবপ্যত্রৈব?

দম্ভঃ। অথকিং, তাবপি মহামোহস্য রাজ্ঞ আজ্ঞয়া অত্রৈব বর্ত্তেতে। আর্য্যমিশ্রৈঃ পুনঃ কেন প্রয়োজনেনাত্রাগমন প্রসাদঃ কৃতঃ?

অহং। বৎস! ময়া মহামোহস্য বিবেকসকাশাদত্যাহিতং

শ্রুতং, তেন তদ্বৃত্তান্তং প্রত্যেতুমাগতোঽস্মি।

দম্ভঃ। তর্হি স্বাগত মেবার্য্যস্য, যতো মহামোহস্যাপীন্দ্র লোকাদত্রাভ্যাগমঃ শ্রূয়তে ; অস্তিচৈষা কিংবদন্তী যদ্দেবেন বারাণসী নাম রাজধানী নিরূপয়িতব্যেতি।

অহং। কিং পুনঃ কারণং বারাণস্যাং সর্ব্বাত্মনা মহা-মোহস্যাবস্থানে ?

দম্ভঃ। আর্য্য ! বিবেকাপরোধ এব। তথাহি—

বিদ্যা প্রবোধোদয় জন্মভূমি র্বারাণসী ব্রহ্মপুরী নিরত্যয়া।
অতস্তদুচ্ছেদবিধিং বিধিৎসুর্নির্বস্তুমত্রেচ্ছতি নিত্যমেব সঃ॥

অহং। (সভয়ং) যদ্যেবমশক্যপ্রতীকার এবায় মর্থো, যতঃ।

পরমবিদুষাং পদং নরাণাং পুরবিজয়ী করুণাবিধেয়চেতাঃ।
কথয়তি ভগবানিহান্তকালে ভবভয়কাতরতারকং প্রবোধম্॥

দম্ভঃ। সত্যমেতৎ, তথাপি নৈতৎ কামক্রোধাদ্যভি-ভূতানাং সম্ভাব্যতে। তথাহ্যুদাহরন্তি।—

যস্য হস্তৌচ পাদৌচ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থ ফল মশ্নুতে॥

(নেপথ্যে) ভো ভোঃ পৌরাঃ! এষ খল্বয়ং সংপ্রাপ্তো দেবো মহামোহঃ। তেনহি

নিঃস্যন্দৈশ্চন্দনানাং স্ফটিকমণিশিলা বেদিকাঃ সংস্ক্রিয়ন্তাং
মুচ্যন্তাং যন্ত্রমার্গাঃ প্রসরতু পরিতো বারিধারা গৃহেষু।
উচ্ছ্রীয়ন্তাং সমন্তাৎ স্ফুরদুরুমণয়ঃ শ্রেণয় স্তোরণানাং
ধূয়ন্তাং সৌধমূর্দ্ধস্বমরপতিধনুর্ধামচিত্রাঃ পতাকাঃ॥

দম্ভঃ। আর্য্য! প্রত্যাসন্নোঽয়ং মহারাজঃ প্রত্যুদ্গমনেন সম্ভাব্যতা মার্য্যেণ।

অহং। এবং ভবত্বিতি (নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে। বিষ্কম্ভকঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি মহামোহঃ বিভবতশ্চ পরীবারাঃ।)

মহা। (বিহস্য) অহো! নিরঙ্কুশা জড়ধিয়ঃ। তথাহি—

আত্মাস্তি দেহাদ্ব্যতিরিক্ত মূর্ত্তি
র্ভোক্তা স লোকান্তরিতঃ ফলানাম্।
আশেয় মাকাশতরোঃ প্রসূনাৎ
প্রথীয়সঃ স্বাদুফল প্রসূতৌ॥

ইদঞ্চ স্বকপোল কল্পনা বিনির্ম্মিত পদার্থাবষ্টম্ভৈর্জগদেব দুর্ব্বিদগ্ধৈ র্ব্বঞ্চ্যতে। তথাহি—

যন্নাস্ত্যেব তদস্তিবস্ত্বিতি মৃষা জল্পদ্ভিরেবাস্তিকৈ
র্ব্বাচালৈ র্ব্বহুভিস্তু সত্যবচসো নিন্দ্যাঃ কৃতা নাস্তিকাঃ।
হংহো পশ্যত তত্ত্বতো যদি পুনশ্ছিন্নাদিতো বর্ম্মণো
দৃষ্টঃ কিং পরিণাম রুষিতচিতে র্জ্জীবঃ পৃথক্ কৈরপি॥

ন কেবলং জগদাত্মাপ্যেবং তাবদমীভি র্ব্বঞ্চ্যতে। তথাহি—

তুল্যত্বে বপুষাং মুখাদ্যবয়বৈ র্ব্বর্ণক্রমঃ কীদৃশো
যোষেয়ং বস্তু বা পরস্য যদমুং ভেদং ন বিদ্মোবয়ম্।
হিংসায়া মথবা যথেষ্ট গমনে স্ত্রীণাং পরস্বগ্রহে
কার্য্যাকার্য্যকথাস্তথাপি যদমী নিষ্পৌরুষাঃ কুর্ব্বতে॥

(বিচিন্ত্য সশ্লাঘং) সর্ব্বথা লোকায়তমেব শাস্ত্রং। যত্র প্রত্যক্ষমেব প্রমাণং, পৃথিব্যপ্তেজোবায়বস্তত্ত্বানি, অর্থ কামাবেব পুরুষার্থৌ, ভূতান্যেব চেতয়ন্তি, নাস্তি পরলোকো, মৃত্যুরেবাপবর্গ ইত্যেতদস্মাকমভিপ্রায়ানুবর্ত্তিনা বাচস্পতিনা প্রণীয় চার্ব্বাকায় সমর্পিতং। তেনচ শিষ্যোপশিষ্য দ্বারে-ণাস্মিন্ লোকে বহুলীকৃতং তন্ত্রম্।

(ততঃ প্রবিশতি চার্ব্বাকঃ শিষ্যশ্চ।)

চার্ব্বা। (শিষ্যং প্রতি) বৎস! জানাসি দণ্ডনীতিরেব বিদ্যা; যত্রেয়ং বার্ত্তান্তর্ভবতি। ধূর্ত্তপ্রলাপ স্ত্রয়ী। তথাহি—

স্বর্গঃ কর্ত্তৃ ক্রিয়াদ্রব্য নাশেঽপি যদি যজ্বনাম্।
ততো দাবাগ্নিদগ্ধানাং ফলং স্যাদ্ভূরি ভূরুহাম্॥

অপিচ।

মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎতৃপ্তিকারকম্।
নির্ব্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্দ্ধয়েচ্ছিখাম্॥

শিষ্যঃ। বাচালিঅ! জই এসোজ্জেব পুলিসথ্থো জং খজ্জিঅ জংপিজ্জঅ; তাকিং এদেহিং তিত্থিএহিং সংসাল সোকৃখং পলিহলিঅ অপ্পা ঘোল ঘোলেহিং পলাঅ সট্ঠি আল পহুদিহিং ব্বদেহিং খবিজ্জই?

চার্ব্বা। ধূর্ত্তপ্রণীতাগমপ্রতারিতানা মাশামোদকৈ স্তৃপ্তি রিয়ং মূর্খানাং। পশ্য—

ক্বালিঙ্গনং ভুজনিপীড়িত বাহুমূল-
ভুগ্নোন্নত স্তন মনোহর মায়তাক্ষ্যাঃ।
ভিক্ষোপবাস নিয়মার্ক মরীচিদাহৈ
র্দেহোপশোষণবিধিঃ কুধিয়াং ক্বচৈষঃ॥

শিষ্যঃ। বাচালিঅ! এবং তিত্থিআ আলবন্তি, দুক্খ মিস্সিদং সংসাল সোক্খং পলিহলণিজ্জংত্তি।

চার্ব্বা (বিহস্য) আঃ দুর্ব্বুদ্ধি বিলসিতং পশূনাম্।

ত্যাজ্যং সুখং বিষয় সঙ্গম জন্ম পুংসাম্
দুঃখোপসৃষ্ট মিতি মূর্খ বিচারণৈষা।

ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্
কো নাম ভো স্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী ॥

মহা। অয়ে! চিরেণ খলু প্রমাণবন্তি বচনানি কর্ণসুখ-মুপজনয়ন্তি। (বিলোক্য সানন্দম্) হন্ত! প্রিয় সুহৃদস্মাকং চার্ব্বাকঃ।

চার্ব্বা। (বিলোক্য) এষ মহারাজো মহামোহঃ। (উপসৃত্য) জয়তি জয়তি মহারাজ, এষ চার্ব্বাকঃ প্রণমতি।

মহা। চার্ব্বাক! স্বাগতন্তে, ইহোপবিশ্যতাম্।

চার্ব্বা। (উপবিশ্য) দেব! কলেঃ সাষ্টাঙ্গপাতঃ প্রণামঃ।

মহা। অথ কলে র্ভব্য মব্যাহতম্?

চার্ব্বা। দেবস্য প্রসাদাৎ সর্ব্ব মব্যাহতং, নির্বর্ত্তিত কর্ত্তব্য শেষশ্চ দেবস্য পাদমূলং দ্রষ্টু মিচ্ছতি। যতঃ

আজ্ঞামবাপ্য মহতীং দ্বিষতাং নিপাতাৎ
নির্ব্বর্ত্ত্য তাংসপদি লব্ধসুখ প্রসাদঃ।
উচ্চৈঃ প্রমোদমনু মোদিতদর্শনঃ সন্
ধন্যো নমস্যতি পদাম্বুরুহং প্রভূণাম্॥

মহা। অথ তত্র কিয়ৎসম্পন্নম্?

চার্ব্বা। দেব!

ব্যতীতবেদার্থপথঃ প্রথীয়সীং যথেষ্ট চেষ্টাং গমিতো মহাজনঃ।
তদত্রহেতুর্নকলির্নচাপ্যহং প্রভুপ্রভাবো হি তনোতি পৌরুষম্॥

তত্রোত্তরপথিকাঃ পাশ্চাত্যাশ্চ ত্রয়ীমেব ত্যাজিতাঃ, শমদমাদীনান্তু কৈব চিন্তা, অন্যত্রাপি প্রায়শো জীবিকামাত্র ফলৈব ত্রয়ী। যথাহাচার্য্যঃ।

অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদা স্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্ ।
বুদ্ধি পৌরুষ হীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ ॥

তেন কুরুক্ষেত্রাদিষু তাবদ্দেবেন স্বপ্নেঽপি ন বিদ্যা প্রবোধোদয়ঃ শঙ্কনীয়ঃ।

মহা। সাধু সম্পাদিতং মহৎখলু তীর্থং ব্যর্থীকৃতম্।

চার্ব্বা। অন্যচ্চ বিজ্ঞাপ্যমস্তি।

মহা। কিন্তৎ ?

চার্ব্বা। অস্তি বিষ্ণুভক্তির্নাম মহাপ্রভাবা যোগিনী, সাচ যদ্যপি কলিনা বিরল প্রচারা কৃতা ; তথাপি তদনুগৃহীতান্ন বয় মবলোকয়িতুমপি প্রভবামঃ। তত্র দেবেনাবধাতব্যম্।

মহা। (সভয়মাত্মগতং) আঃ! প্রসিদ্ধা মহাপ্রভাবা সা যোগিনী, স্বভাবাদ্বিদ্বেষিণী চাস্মাকং, দুরুচ্ছেদাচ। ভবতু, (প্রকাশং) অল মনয়া শঙ্কয়া, কাম ক্রোধাদিষু প্রতিপক্ষেষু ক্বত্রেয় মুদেষ্যতি ; তথাপি লঘীয়স্যপি রিপৌ নানবহিতেন জিগীষুণা ভাব্যং। যতঃ

বিপাক দারুণো রাজ্ঞাং রিপুরল্পোপ্যরুন্তুদঃ।
উদ্বেজয়তি সূক্ষ্মোঽপি চরণং কণ্টকাঙ্কুরঃ ॥

কঃ কোঽত্র ভোঃ ?

(প্রবিশ্য দৌবারিকঃ) আজ্ঞাপয়তু দেবঃ।

মহা। আদিশ্যন্তাং কাম ক্রোধ মদ মান মাৎসর্য্যাদয়ো যথা,--বিষ্ণুভক্তির্নাম যোগিনী ভবদ্ভিরবহিতৈঃ প্রতি কর্ত্তব্যেতি।

দৌবা। যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি পত্রহস্তঃ পুরুষঃ।)

পুরু। হক্কে উক্কল দেশাদো আগদে, অত্থি তত্থ সাঅল তীল সন্নিবেশে পুলুসোত্তম সংস্তিদং দেবদাঅদনং, তস্মিং মদমাণকেহিং ভট্টারকে রকএহিং মহালাঅ সআসং পেসিদম্মি।

(বিলোক্য) এসা বালাণসী, এদং লাঅউল জাব প্পবিশামি।

(প্রবিশ্য বিলোক্যচ) এসে ভট্টারকে চার্ব্বাএণ সহ কিম্পি মন্তঅন্ত চিট্‌ঠদি, তা উবসপ্পামি ণম্।

(উপসৃত্য) জয়দু জয়দু ভট্টকে, এদং পত্তং ণিলুবেহু ভট্টকে। ইতি পত্রং সমর্পয়তি।

মহা। (গৃহীত্বা) কুতোভবান্?

পুরু। পুলুসোত্তমাদো।

মহা। (স্বগতং) কার্য্যমত্যাহিতং ভবিষ্যতি। (প্রকাশং) চার্ব্বাক! গচ্ছ, কার্য্যেষ্ববহিতেন ভবতা ভবিতব্যম্।

চার্ব্বা। যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

মহা। (পত্রং গৃহীত্বা বাচয়তি) স্বস্তি, বারাণস্যাং মহা-রাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক শ্রীমন্মহামোহপাদান্ পুরুষোত্তমায়তনা ন্মদমানৌ সাষ্টাঙ্গ পাতং প্রণম্য বিজ্ঞাপয়তঃ। যথা,-ভব্য মব্যাহত মন্যৎ দেবী শান্তি র্মাত্রা শ্রদ্ধয়াসহ বিবেকস্য দৌত্যমাপন্না বিবেক সঙ্গমায় দেবী মুপনিষদ মহর্নিশং প্রবোধয়তি; অপিচ কাম সহচরো ধর্ম্মো-ঽপি বৈরাগ্যাদিভি রুপজপ্ত ইব লক্ষ্যতে; যতঃ কামাদ্বিচ্ছিদ্য ক্বচিন্নিগূঢ়ং প্রচরতি। তদেতজ্জ্ঞাত্বা দেব প্রমাণমিতি।

মহা। (সক্রোধং) আঃ! কিমেব মতিমূর্খাঃ শান্তেরপি

ধিভ্যতি, ময়ি জীবতি কুতোঽস্যাঃ সম্ভবঃ ? তথাহি—

ধাতা বিশ্ববিসৃষ্টি মাত্রনিরতো দেবোঽপি গৌরীভুজা
শ্লেষানন্দ বিঘূর্ণমান নয়নো দক্ষাধ্বর ধ্বংসকৃৎ।
দৈত্যারিঃ কমলাকপোলমকরীপত্রাঙ্কিতোরঃস্থলঃ
শেতেঽব্ধাবিতরেষু জন্তুষু পুনঃ কা নাম শান্তেঃ কথা॥

(পুরুষং প্রতি) গচ্ছ জাল্ম! কামং সুত্বর মুপেত্যাদেশ মস্মাকং প্রতিপাদয়। যথা, দুরাশয়ো ধর্ম্ম ইত্যস্মাভি রধিগতং, তদস্মিন্ মুহূর্ত্তমাত্রমপি ন বিশ্বসিতব্যং, দৃঢ়ং বদ্ধা ধারয়িতব্য ইতি।

পুরু। জং দেবো আণবেদি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

মহা। (বিচিন্ত্য) শান্তেঃ কোঽভ্যুপায়ঃ অথবা অল-মুপায়ান্তরেণ, ক্রোধলোভাবেব তাবৎ পর্য্যাপ্তৌ। কঃ কোঽত্রভোঃ ?

(প্রবিশ্য পুরুষঃ)

এসম্হি আণবেদু মহারাও।

রাজা। আহূয়তাং ক্রোধো লোভশ্চ।

পুরু। জং দেবো আণবেদি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি ক্রোধো লোভশ্চ।)

ক্রোধঃ। সখে! শ্রুতং ময়া শান্তি শ্রদ্ধা বিষ্ণুভক্তয়ো মহারাজ মহামোহস্য প্রতিকূলতা মাচরন্তীতি। আঃ! জীবতি ময়ি কথমাসা মাত্মনিরপেক্ষং চেষ্টিতং। তথাহি—

অন্ধীকরোমি ভুবনং বধিরীকরোমি
ধীরং সচেতনমচেতনতাং নয়ামি।

কৃত্যং ন পশ্যতি ন যেন হিতং শৃণোতি
ধীমানধীতমপি ন প্রতিসন্দধাতি ॥

লোভঃ। অয়ে! মদুপগৃহীতা মনোরথসরিৎপরম্পরামেব ন তরিষ্যন্তি, কিং পুনঃ শান্ত্যাদীন্ বিচিন্তয়িষ্যন্তি। পশ্য সখে!

সন্ত্যেতে মদদন্তিনো মদজলপ্রম্লান গণ্ডস্থলা
বাতব্যায়তপাতিনশ্চ তুরগা ভূয়োঽপি লপ্স্যেঽপরান্!
এতল্লব্ধমিদং লভে পুনরিদং লব্ধাধিকং ধ্যায়তাং
চিন্তাজর্জ্জরচেতসাং বত নৃণাং কা নাম শান্তেঃ কথা ॥

ক্রোধঃ। সখে! বিদিতস্ত্বয়া মৎপ্রভাবঃ।
ত্বাষ্ট্রং বৃত্রমঘাতয়ৎ সুরপতিশ্চন্দ্রার্দ্ধচূড়োঽচ্ছিন
দ্দেবো ব্রহ্মশিরো বশিষ্ঠ তনয়ানাঘাতয়ৎ কৌশিকঃ।

অপি চাহং।

বিদ্যাবন্ত্যপি কীর্ত্তিমন্ত্যপিসদাচারাবদাতান্যপি
প্রোচ্চৈঃ পৌরুষভূষণান্যপি কুলান্যুদ্ধর্ত্তুমীশঃ ক্ষণাৎ ॥

লোভঃ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) প্রিয়ে তৃষ্ণে! ইতস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য তৃষ্ণা)

কিং আণবেদি অজ্জউত্তো?

লোভঃ। প্রিয়ে! শ্রূয়তাম্।
ক্ষেত্রগ্রামবনাদ্রিপত্তন পুরদ্বীপক্ষমামণ্ডল
প্রত্যাশাঘনসূত্রবদ্ধমনসাং লব্ধাধিকং ধ্যায়তাম্।
তৃষ্ণে দেবি! যদি প্রসীদসি তনোষ্যঙ্গানি তুঙ্গানি চেৎ
তদ্ভোঃ! প্রাণভৃতাং কুতঃ শমকথা ব্রহ্মাণ্ডলক্ষৈরপি ॥

তৃষ্ণা। অজ্জউত্ত! সয়ং জ্জেব দাব অহং এদস্মিং অত্থে ণিচ্চং অহিউত্তা, সম্পদং উণ অজ্জউত্তস্স অণ্ণাএ ব্রহ্মণ্ড কোড়ীহিং পি ণ মে উঅরং পুরইস্সদি।

ক্রোধঃ। হিংসে! ইতস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য হিংসা)

অজ্জউত্ত! ইঅম্হি আণবেদু অজ্জউত্তো।

ক্রোধঃ। প্রিয়ে! ত্বয়া সহ ধর্ম্মচারিণ্যা মাতাপিত্রাদি বধোঽপি মমৈষৎকর এব। তথাহি—

কেয়ং মাতা পিশাচী ক ইহ স জনকো ভ্রাতরঃ কেঽত্র কীটা
বধ্যোঽয়ং বন্ধুবর্গঃ কুটিলবিটসুহৃচ্চেষ্টিতা জ্ঞাতয়োঽমী।

(হস্তৌ নিষ্পীড্য)

আগর্ভং যাবদেষাং কুলমিদমখিলং নৈব নিষ্পেষয়ামি
স্ফূর্জ্জন্তঃ ক্রোধবহ্নে র্ন দধতি বিরতিং তাবদঙ্গে স্ফুলিঙ্গাঃ

(অবলোক্য) এষ স্বামী, তদুপসর্পামঃ।

সর্ব্বে। (উপসৃত্য) জয়তি জয়তি দেবঃ।

রাজা। (বিলোক্য) শ্রদ্ধায়াস্তনয়া শান্তি রস্মৎকুল-দ্বেষিণী, সা ভবদ্ভির্নিগ্রাহ্যা ইতি।

সর্ব্বে। যদাদিশতি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ।)

মহা। শ্রদ্ধায়াস্তনয়া ইত্যুপক্ষেপেণ উপায়ান্তরমপি হৃদয়মারূঢ়ং। তথাহি—শান্তির্নাম শ্রদ্ধাপরতন্ত্রা, তৎ কেনাপ্যু-পায়েন উপনিষৎসকাশাৎ শ্রদ্ধাকর্ষণং কর্ত্তব্যং, ততো মাতৃ বিয়োগ দুঃখাদতি মৃদুতয়া শান্তিরুপরতা ভবিষ্যতি, অবসী-

দন্তী বাচিরং বিনঙ্ক্ষ্যতি। শ্রদ্ধাপ্রাকর্ষং মিথ্যাদৃষ্টিরেব বার-বিলাসিনী পরং প্রগল্‌ভা, তদস্মিন্ বিষয়ে সৈব নিযুজ্যতাং। (পার্শ্বতোঽবলোক্য) বিভ্রমবতি! সত্বরমাহূয়তাং মিথ্যাদৃষ্টিঃ।

(প্রবিশ্য বিভ্রমবতী)

জং দেও আণবেদি।

(ইতি নিষ্ক্রম্য মিথ্যাদৃষ্ট্যা সহ প্রবিশতি।)

মিথ্যা। সহি! চিলেণ দিট্‌ঠস্‌স মহারাঅস্‌স মুহং কধং পেক্‌খিস্‌সং, ণং কৃখু মহারাও উবালহিস্‌সদি।

বিভ্র। সহি! তুহ দংশণেণ মহারাও অপ্পাণং জ্জেব জই চেদিস্‌সদি, তদো উবালহিস্‌সদি।

মিথ্যা। সহি! কীসং মং অলিঅং সোহগ্‌গং সম্ভাবিঅ-বিলম্বেসি?

বিভ্র। সহি! সম্পদং জ্জেব পেক্‌খিস্‌সং তুহ সোহগ্‌-গস্‌সঅলিঅত্তণং, অণ্ণঞ্চ ঘুম্মাণং বিঅ পিঅসহীএ লোঅণং পেক্‌খামি, তা কিং উণ পিঅসহীএ উণ্ণিদাএ কারণম্?

মিথ্যা। সহি! এক্ক বল্লহাও জাও ইত্থিআও হোন্তি তা ণং বিণিদ্দা দুল্লহা, কিংউণ অহ্মাণং সঅলজণ বল্লহাণম্।

বিভ্র। কে উণ পিঅসহীএ বল্লহা?

মিথ্যা। মহারাও অদো উবরি কামো কোহো লোহো অধবা অলং বিসেসেণ, এত্থ উলে জে জাদা তে জ্জেব হিঅঅ ণিহিদাএ মএ অহিরমেন্তি, মএ বিণা বালো জুআ থবিরো বা ণ চিট্‌ঠদি।

বিভ্র। সহি! কামস্‌স রই, কোহস্‌স হিংসা, লোহস্‌স তিণ্হা পরমপিঅ ত্তি সুণীঅদি, তাণং প্পিঅদমং ণিচ্চং রমেন্তী কধং ঈস্‌সং জ্বণেসি?

মিথ্যা। এত্থ কিং ভণীঅদি তাওবি মএ বিণা মুহুত্তঅং পি ণ চিট্‌ঠন্তি।

বিভ্র। অদো জ্জেব ভণামি তুহ সরিসী ইত্থিআ ইহ পুহবীএ ণত্থি ত্তি, জাএ সোহগ্‌গমাহপ্পবিদ্ধাবিদাহিঅ এসাও সপত্তিআও বি আণ্ণাং পড়ীচ্ছন্দি। সহি! অণ্ণঞ্চ ভণামি এবং ণিদ্দাউলহিঅআ বিসংট্‌ঠুলখলন্তচলণণেউরঝঙ্কার-মুহরাএ গঈএ মহারাঅং সম্ভাবন্তী সক্কিদহিঅঅং তং করিস্‌সদি পিঅসহিত্তি তক্কেমি।

মিথ্যা। কিং এত্থ সক্কিদব্বং, ণং অহ্মাণং মহারাঅ ণিউত্তাণং জ্জেব ঈরিসো অবিণও, সহি! দংসণমেত্তপ্পসণ্ণাণং পুলিসাণং কেরিসং ভঅম্‌?

মহা। (বিলোক্য) প্রাপ্তৈব প্রিয়তমা মিথ্যাদৃষ্টিঃ। যা এষা—

শ্রোণীভারভরালসা দরগলন্মাল্যাপবৃত্তিচ্ছলা
ল্লীলোৎক্ষিপ্তভুজোপদর্শিত কুচোন্মীলন্নখাঙ্কাবলিঃ।
নীলেন্দীবরদামদীর্ঘতরয়া দৃষ্ট্যা ধয়ন্তী মনো
দোরান্দোলনলোলকঙ্কণঝনৎকারোত্তরং সর্পতি॥

বিভ্র। এসো মহারাও উবসপ্পহু পিঅসহী।

মিথ্যা। (উপসৃত্য) জঅদু জঅদু মহারাও।

মহা। প্রিয়ে!

দলিতকুচনখাঙ্কমঙ্কপাণিং রচয় মমাঙ্কমুপেত্য পীবরোরু !
অনুহর হরিণাক্ষি ! শঙ্করাঙ্কস্থিত হিমশৈল সুতাবিলাসলক্ষ্মীম্॥

মিথ্যা। (সস্মিতং তথা করোতি।)

মহা। (আলিঙ্গনসুখ মভিনীয়) অহো ! প্রিয়াপরিষ্বঙ্গাৎ পরাবৃত্তমিব নবযৌবনেন। তথাহি—

যঃ প্রাগাসীদভিনববয়োবিভ্রমাবাপ্তজন্মা
চিত্তোন্মাথী বিগতবিষয়োপপ্লবানন্দসান্দ্রঃ।
বৃত্তীরান্তস্তিরয়তি তবাশ্লেষজন্মা স.কোঽপি
প্রৌঢ়প্রেমা নব ইব পুনর্ম্মান্মথো মে বিকারঃ॥

মিথ্যা। মহারাঅ ! অহম্পি সাম্পদং ণবজোবণা ব্ব সম্বুত্তা, ণংকৃখু ভাবানুবন্ধো প্পেমো কালে বি বিহলেদি, তা আণবেদু ভট্টা কিং ণিমিত্তং সুমরিদম্হি ?

মহা। প্রিয়ে !
স্মর্য্যতে স হি বামোরু ! স্থিতো যো হৃদয়াদ্বহিঃ।
মচ্চিত্তভিত্তৌ ভবতী শালভঞ্জীব রাজতে॥

মিথ্যা। মহাপ্পসাদো এসো।

মহা। অন্যচ্চ দাস্যাঃ পুত্রী শ্রদ্ধা বিবেকেন সহ উপনিসদং যোজয়িতুং কুট্টনীভাবমাপন্না। অতঃ

প্রতিকূলামকুলজাং পাপাং পাপানুবর্ত্তিনীম্।
কেশেষ্বাকৃষ্য তাং রণ্ডাং পাষণ্ডেযু নিযোজয়॥

মিথ্যা। এদ্দহমেত্তে বিসএ অলং ভট্টুণো অহিণিবেসেণ, বঅণমেত্তকেণ জ্জেব ভট্টুণো সদ্ধা দাসিব্ব আণ্ণাং করিস্সদি।

সা কৃখু মএ মিছাধম্মো মিছামোকৃখো সোকৃখবিগ্‌ঘকরাইং মিছাসত্থপ্পলবিদাইং ত্তি ভণন্তী বেঅমগ্‌গং জ্জেব পরিহরিস্‌-সদি, কিং উণ উঅণিসদং। অবিঅ বিসআণন্দবিমুক্কে মোকৃখে দোসং দংসঅন্তীএ মএ উঅণিসদো বিরত্তা করিজ্জইসদ্ধা।

মহা। যদ্যেবং সুষ্ঠু প্রিয়ং সম্পাদিতপ্রায়ং প্রিয়য়েতি (পুনরালিঙ্গ্য চুম্বতি।)

মিথ্যা। ভট্টা পআসে এবং প্পউত্তেণ ভট্টিণা লজ্জেমি।

মহা। ভবতু, বাসাগারং প্রবিশামঃ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।]

ইতি মহামোহপ্রধানো নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥২॥

তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি শান্তিঃ করুণা চ।)

শান্তিঃ। (সাস্রং) মাতর্ম্মাতঃ! ক্বাসি দেহিমে প্রতিবচনম্।

মুক্তাতঙ্ককুরঙ্গকাননভুবঃ শৈলাঃ স্খলদ্বারয়ঃ
পুণ্যান্যায়তনানি সন্ততপোনিষ্ঠাশ্চ বৈখানসাঃ।
যস্যাঃ প্রীতিরমীষু সাদ্য ভবতী চাণ্ডালবেশ্মোদরং
প্রাপ্তা মৈঃ কপিলেব জীবতি কথং পাষণ্ডহস্তং গতা ॥

অথবা অলং জীবনসম্ভাবনয়া। যতঃ

মামনালোক্য ন স্নাতি ন ভুঙ্‌ক্তে ন স্বপত্যপি।
ন ময়া রহিতা শ্রদ্ধা ক্ষণার্দ্ধমপি জীবতি ॥

তদ্ বিনা শ্রদ্ধয়া শান্তে র্মুহূর্ত্ত মপি জীবনং বিড়ম্বনমেব। তৎ সখি করুণে! চিতামারচয়, যাবদচিরমেব হুতাশনপ্রবেশেন তস্যাঃ সহচরী ভবামি।

করুণা। (সাস্রম্) সহি! এব্বং বিসমজলণজালাস-লক্কদুস্‌হাইং অকৃথরাইং জপ্পন্তী সব্বধা বিলুত্তজীবিদং মং করেসি। তা প্পসীদ, মুহুত্তঅং জীবিদং ধারেদু পিঅসহী, জ্জাবইদো তদো প্পদেসেস্সুং মুণিঅণ সমাউলেস্সুং আস্‌সমেস্সুং ভাঈরহী তীরে বহুবিহমহাঅণভূসিদেস্সুং ণিউণং ণিলুবেম্ম। কধম্পি মহা মোহ ভীদা পচ্ছণ্ণং পড়িবসদি।

শান্তিঃ। সখি! কিয়দন্বিষ্যতে?

নীবারাঙ্কিতসৈকতানি সরিতাং কূলানি বৈখানসৈ
রাক্রান্তানি সমিচ্চসালচমসব্যাপ্তা গৃহা যজ্জ্বনাম্।
প্রত্যেকঞ্চ নিরূপিতাঃ প্রতিপদং চত্বারএবাশ্রমাঃ
শ্রদ্ধায়াঃ ক্বচিদপ্যহো সখি! ময়া বার্ত্তাপি নাকর্ণিতা॥

করুণা। সহি! এবং ভণামি সা জই সচ্চং ভ্জেব সদ্ধা অত্থি, তদো তারিসীএ এরিসীং দুগ্‌গদিং ণ সম্ভাবেমি। ণ হি তারিসীও পুণ্ণভাইণীও এরিসীং অসম্ভাবনিজ্জং বিবত্তিং অণুভবন্তি।

শান্তিঃ। সখি! কিমিহ প্রতিকূলে বিধাতরি ন সম্ভাব্যতে। তথাহি—

শ্রীর্দ্দেবী জনকাত্মজা দশমুখস্যাসীদ্‌গৃহে রক্ষসো
নীতা চৈব রসাতলং ভগবতী পূর্ব্বং ত্রয়ী দানবৈঃ।

গন্ধর্ব্বস্য মদালসাঞ্চ তনয়াং পাতালকেতুশ্ছলা-
দ্দৈত্যেন্দ্রোঽপি জহার হন্ত! বিষমা বামা বিধের্ভঙ্গয়ঃ॥

তদ্ভবতু, পাষণ্ডালয়েম্বেব তাবত্তামনুসরাবঃ।

করুণা। (সত্রাসং) রক্খসো রক্খসো।

শান্তিঃ। ক্বাসৌ রাক্ষসঃ।

করুণা। সহি! পেক্খ পেক্খ. এসো গলন্তমলপঙ্ক-পিচ্ছিলবীহচ্ছদেহচ্ছবী উল্লুঞ্চিঅচিউরো মুক্কবসণবেশদুদ্দসণো সিহিসিহণ্ডপিঞ্জিআহত্থো ইদোজ্জেব পড়িবট্টদি।

শান্তিঃ। সখি! নায়ং রাক্ষসঃ, নির্ব্বীর্য্যঃ খল্বসৌ।

করুণা। তা কো এসো ভবিস্সদি?

শান্তিঃ। সখি! পিশাচইতি শঙ্কে।

করুণা। সখি! এষং ফুরন্তমহামঊখুব্ভাসিদভুঅণন্ত-রালে প্পজ্জলদি প্পচণ্ডমাত্তণ্ডমণ্ডলে কধং পিসাআণং অবআসো।

শান্তিঃ। সখি! তর্হ্যন্তরমেব নরকবিবরাদুত্তীর্ণঃ কশ্চি-ন্মহানরকী ভবিষ্যতি। (বিলোক্য বিচিন্ত্য চ) আং জ্ঞাতং ময়া, মহামোহপ্রবর্ত্তিতোঽয়ং দিগম্বরসিদ্ধান্তঃ।

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টঃ ক্ষপণকবেশো দিগম্বরসিদ্ধান্তঃ।)

ক্ষপ। ণমো৽লিহন্তাণং ণবদুয়াল্লঘলমজ্ঝকে অপ্পা জলন্ত দীপকে। এসে জিণবলভাদিসে পলমত্থসোক্খমোক্খদে। (ইতি পরিক্রামতি।)

(আকাশে) অলেলে সাধআ! সুণাধ।

মলমঅপুগ্গলপিণ্ডে সঅলজলেহিং পি কেলিসী সুদ্ধী।

অপ্পা বিমলসহাবো লিসিপলিচলণেহিং জাণিদব্বো ॥

কিং ভণাধ কেলিসং লিসিপলিচলণংত্তি।
দূলে চলণপণামে কিঅসক্কালং ভোঅণং মিট্ঠম্।
ঈসামলংণ কজ্জং লিসীণং দালান্ লমন্তাণম্॥

(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) সদ্ধে! ইদো দাব। (উভে সভয়মালোকয়তঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি তদনুরূপবেশা শ্রদ্ধা।)

শ্রদ্ধা। কিং আণবেদি লাউলেঃ। (শান্তিঃ মূর্চ্ছিতা ভূতলে পততি।)

ক্ষপ। সদ্ধে! সাধআণং কুলং মুহুত্তম্পি ণ পলিচ্চ ইস্সসি।

শ্রদ্ধা। জং আণবেদি লাউলেঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তা।)

করু। সমাস্সসদু সমাস্সদু পিঅসহী ণ ক্খু ণাম মেত্তকেণ পিঅসহীএ ভেদব্বং, জদো সুদং মএ অহিংসাসআসাদো অত্থি পাসণ্ডাণম্পি তমস্স সুদা সদ্ধা ত্তি তেণ এষা তামসী সদ্ধা হবিস্সদি।

শান্তিঃ। (সমাশ্বস্য) সখি! এবমেতৎ। তথাহি—

দুরাচারা সদাচারাং দুর্দ্দর্শা প্রিয়দর্শনাম্।
অস্মামনুরহত্যেষা দুরাশা ন কথঞ্চন॥

তদ্ভবতু, সৌগতেম্বেব তাবদন্বিষ্যতাম্। (ইতি পরিক্রামতঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি ভিক্ষুকবেশঃ পুস্তকহস্তো বুদ্ধাগমঃ।)

ভিক্ষুঃ। (বিচিন্ত্য)

সাক্ষাৎ ক্ষণক্ষয়িণ এব নিরাত্মকাশ্চ

যত্রার্পিতা বহিরিব প্রতিভান্তি ভাবাঃ।
সৈবাধুনা বিগলিতাখিলবাসনত্বা
দ্ধীসন্ততিঃ স্ফুরতি নির্ব্বিষয়োপরাগা॥

(পরিক্রম্য সশ্লাঘম্) অহো! সাধুরয়ং সৌগতোধর্ম্মঃ, যত্র সৌখ্যঞ্চ মোক্ষশ্চ। তথাহি—

আবাসো৽লয়নং মনোহরমভিপ্রায়ানুকূলাবণিঙ্
ন্নার্য্যো বাঞ্ছিতকাল মিষ্টমশনং শয্যা মৃদুস্রস্তরা।
শ্রদ্ধাপূর্ব্বমুপাসিতা যুবতিভিঃ কৢপ্তাঙ্গদানোৎসব-
ক্রীড়ানন্দভরৈর্ব্রজন্তি বিলসজ্জ্যোৎস্নোজ্জ্বলা রাত্রয়ঃ॥

করু। সহি! কো এসো তরুণতালতরুপ্পলম্বো লম্বন্তকসাঅচারচীবরো মুণ্ডিত সচূড়মুণ্ডো ইদো জ্জেব আঅচ্ছদি?

শান্তিঃ। সখি! বুদ্ধাগম এষঃ।

ভিক্ষুঃ। ভো ভো উপাসকা, ভিক্ষবশ্চ শ্রূয়তাং ভগবতঃ সুগতস্য বাক্যামৃতং। (পুস্তকং বাচয়তি) পশ্যাম্যহং দিব্যেন চক্ষুষা লোকানাং সুগতিং দুর্গতিঞ্চ, ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে ভাবা, নাস্ত্যাত্মা স্থায়ী, তস্মাদ্ভিক্ষুষু পরদারানাক্রমৎস্বপি নের্ষিতব্যং; চিত্তমলং হি যদীর্ষ্যা নাম।

(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) শ্রদ্ধে! ইতস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য তদনুরূপা শ্রদ্ধা)

শ্রদ্ধা। আণবেদু লাউলেঃ।

ভিক্ষুঃ। উপাসকাংশ্চ ভিক্ষূংশ্চ নির্ভরমালিঙ্গ্য স্থীয়তাম্।

শ্রদ্ধা। জং আণবেদি লাউলেঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তা।)

শান্তিঃ। সখি! ইয়মপি তামসী শ্রদ্ধা?

করু। এবম্বেদম্।

ক্ষপ। (ভিক্ষুমালোক্য উচ্চৈঃশব্দং কৃত্বা) অলেলে ভিক্ষুআ! ইদো দাব কিম্পি পুচ্ছিস্সম্।

ভিক্ষুঃ। (সক্রোধং) আঃ পাপ! পিশাচাকৃতে! কিমেবং প্রলপসি?

ক্ষপ। অলে! মুঞ্চ কোবং, সত্থগদং কিম্পি পুচ্ছিস্সম্।

ভিক্ষুঃ। অরে! ক্ষপণকঃ শাস্ত্রকথামপি জানাতি, ভবতু শৃণুমস্তাবৎ। (উপসৃত্য) কিং পৃচ্ছসি?

ক্ষপ। ভণ দাব ক্খণবিণাসিণা তএ কস্স কদে ব্বদং ধালীঅদি?

ভিক্ষুঃ। অরে! শ্রূয়তাং অস্মৎসন্ততিপতিতঃ কশ্চিদ্বিজ্ঞানলক্ষণঃ সমুচ্ছিন্নবাসনো মোক্ষ্যতে।

ক্ষপ। অলে মুক্খ! জই কস্মিম্পি মণ্বন্তলে কোবি মুক্কো হবিস্সদি, তদো সম্পাদং ণট্ঠস্স দে কেলিসং উবআলং কপ্পিস্সদি? অণ্বঞ্চ পুচ্ছামি কেণ দে এলিসে ধম্মে উবদিট্ঠে?

ভিক্ষুঃ। নন্বু সর্ব্বজ্ঞেন ভগবতা বুদ্ধেন।

ক্ষপ। অলে! সব্বণ্বো বুদ্ধো ত্তি কধং তএ জাণিদম্?

ভিক্ষুঃ। নন্বু তদাগমাদেব প্রসিদ্ধোহয়ং বাদো বুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি।

ক্ষপ। অলে উজ্জুঅবুদ্ধিআ! জই তস্স ভাসিদেণ তস্স সব্বণ্ণুভণং পড়িবজ্জেসি, তদো অহম্পি সব্বং জানামি তুমং মে পিদিপিদামহেহিং সত্তপুলুসেহিং দাসো কিদোসি ত্তি।

ভিক্ষুঃ। (সক্রোধং) আঃ পাপ! পিশাচ! মলপঙ্কধর! তবাহং দাসঃ?

ক্ষপ। অলে বিহালদাসীভুঅঙ্গচুট্‌ঠপরিব্বাঅঅ! দিট্‌ঠান্তং এসে মএ দংসিদো, তা পিঅং দে ভণামি বুদ্ধানুসাসণং পলিহলিঅ অলিহন্তাণুসাসণং পবিসন্তো দিগম্বলব্বদং জ্জেব ধাম্মেদু ভবম্।

ভিক্ষুঃ। আঃ পাপ! স্বয়ং নষ্টঃ পরানপিনাশয়িতুমিচ্ছসি।

স্বারাজ্যং প্রাজ্যমুৎসৃজ্য লোকনিন্দ্যামনিন্দিতঃ।
অভিবাঞ্ছতি কো নাম ভবানিব পিশাচতাম্॥
অপিচ, অর্হতোঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বং কঃ শ্রদ্ধত্তে।

ক্ষপ। (বিহস্য) অলে! গ্গহণক্খত্ত চালচন্দস্থলোবলাঅ লুপ্পলাহপলমত্থণ্ণাণসম্বাদদংসণেণ ণ্ণাদং সব্বণ্ণুভণং অলিহন্তস্স।

ভিক্ষুঃ। (বিহস্য) অরে! অনাদিপ্রবৃত্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রাতীন্দ্রিয়জ্ঞানপ্রতারিতেন ভবতৈবেদমতিকষ্টব্রতমাশ্রিতং। তথাহি—

জ্ঞাতুং বপুঃপরিমিতঃ ক্ষমতে ত্রিলোকীং
জীবঃ কথং কথয় সঙ্গতিমন্তরেণ।
শক্নোতি কুম্ভনিহিতঃ সুশিখো ন দীপো
ভাবান্ প্রকাশয়িতুমপ্যুদরে গৃহস্য॥

তস্মাল্লোকত্রয়বিরুদ্ধত্বাদর্হতো মতাদ্বরং সুগতদর্শনমেব সাক্ষাৎসুখাবহমতিরমণীয়ং পশ্যামঃ।

শান্তিঃ। সখি! অন্যতো গচ্ছাবঃ।

করু। এবং ভোদু। (ইতি পরিক্রামতঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি কাপালিকরূপধারী সোমসিদ্ধান্তঃ।)

সোমঃ। (পরিক্রম্য)

নরাস্থিমালাকৃতচারুভূষণঃ শ্মশানবাসী নৃকপালভাজনঃ।
পশ্যামি যোগাঞ্জন শুদ্ধদর্শনো জগন্মিথো ভিন্নমভিন্নমীশ্বরাৎ॥

ক্ষপ। অলে! এসে পুলুসে কবালব্বদং ধালেদি, তা ণং পুচ্ছস্সং (উপসৃত্য) অলে কাবালিআ! ণলমুণ্ডধালিআ! কেলিসে তুহ সোক্খমোক্খে?

কাপা। অরে ক্ষপণক! ধর্ম্মং তাবদস্মাকমবধারয়।

মস্তিষ্কান্ত্র বসাভিঘারিত মহামাংসাহুতীর্জুহ্বতাং
বহ্নৌ ব্রহ্মকপালকল্পিত সুরাপানেন নঃ পারণা।
সদ্যঃ কৃত্তকঠোরকণ্ঠবিগলৎ কীলালধারোজ্জ্বলৈ
রর্চ্চ্যো নঃ পুরুষোপহারবলিভির্দ্দেবো মহাভৈরবঃ॥

ভিক্ষুঃ। (কর্ণৌ পিধায়) বুদ্ধং বুদ্ধং অহো দারুণা ধর্ম্মচর্য্যা।

ক্ষপ। অলিহন্ত! অলিহন্ত! অহো! ঘোলপাবকালিণাকেণ বি বিপ্পলদ্ধে এসে বলাএ।

কাপা। (সক্রোধম্) আঃ পাপ! পাষণ্ডাপসদ! চণ্ডাল বেশ! কেশোল্লুঞ্চক! বিপ্রলম্ভকঃ কিল চতুর্দ্দশভুবনোৎ-

পত্তিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধবিভবো ভগবান্ ভবানীপতিঃ। দর্শয়িষ্যামস্তহি ধর্ম্মস্য মহিমানম্।

হরিহরসুরজ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠান্ সুরানহমিহাহবে
বিয়তি বহতাং নক্ষত্রাণাং রুণধ্মি গতীরপি।
সনগনগরামম্ভঃপূর্ণাং বিধায় মহীমিমাং
কলয় সকলং ভূয়স্তোয়ং ক্ষণেন পিবামি তৎ॥

ক্ষপ। অদো তুজ্জেব ভণামি কেণ বি ইন্দআলিএণ ইন্দআলং দংসিঅ বিপ্পলদ্ধোসি ত্তি।

কাপা। (সক্রোধম্) আঃ পাপ! পুনরপি পরমেশ্বরমৈন্দ্রজালিকতয়া ক্ষিপসি। (বিচিন্ত্য) তন্ন মর্ষণীয়মস্য দৌরাত্ম্যমিতি। (খড়্গমাকৃষ্য)

এতৎকরালকরবালনিকৃত্ত কণ্ঠ-
নালোচ্ছলদ্বহুল বুদ্‌বুদ্ ফেনিলৌঘৈঃ।
দত্ত্বা ডমড্ডমরুডাঙ্কৃতিহূতভূত-
বর্গান্ত ভর্গগৃহিণীং রুধিরৈর্ধিনোমি॥

(ইতি খড়্গ মুৎক্ষিপতি।)

ক্ষপ। (সভয়ম্) মহাভাঅ! অহিংসা পলমে ধম্মে।
(ইতি ভিক্ষোরঙ্কং প্রবিশতি।)

ভিক্ষুঃ। (কাপালিকং বারয়ন্) ভো মহাভাগ! কৌতুক প্রযুক্তে বাক্‌লহে ন যুক্তমেতস্মিংস্তপস্বিনি প্রহর্ত্তুম্।

কাপা। (খড়্গং প্রতিসংহরংস্তিষ্ঠতি।)

ক্ষপ। (সমাশ্বস্য) মহাভাঅ! জই সংহলিঅঘোলরোসে সংবুত্তে সি, তদো পুণোবি কিম্পি পুচ্ছিদুমিচ্ছামি।

কাপা। পৃচ্ছ।

ক্ষপ। সুদং তুহ্মাণং পলমে ধম্মে। অধ কেলিসে সোক্খমোক্খে ?

কাপা। শৃণু।

দৃষ্টং কাপি সুখং বিনা ন বিষয়ৈরানন্দবোধোজ্ঝিতা
জীবস্য স্থিতিরেব মুক্তিরুপলাবস্থা কথং প্রার্থ্যতে।
পার্ব্বত্যাঃ প্রতিরূপয়া দয়িতয়া সানন্দমালিঙ্গিতো
মুক্তঃ ক্রীড়তি চন্দ্রচূড়বপুরিত্যুচে ভবানীপতিঃ ॥

ভিক্ষুঃ। মহাভাগ! অতীতরাগস্য মুক্তিরিত্যশ্রদ্ধেয় মেতৎ।

ক্ষপ। অলে কাবালিআ! জই ণ লূসসি, তা ভণামি সলীলী মুক্তো ত্তি জুত্তিবিলুদ্ধম্।

কাপা। (স্বগতম্) অয়ে! অশ্রদ্ধয়াক্ষিপ্তমনয়োরন্তঃকরণং। ভবত্বেবং তাবৎ। (প্রকাশম্) শ্রদ্ধে! ইতস্তাবৎ।

(ততঃ প্রবিশতি কাপালিকরূপধারিণী শ্রদ্ধা।)

করু। সহি! পেক্খ পেক্খ রঅস্সদাং সদ্ধাং। জাএসা
বিঅট্টণীলুপ্পললোললোঅনা ণরট্ঠিমালাকিদচারুভূসণা।
ণিঅম্বপীণত্থণভারমন্থরা বিভাদি পুণ্ণেন্দুমুহী বিলাসিণী ॥

শ্রদ্ধা। (পরিক্রম্য) এসহ্মি আণবেহু সামী।

কাপা। প্রিয়ে! এনং দুরভিমানিনং ভিক্ষুং গৃহাণ।

শ্রদ্ধা। (ভিক্ষুমালিঙ্গতি।)

ভিক্ষুঃ। (সানন্দং পরিষ্বজ্য রোমাঞ্চমভিনীয়) অহো! সুখস্পর্শা কাপালিনী। তথাহি—

রণ্ডাঃ পীনপয়োধরাঃ কতি ময়া চণ্ডানুরাগাদ্ভুজ-
দ্বন্দ্বাপীড়িত পীবরস্তনভরং নোদ্গাঢ়মালিঙ্গিতাঃ।
বুদ্ধেভ্যঃ শতশঃ শপে যদি পুনঃ কুত্রাপি কাপালিনী-
পীনোত্তুঙ্গ কুচাবগাহনভবঃ প্রাপ্তঃ প্রমোদোদয়ঃ॥

অহো! পুণ্যং কাপালিকদর্শনং। অহো! শ্লাঘ্যঃ সোমসিদ্ধান্তঃ। আশ্চর্য্যোঽয়ং ধর্ম্মঃ। ভো মহাভাগ! সর্ব্বথা বুদ্ধানুশাসনমস্মাভিরুৎসৃষ্টং, প্রবিষ্টাঃ স্ম পারমেশ্বরং সিদ্ধান্তং। তদাচার্য্যস্ত্বং, শিষ্যোঽহং, প্রবেশয় মাং পারমেশ্বরীং দীক্ষাম্।

ক্ষপ। অলে ভিক্খুআ! কাবালিণী প্পংসদূসিদে তুমং, তা দূলং ওসল।

ভিক্ষুঃ। আঃ পাপ! বঞ্চিতোঽসি কাপালিন্যাঃ পরীরম্ভমহোৎসবেন।

কাপা। প্রিয়ে! ক্ষপণকং গৃহাণ।

শ্রদ্ধা। (ক্ষপণকমালিঙ্গতি।)

ক্ষপ। (সরোমাঞ্চম্) অলিহন্ত! অলিহন্ত! অহো! কাবালিণীপ্পংসংসুহং। সুন্দলি! দেহি মে দাব পুণো বি অঙ্গবালিম্। (স্বগতম্) মহান্ত কৃখু ইন্দিয়বিয়ালে উবখিদে, তা কিং এত্থ কল্লমি, ভোদু পিঞ্জিআএ ঢক্কিস্সম্। (তথা কৃত্বা) অই পীণঘণত্থণমোহিণি! পলিতত্থকুলঙ্গবিলোঅণি!

জই লমসি কবালিণি! ভাবকী তা কীস কলিস্সদি সাবকী॥

অহো! কাবালিঅদংসনং এক্কং সোক্খমোক্খসাহণং। ভো আচালিঅ! হক্কে তুহ সম্পদং দাসকে সংবুত্তে, মং পি মহাভৈলবাণুসাসণে দীক্খস্স।

কাপা। উপবিশ্যতাম্। (উভৌ তথা কুরুতঃ।)

কাপা। (ভাজনমাদায় ধ্যানং নাটয়তি।)

শ্রদ্ধা। ভঅবং! পূলিদং ভাঅণং সুলাএ।

কাপা। (পীত্বা শেষং ভিক্ষুক্ষপণকয়োরর্পয়তি।)

ইদং পবিত্রমমৃতং পীয়তাং ভবভেষজম্।

পশুপাশসমুচ্ছেদকারণং ভৈরবোদিতম্॥

(উভৌ বিমৃষতঃ।)

ক্ষপ। অম্হাণং অলিহন্তাণুসাসণে সুলাপাণং ণ ত্থি।

ভিক্ষুঃ। কথং কাপালিকোচ্ছিষ্টাং সুরাং পাস্যামি।

কাপা। কিং বিমৃষ্যতে? (শ্রদ্ধাং প্রতি) প্রিয়ে! পশুত্বমনয়োরদ্যাপি নাপগচ্ছতি, তেনাস্মদ্বদনসংসর্গদোষাদপবিত্রাং সুরামেতৌ মন্যেতে, তদ্ভবতী স্ববক্ত্রাসবপূতাং কৃত্বানয়োরর্পয়তু, যতস্তীর্থিকাঃ পঠন্তি স্ত্রীমুখন্তু সদা শুচীতি।

শ্রদ্ধা। জং আণবেদি ভবং। (ইতি পানপাত্রং গৃহীত্বা পীতশেষমুপনয়তি।)

ভিক্ষুঃ। মহানয়ং প্রসাদঃ। (ইতি চষকং গৃহীত্বা পিবতি।) অহো! সুরায়াঃ সৌরভং মাধুর্য্যঞ্চ।

নিপীতা বেশ্যাভিঃ সহ কতি ন বারান্ সুবদনা-

মুখোচ্ছিষ্টাস্মাভি র্ব্বিকচবকুলামোদমধুরা।

কপালিন্যা বক্ত্রাসবসুরভিমেতাস্তু মদিরা-
মলব্ধ্বা জানীমঃ স্পৃহয়তি সুধায়ৈ সুরগণঃ॥

ক্ষপ। অলে ভিক্খুআ! মা সব্বং পিব, কাবালিণী-বঅণুচ্ছিট্‌ঠং মদিলং ধালেদু মম্।

ভিক্ষুঃ। (ক্ষপণকায় চষকমুপনয়তি।)

ক্ষপ। (পীত্বা) অহো! সুলাএ মহুলত্তণং, অহো! সাদো, অহো! গন্ধো, অহো! সুলভিত্তণং, চিলং ক্খু অলিহন্তাণু-সাসণে পদিদে বঞ্চিদম্হি ঈদিসেন সুলালসেণ। অলে! ভিক্খুআ! ঘোলন্তি মে অঙ্গাইং, তা সুবিস্সম্।

ভিক্ষুঃ। এবং কুর্ব্বঃ। (ইতি তথা কুরুতঃ।)

কাপা। প্রিয়ে! অমূল্যক্রীতং দাসদ্বয়ং লব্ধং, তন্নৃত্যাবঃ। (ইত্যুভৌ নৃত্যতঃ।)

ক্ষপ। অলে ভিক্খুআ! এসে কাবালিএ অধবা আচালিএ কাবালিনীএ সহ সোহণং ণচ্চদি, তা এদাএ সমং সোহণং অম্হেবি ণচ্চম্হ। (ইতি মদস্খলিতং নৃত্যতঃ।)

কাপা। (অই পীণঘণত্থণ ইত্যাদি গায়তি।)

ভিক্ষুঃ। আশ্চর্য্যমেতদ্দর্শনং, যত্রাক্লেশেনাভিমতার্থসিদ্ধয়ঃ সম্পদ্যন্তে।

কাপা। কিয়দেতদাশ্চর্য্যং পশ্য।

যত্রানুজ্‌ঝিতবাঞ্ছিতার্থ বিষয়াসঙ্গেঽপি সিদ্ধ্যন্ত্যমূ-
রত্যাসন্নমহোদয় প্রণয়িনামষ্টৌ মহাসিদ্ধয়ঃ।
বশ্যাকর্ষণ মোহন প্রমথন প্রক্ষোভণোচ্চাটন-
প্রায়াঃ প্রাকৃতসিদ্ধয়স্তু বিদুষাং যোগান্তরায়াঃ পরম্॥

ক্ষপ। অলে! কাবালিআ! অধবা আচালিআ! অধবা লাউলে!

ভিক্ষুঃ। (বিহস্য) অয়মনভ্যাসপীতয়া মদিরয়া দূরমুন্মত্তীভূতস্তপস্বী, তৎ ক্রিয়তামস্য মদাপনয়নম্।

কাপা। এবং ভবতু। (স্বমুখোচ্ছিষ্টং তাম্বূলং ক্ষপণকায় দদাতি।)

ক্ষপ। (সুস্থোভূয়) আচালিঅ! এদং পুচ্ছামি, জাদিসী দে সুলাএ আহলণসিদ্ধী; তাদিসী কিং ইথিআপুলিসেসু বি অত্থি?

কাপা। কিং বিশেষেণ পৃচ্ছ্যতে? পশ্য—

বিদ্যাধরীং বাপ্যসুরাঙ্গনাং বা নাগাঙ্গনাং বাপ্যথ যক্ষকন্যাম্।
যদ্যন্মমেষ্টং ভুবনত্রয়েঽস্মিন্ বিদ্যাবলাত্তত্ত দুপাহরামি॥

ক্ষপ। ভো! এদং মএ গণিদেণ ণ্নাদং, জং সব্বে অম্হে মহামোহস্স কিঙ্কলা।

উভৌ। যথাজ্ঞাতমায়ুষ্মতা।

ক্ষপ। তা লাঅকজ্জং মন্তীঅদু।

কাপা। কিন্তৎ?

ক্ষপ। সত্তস্স সুদা সদ্ধা মহালাঅস্স আণ্ণাএ আহলণী অদু ত্তি।

কাপা। কথয় ক্বাসৌ দাস্যাঃ পুত্রী, এষ তামচিরাদেব বিদ্যাবলাদুপাহরামি।

ক্ষপ। (কঠিনীমাদায় গণয়তি।)

শান্তিঃ। অস্বাগত এব হতাশানামালাপঃ শ্রূয়তে, তদ-বধানেন তাবদালোকয়াবঃ।

করু। সহি! এবং করেহ্ম। (ইতি তথা কুরুতঃ।)

ক্ষপ। ণ খি জলে, ণ খি থলে, ণ খি অ গঅণে, ণ খি পাআলে। বিণ্হুভত্তীএ সহিদা অখি হিঅএ মহপ্পাণম্।

করু। (সানন্দং) সহি! দিট্‌ঠিআ বঢ্ঢসি, বিণ্হুভত্তীএ পাসবত্তিণী সদ্ধা ত্তি।

শান্তিঃ। (হর্ষং নাটয়তি।)

ভিক্ষুঃ। অথ ধর্ম্মস্য কামাদপক্রান্তস্য কুত্র বৃত্তিঃ?

ক্ষপ। (পুনর্গণয়িত্বা) ণ খি জলে, ণ খি থলে (ইত্যাদি পুনঃ পঠতি।)

কাপা। (সবিষাদম্) অহো! মহৎকষ্টমাপতিতং মহা-রাজস্য। তথাহি—

মূলং দেবী সিদ্ধয়ে বিষ্ণুভক্তিস্তাঞ্চেচ্ছ্রদ্ধানুদ্রুতা সত্ত্বকন্যা।
কামান্মুক্তস্তত্রধর্ম্মোপ্যভূচ্চেৎ সিদ্ধংমন্যে তদ্বিবেকস্য সাধ্যম্॥

তথাপি অর্থব্যয়েনাপি স্বামিনঃ প্রয়োজনমনুষ্ঠেয়ং, তন্মহা-ভৈরবীং বিদ্যাং ধর্ম্মশ্রদ্ধয়োরাহরণায় প্রেষয়ামঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ।)

শান্তিঃ। আবামপ্যেবং হতাশানাং ব্যবসিতং দেব্যৈ বিষ্ণুভক্ত্যৈ নিবেদয়াবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তে।)

ইতি পাষণ্ডবিড়ম্বনো নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ॥৩॥

চতুর্থোঽঙ্কঃ।

(ততঃ প্রবিশতি মৈত্রী।)

মৈত্রী। সুদং মএ মুদিআসআসাদো জধা মহা ভৈলবী দংসনসম্ভমাদো ভঅবদীএ বিণ্ণুভত্তীএ পড়িত্তাদা পিঅসহী সদ্ধা ত্তি, তা উক্কণ্ঠিদেন হিঅএণ কহিং তং পেক্‌খিসসং? (ইতি পরিক্রামতি।)

(ততঃ প্রবিশতি শ্রদ্ধা সভয়োৎকম্পম্।)

শ্রদ্ধা। ঘোরাং নারকপালকুণ্ডলবতীং বিদ্যুচ্ছটাং দৃষ্টিভি
মূর্ঞ্চন্তীং বিকরালমূর্ত্তিমনলজ্বালাপিশঙ্গৈঃ কচৈঃ।
দংষ্ট্রাচন্দ্রকলাঙ্কুরান্তরললজ্জিহ্বাং মহাভৈরবীং
পশ্যন্ত্যা ইব মে মনঃ কদলিকেবাদ্যাপ্যহো বেপতে॥

মৈত্রী (বিলোক্য) অএ! এসা পিয়সহী সদ্ধা ভঅসম্ভন্ত-হিঅআ কদলিআ কল্লতরলেহিং অঙ্গেহিং কিম্পি মন্তঅন্তী সম্মুহাগদম্পি মং ণ পেক্‌খদি, তা উবসপ্পিঅ আলাবইস্‌সং ণম্, (ইত্যুপসৃত্য) পিয়সহি সদ্ধে! কীস দাণিং তুমং উদআহিদ-হিঅআ সম্মুহাগদম্পি মং ণ বিলোঅসি?

শ্রদ্ধা। (বিলোক্য সোচ্ছ্বাসম্) অয়ে! প্রিয়সখী মৈত্রী।
কালরাত্রিকরালাস্যদন্তান্তর্গতয়া ময়া।
দৃষ্টাসি সখি! সৈব ত্বং পুনরত্রৈব জন্মনি॥
তদ্গাঢ়ং পরিষ্বজস্ব মাম্।

মৈত্রী। (তথা কৃত্বা) সহি! তধা বিণ্ণুভত্তীণিব্‌ভৎসিদপ্পহা-বাএ মহাভৈলবীএ কীস অজ্জবি বেবন্তি দে অঙ্গাইং?

শ্রদ্ধা। (ঘোরামিত্যাদি পুনঃ পঠতি।)

মৈত্রী। (সত্রাসম্) অহো! হদাসাএ ঘোলং দংসণং, অধ তাএ আগদাএ কিং কদং?

শ্রদ্ধা। সখি! শৃণু।

শ্যেনাবপাতমভিপত্য পদদ্বয়ে মা-
মাদায় ধর্ম্মমপরেণ করেণ ঘোরা।
বেগেন সা গগনমুৎপতিতা নখাগ্র-
কোটি স্ফুরৎপিশিতপিণ্ডযুতেব গৃধ্রী॥

মৈত্রী। হদ্ধী! হদ্ধী! (ইতি মূর্চ্ছিতা পততি।)

শ্রদ্ধা। সখি! সমাশ্বসিহি।

মৈত্রী। (সমাশ্বস্য) তদো তদো?

শ্রদ্ধা। ততঃ পরং মদীয়ার্ত্তনাদোপজাতার্দ্রভাবয়া দেব্যা বিষ্ণুভক্ত্যা—

ভ্রূভঙ্গভীমপরিপাটলদৃষ্টিপাত-
মুদ্গাঢ়কোপকুটিলঞ্চ তথা ব্যলোকি।
সা বজ্রপাতহতশৈলশিলেব ভূমৌ
ব্যাভুগ্নজর্জ্জরতরাস্থি যথা পপাত॥

মৈত্রী। দিট্‌ঠিআ মঈব্ব সাদ্দূলমুহাদো সদ্ধা ক্‌খেমেণ জীবিদা পিয়সহী। তদো তদো?

শ্রদ্ধা। ততো দেব্যা সমুপজাতাভিনিবেশমুক্তং এবমস্য দুরাত্মনো মহামোহহতকস্য মামপ্যবজ্ঞায় প্রবর্ত্তমানস্য সমূল-মুন্মূলনং করিষ্যামীতি। আদিষ্টা চাহং দেব্যা যথা; গচ্ছ

শ্রদ্ধে ! ব্রূহি বিবেকং কামক্রোধাদীনাং বিজয়োদ্‌যোগঃ ক্রিয়তাং, তদা বৈরাগ্যস্য প্রাদুর্ভাবো ভবিষ্যতি। অহঞ্চ যথাসময়ং প্রাণায়ামাদ্যনুপ্রাণনেন যুষ্মৎসৈন্যমনুগ্রহীষ্যামি। ঋতম্ভবাদয়শ্চ দেব্যঃ শান্ত্যাদি কৌশলেন উপনিষদ্দেব্যা সঙ্গতস্য ভগবতঃ প্রবোধোদয়মনুধ্যাস্যন্তীতি। তদহমিদানীং বিবেকসন্নিধিং প্রস্থিতা। ত্বং পুনঃ কিমাচরন্তী দিবসানতি-বাহয়সি ?

মৈত্রী। অম্হে বিণ্ণু ভত্তীএ আণ্ণাএ চত্তারিআও বহিণি-আও বিবেঅসিদ্ধিকারণাদো মহাপ্পাণং হিঅএ বট্টম্হ।

(সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

ধ্যায়ন্তি মাং সুখিনি দুঃখিনি চানুকম্পাং
পুণ্যক্রিয়েষু মুদিতাং কুমতাবুপেক্ষাম্।
এবং প্রসাদমুপযাতি হি রাগলোভ-
দ্বেষাদিদোষকলুষোঽপ্যয়মন্তরাত্মা॥

তদেবং চতস্রো ভগিন্যো বয়ং তদভ্যুদয়ব্যাপারেণৈব বাসরানতিবাহয়ামঃ। কুত্রেদানীং প্রিয়সখা মহারাজমব-লোকয়িষ্যতি ?

শ্রদ্ধা। দেব্যা চেদমুক্তং অস্তি রাঢ়াভিধানো জনপদ-স্তত্রৈব চ ভাগীরথীতীরপরিসরালঙ্কারভূতচক্রতীর্থে মীমাংসানু-গতয়া মত্যা কিঞ্চিদ্ধার্য্যমাণপ্রাণো ব্যাকুলেনান্তরাত্মনা বিবেক উপনিষৎসঙ্গমার্থং তপস্যতীতি।

মৈত্রী। তা গচ্ছতু পিয়সহী, অহং উণ স্বকং ণিওঅং অণুচিট্‌ঠম্হি।

শ্রদ্ধা। এবং ভবতু। (ইতি নিষ্ক্রান্তে। প্রবেশকঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি রাজা প্রতীহারী চ।)

রাজা। আঃ পাপ মোহহতক! সর্ব্বথা হতস্ত্বয়ায়ং মহাজনো, যতঃ—

শান্তেঽনন্তমহিম্নি নির্ম্মলচিদানন্দে তরঙ্গাবলী-
নির্ম্মুক্তেঽমৃতসাগরাম্ভসি মনাঙ্মগ্নোঽপি নাচামতি।
নিঃসারে মৃগতৃষ্ণিকার্ণবজলে শ্রান্তো বিমূঢ়ঃ পিব-
ত্যাচামত্যবগাহতেঽভিরমতে মজ্জত্যথোন্মজ্জতি॥

অথবা সংসারচক্রবাহকস্য মহামোহস্যাবোধোমূলং, তস্য চ প্রবোধোদয়াদেব নিবৃত্তিঃ। যতঃ—

অমুষ্য সংসারতরোরবোধমূলস্য নামূলবিনাশনায়।
বিশ্বেশ্বরারাধনবীজজাততত্ত্বপ্রবোধাদপরোঽভ্যুপায়ঃ॥

প্রায়শঃ কৃতিনাং কার্য্যে দেবা যান্তি সহায়তামিতি পুরাবিদ উদাহরন্তি। তথা দেব্যা বিষ্ণুভক্ত্যা সন্দিষ্টং যথোদ্‌যোগঃ কামাদি বিজয়ায় ক্রিয়তামিতি। অহমপি তদর্থে গৃহীতপক্ষেতি, তত্র কাম স্তাবদ্বস্তুবিচারেণ জীয়তে, তদ্ভবতু তমেব কামনির্জ্জয়ায় প্রেষয়ামি। (পার্শ্বতোঽবলোক্য) বেত্রবতি! আহূয়তাং বস্তুবিচারঃ।

প্রতী। জং দেবো আণবেদি।

(ইতি নিষ্ক্রম্য বস্তুবিচারেণ সহ প্রবিশতি।)

বস্তু। অহো! নির্ব্বিচারসৌন্দর্য্যাভিমানবর্দ্ধিষ্ণুনা কামহতকেন বঞ্চিতং জগৎ, অথবা দুরাত্মনা মহামোহহতকেনৈব। তথাহি—

কান্তেত্যুৎপললোচনেতি বিপুলশ্রোণীভরেত্যুল্লসৎ-

পীনোত্তুঙ্গপয়োধরেতি সুমুখাম্ভোজেতি সুভ্রূরিতি।
দৃষ্ট্বা মাদ্যতি মোদতেঽভিরমতে প্রস্তৌতি বিদ্বানপি
প্রত্যক্ষাশুচিপুত্রিকাং স্ত্রিয়মহো কামস্য দুশ্চেষ্টিতম্॥

অপিচ।—

যথা বস্তুবিচারয়তামমন্দমতীনামপি পিশিতপঙ্কাবনদ্ধাস্থি পঞ্জরময়ী স্বভাবতো দুর্গবীভৎসবেশা নারীতি নাস্তি বিরতির্যত্র চ স্পষ্ট এবেতরগুণাধ্যাসঃ।

তথাহি।—

মুক্তাহারলতা রণন্মণিময়া হৈমাস্তুলাকোটয়ো
রাগঃ কুঙ্কুমসম্ভবঃ সুরভয়ঃ পৌষ্প্যো বিচিত্রাঃ স্রজঃ।
বাসশ্চিত্রদুকূলমল্পমতিভির্নার্য্যামহো কল্পিতং
বাহ্যান্তঃ পরিপশ্যতান্তু নিরয়ো নারীতি নাম্না কৃতঃ॥

(আকাশে) আঃ পাপ! কাম! চণ্ডাল! কিমেবমনবলম্বনমাবির্ভবতা ব্যাকুলীক্রিয়তে মহাজনঃ। তথা হ্যয়মেবাভিমন্যতে।

বালা মামিয়মিচ্ছতীন্দুবদনা সানন্দমুদ্বীক্ষতে
নীলেন্দীবরলোচনা স্তনপরীরম্ভং ভৃশং বাঞ্ছতি। অরে মূঢ়! কা ত্বামিচ্ছতি কা চ পশ্যতি পশো! মাংসাস্থিভির্নির্ম্মিতা
নারী বেদ ন কিঞ্চিদত্র স পুনঃ পশ্যত্যমূর্ত্তঃ পুমান্॥

প্রতী। ইদো ইদো। (ইত্যুভৌ পরিক্রামতঃ।)

এসো মহারাও উপবিট্‌ঠো চিট্‌ঠদি, তা উবসপ্পদু ভবম্।

বস্তু। (উপসৃত্য) জয়তি মহারাজঃ, এষ বস্তুবিচারঃ প্রণমতি।

রাজা। (সসম্ভ্রমং) ইহোপবিশ্যতাম্।

বস্তু। (উপবিশ্য) দেব! এষ তে কিঙ্করঃ প্রাপ্তস্তদাজ্ঞয়ানুগৃহ্যতাম্।

রাজা। ভদ্রং মহামোহেনাস্মাকং প্রবৃত্তঃ সংগ্রামস্তত্র চ তস্য কামঃ প্রথমো বীরস্তস্য প্রতিবীরতয়াস্মাভির্ভবানেব নিরূপিতঃ।

বস্তু। (সপ্রমোদম্) ধন্যোঽস্মি যেন স্বামিনাহমেবং সম্ভাবিতঃ।

রাজা। অথ কয়া শস্ত্রবিদ্যয়া কামং জেষ্যতি?

বস্তু। আঃ পঞ্চশরঃ পুষ্পধন্বা কামো জেতব্য ইত্যত্রাপি শস্ত্রগ্রহণাপেক্ষা? পশ্য—

দৃঢ়তরমপিধায় দ্বারমারাৎ কথঞ্চিৎ
স্মরণ বিপরিবৃত্তৌ দর্শনে যোষিতাং বা।
পরিণতিবিরসত্বং দেহবীভৎসতাং বা
প্রতি মুহুরনুচিন্ত্যোন্মূলয়িষ্যামি কামম্॥

রাজা। সাধু সাধু।

বস্তু। অপি চ।

বিপুলপুলিনাঃ কল্লোলিন্যো নিতান্তপতজ্ঝরা
মসৃণিতশিলাঃ শৈলাঃ সান্দ্রদ্রুমা বনরাজয়ঃ।
যদি সমগিরো বৈয়াসিক্যো বুধৈশ্চ সমাগমঃ
ক্ব পিশিতবসামযো নার্য্যস্তথা ক্ব চ মন্মথঃ॥

অপি চ—

নারীতি নাম প্রধানমস্ত্রং কামস্য, তেন তস্যাং জিতায়াং

তৎসহায়াঃ সর্ব্ব এব বিফলারম্ভা ভঙ্গমাপাদয়িষ্যন্তে।

তথাহি—

চন্দ্রশ্চন্দনমিন্দুধামধবলা রাত্র্যো দ্বিরেফাবলী-
ঝঙ্কারোন্মুখরা বিলাসবিপিনোপান্তা বসন্তোদয়াঃ।
মন্দ্রধ্বানঘনোদয়াশ্চ দিবসা মন্দা কদম্বানিলাঃ
শৃঙ্গারপ্রমুখাশ্চ কামসুহৃদো নার্য্যাং জিতায়াং জিতাঃ॥

তদলমতিবিলম্বেন, আদিশতু স্বামী।

সোঽহং প্রকীর্ণৈঃ পরিতো বিচারৈঃ
শরৈরিবোন্মথ্য বলং পরেষাম্।
সৈন্যং কুরূণামিব সিন্ধুরাজং
গাণ্ডীবধন্বেব নিহন্মি কামম্॥

রাজা। (সপ্রসাদম্) তৎ সজ্জীভবতু ভবান্ শত্রু বিজয়ায়।

বস্ত। যথাদিশতি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

রাজা বেত্রবতি! ক্রোধস্য বিজয়ায় ক্ষমৈবাহূয়তাম্।

প্রতী জং দেবো আণবেদি।

(ইতি নিষ্ক্রম্য ক্ষময়া সহ প্রবিশতি।)

ক্ষমা। (সধৈর্য্যম্)—

ক্রোধান্ধকারবিকট ভ্রুকুটীতরঙ্গ-
ভীমস্য সান্ধ্যকিরণারুণ ঘোরদৃষ্টেঃ।
নিষ্কম্পনির্ম্মলগভীরপয়োধিধীরা
ধীরাঃ পরস্য পরিবাদগিরঃ সহন্তে॥

(সশ্লাঘমাত্মানং বিচিন্ত্য) হংহো!

ক্লমো ন বাচাং শিরসো ন শূলং

ন চিত্ততাপো ন তনোর্ব্বিমর্দ্দঃ।
ন চাপি হিংসাদিরনর্থযোগঃ
শ্লাঘ্যাপরং ক্রোধজয়েঽহমেকা॥

(ইত্যুভে পরিক্রামতঃ।)

প্রতী। এসো দেবো তা উবসপ্পদু পিঅসহী।

ক্ষমা। (উপসৃত্য) জয়তি জয়তি দেবঃ, এষা দেবস্য দাসী ক্ষমা সাষ্টাঙ্গং প্রণমতি।

রাজা। বৎসে! অত্রোপবিশ্যতাম্।

ক্ষমা। (উপবিশ্য) আজ্ঞাপয়তু দেবঃ, কিমর্থমাহূতো দাসীজনঃ।

রাজা। ক্ষমে! অস্মিন্ সংগ্রামে ত্বয়া দুরাত্মা ক্রোধো জেতব্যঃ।

ক্ষমা। দেবস্য প্রসাদেন মহামোহমপি জেতুং সমর্থাস্মি কিং পুনঃ ক্রোধং তদনুচরমাত্রং। তদহমচিরাদেব,

তং পাপকারিণ মকারণ বাধিতারং
স্বাধ্যায় দেবপিতৃযজ্ঞতপঃ ক্রিয়াণাম্।
ক্রোধং স্ফুলিঙ্গমিব দৃষ্টিভিরুদ্বমন্তং
কাত্যায়নীব মহিষং বিনিপাতয়ামি॥

রাজা। শৃণুমস্তাবৎ ক্রোধবিজয়োপায়ম্।

ক্ষমা। দেব! বিজ্ঞাপয়ামি।

ক্রুদ্ধেস্মেরমুখাবধীরণমথাবিষ্টেপ্রসাদ ক্রমো
ব্যাক্রোশেকুশলোক্তিরাত্মদুরিতচ্ছেদোৎসবস্তাড়নে।
ধিগ্‌জন্তোরজিতাত্মনোঽস্যমহতী দৈবাদুপেতাবিপ-
দ্দুর্ব্বারেতি দয়ারসার্দ্রমনসঃ ক্রোধস্যকুত্রোদয়ঃ॥

রাজা। সাধু সাধু।

ক্ষমা। দেব! ক্রোধবিজয়াদেব হিংসাপারুষ্যমদমান-মাৎসর্য্যাদয়োঽপিবিজিতাএব ভবিষ্যন্তি।

রাজা। তৎপ্রতিষ্ঠতাং ভবতী তেষাং বিজয়ায়।

ক্ষমা। যথাদিশতি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তা।)

রাজা। (প্রতিহারীং প্রতি) বেত্রবতি! আহূয়তাং লোভস্য বিজয়ায় সন্তোষঃ।

প্রতী। জং দেবো আণবেদি।

(ইতি নিষ্ক্রম্য সন্তোষেণ সমং প্রবিশতি।)

সন্তো। (বিচিন্ত্য সানুক্রোশম্।)

ফলং স্বেচ্ছালভ্যং প্রতিবনমখেদং ক্ষিতিরুহাং
পয়ঃ স্থানে স্থানে শিশিরমধুরং পুণ্যসরিতাম্।
সুখস্পর্শা শয্যা সুললিতলতাপল্লবময়ী
সহন্তে সন্তাপং তদপি ধনিনাং দ্বারি কৃপণাঃ॥

(আকাশে) অরে মূর্খ! দুরুচ্ছেদঃ খল্বয়ং ভবতো-ব্যামোহ স্তথাহি—

সমারম্ভাভগ্নাঃ কতিকতি ন বারাংস্তব পশো!
পিপাসোস্তচ্ছেঽস্মিন্ দ্রবিণমৃগতৃষ্ণার্ণবজলে।
তথাপি প্রত্যাশাবিরমতি ন তে মূঢ়! শতধা
ন দীর্ণং যচ্চেতোনিয়তমশনিগ্রাবঘটিতম্॥

অপিচ। ইদঞ্চ লোভানুচেষ্টিতং চেতসি চমৎকার-মাতনোতি। যতঃ—

এতল্লব্ধমিদঞ্চ লভ্যমধিকং তন্মূললভ্যং ততো
লভ্যঞ্চাপর মিত্যনারতমহো লভ্যংধনং ধ্যায়সি।

নৈতদ্বেৎসি পুনর্ভবন্ত মচিরাদাশা পিশাচী বলাৎ
সর্ব্বগ্রাসমিয়ং গ্রসিষ্যতি মহামোহান্ধকারাবৃতম্ ॥

অপিচ। ধনং তাবল্লব্ধং কথমপি তথাপ্যস্য বিলয়ো-
বিনাশে নাশে বা তব সতি বিয়োগোঽপ্যুভয়থা।
অনুৎপাদঃ শ্রেয়ান্ কিমু কথয় পথ্যোঽথ বিলয়ো
বিনাশো লব্ধস্য ব্যথয়তিতরাং নত্বনুদয়ঃ ॥

কিঞ্চ। মৃত্যুর্ম্মাদ্যতি মূর্দ্ধ্নি শশ্বদুরগী ঘোরা জরারূপিণী
ত্বামেবাগ্রসতে পরিগ্রহময়ৈগৃর্ধ্রৈর্জ্জগদ্‌গ্রস্যতে।
ধৌত্বাবোধজলৈরবোধবহুলং তল্লোভজন্যং রজঃ
সন্তোষামৃতসাগরাম্ভসি সুখং মগ্নশ্চিরং স্বাস্যসি ॥

প্রতী। অজ্জ! এসো সামী তা উবসপ্পদু মহাভাও।

সন্তো। (তথাকৃত্বা) জয়তি জয়তি স্বামী, এষ সন্তোষঃ প্রণমতি।

রাজা। ইহোপবিশ্যতাম্। (ইতি স্বসন্নিধাবুপবেশয়তি।)

সন্তো। (উপবিশ্য) স্বামিন্! এষপ্রৈষ্যজন স্তদাজ্ঞয়ানুগৃহ্যতাম্।

রাজা। বিদিতপ্রভাবএব ভবাং স্তদলমত্র বিলম্বেন, লোভং জেতুং বারাণসীং প্রতিষ্ঠতাম্।

সন্তো। যদাজ্ঞাপয়তিদেবঃ। সোঽহমিদানীম্—

নানামুখং বিজয়িনং জগতাংত্রয়াণাং
দেবদ্বিজাতিবধবন্ধন লব্ধবৃত্তিম্।
রক্ষোঽধিনাথমিব দাশরথিঃ প্রসহ্য
নির্জ্জিত্য লোভমবশং তরসা হিনস্মি ॥

(ইতি প্রক্রম্য নিষ্ক্রান্তঃ।)

(প্রবিশ্য বিনীতপুরুষঃ।)

দেব! সম্ভৃতানি বিজয়প্রয়াণমঙ্গলানি, প্রত্যাসন্নশ্চ মৌহূর্ত্তিকো বিদিতপ্রয়াণসময়ঃ।

রাজা। যদ্যেবং সেনাপ্রস্থাপনায়াদিশ্যন্তাং সেনাপতয়ঃ।

পুরু। যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

(নেপথ্যে) ভো! ভোঃ।

সজ্জ্যন্তাং কুম্ভভিত্তিচ্যুত মদমদিরামত্তভৃঙ্গাঃ করীন্দ্রা-
যোজ্যন্তাং স্যন্দনেষু প্রসভজিতমরুচ্চণ্ডবেগাস্তুরঙ্গাঃ।
কুন্তৈর্নীলোৎপলানাং বনমিব ককুভামন্তরালে সৃজন্তঃ
পাদাতাঃ সঞ্চরন্তু প্রথম মসিলতাপাণয়োহথাশ্ববাহাঃ॥

রাজা। ভবন্ত্বিদানীং কৃতমঙ্গলাঃ প্রতিষ্ঠামহে। (পারিপার্শ্বিকং প্রতি) ভোঃ! সারথিরাদিশ্যতামুপনয়তুমে সজ্জীকৃত্য সাংগ্রামিকং রথম্।

পারি। যথাজ্ঞাপয়তি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তং রথমাদায়সারথিঃ।)

সারথিঃ। দেব! এষ সজ্জীকৃতো রথস্তদারোহত্বায়ুষ্মান্।

রাজা। (কৃতমঙ্গলবিধীরথাধিরোহণং নাটয়তি।)

সারথিঃ। (রথবেগং নিরূপ্য) আয়ুষ্মন্! পশ্য পশ্য—

উদ্ধূতপাংশুপটলানুমিতপ্রবন্ধ
ধাবৎখুরাগ্রচয়চুম্বিতভূমিভাগাঃ।
নির্ম্মথ্যমানজলধিধ্বনিঘোরঘোষ
মেতেরথংগগনসীম্নিবহন্তিবাহাঃ॥

ইয়ঞ্চ নাতিদূরে দর্শনপথমবতীর্ণা ত্রিভুবনপাবনী পুণ্যাতি ধারাণসীনগরী। তথাহ্যস্যাম্—

অমী ধারাযন্ত্রস্খলিত জলঝাংকারমুখরা
বিভাব্যন্তে ভূয়ঃ শশিকররুচঃ সৌধশিখরাঃ।
বিচিত্রাং যত্রোচ্চৈঃ শরদমলমেঘান্তবিলসৎ-
তড়িল্লেখালক্ষ্মীং বিতরতি পতাকাবলি রিয়ম্॥

(পরিক্রম্য) এতাশ্চ প্রতিমুকুললগ্ন মধুপাবলীরণিত-মুখরা জৃম্ভাভর বিগলন্মকরন্দবিন্দু দুর্দ্দিনাঃ কুসুমস্তরভয়ো নাতিদূরে শ্যামায়মানঘনচ্ছদচ্ছায়াতরলা নগরপর্য্যন্তা রণ্য-ভূময়ো, যত্রৈতে মারুতাঅপি গৃহীত পাশুপতব্রতাস্তাপসা ইবলক্ষ্যন্তে। তথাহি—

তোয়ার্দ্রাঃ সুরসরিতঃ সিতাঃ পরাগৈ-
রর্চ্চন্তশ্চ্যুতকুসুমৈরিবেন্দুমৌলিম্।
প্রোদ্গীতাং মধুপরুতৈঃ স্তুতিং পঠন্তো
নৃত্যন্তি প্রচললতাভুজৈঃ সমীরাঃ॥

রাজা। (সানন্দমবলোক্য) সূত! পশ্য পশ্য।

এষান্তর্দ্দধতী তমোবিঘটনাদানন্দমাত্মপ্রভং
চেতঃ কর্ষতি চন্দ্রচূড় বসতির্ব্বিদ্যেব মুক্তেঃ পদম্।
ভূমেঃ কণ্ঠবিলম্বিনীব কুটিলা মুক্তাবলী জাহ্নবী
যত্রেয়ং হসতীব ফেনপটলৈর্ব্বক্রাং কলামৈন্দবীম্॥

সূতঃ। (পরিক্রম্য) আয়ুষ্মন্! পশ্য পশ্য।
ইদঞ্চৈতৎ সুরসরিৎ পরিসরালঙ্কারভূতং ভগবতঃ পাবনমাদি কেশবাভিধানস্য বিষ্ণোরায়তনম্।

রাজা। (বিলোক্য সহর্ষম্) অয়ে!

এষ দেবঃ পুরাবিদ্ভিঃ ক্ষেত্রস্যাত্মেতিগীয়তে।
অত্র দেহং পরিত্যজ্য পুণ্যভাজো বিশন্তি যম্॥

সূতঃ। আয়ুষ্মন্! পশ্য পশ্য।

এতে কামক্রোধলোভাদয়োঽস্মদ্দর্শনাদেব দূরমপক্রামন্তি।

রাজা। এবমেবৈতৎ; ভবতু প্রবিশ্য ভগবন্তং দেবমাদি কেশবং নমস্যামঃ। (রথাদবতীর্য্য প্রবিশ্যাবলোক্য চ) জয় জয় ভগবন্নমরচয়চমূ চক্রচূড়ামণিশ্রেণী নীরাজিতোপান্ত পাদদ্বয়াম্ভোজরাজন্নখদ্যোতখদ্যোত কির্ম্মীরিতস্বর্ণপীঠদ্যুতে! স্ফুরদ্দ্বৈতবিভ্রান্তি সন্তানসন্তপ্তবন্দারুসংসার নিদ্রাপহারৈক-দক্ষ! ক্ষমা মণ্ডলোদ্ধার সম্ভারসংখিন্নদংষ্ট্রাগ্রকোটিস্ফুরচ্চৈল-চক্র! ক্রমাক্রান্তলোকত্রয়! প্রবলভুজবলোদ্ধৃতগোবর্দ্ধনচ্ছত্র-নির্ব্বারিতাখণ্ডলোদ্দ্যোতিতাকাণ্ডচণ্ডাম্বুবাহাতি—বর্ষাম্বুসান্দ্র-ত্রসদ্গোকুল ত্রাণ বিস্মায়িতাশেষবিশ্ব! প্রভো! বিবুধরিপু-বধূবর্গ সীমন্তসিন্দূরসন্ধ্যাময়ূখচ্ছটোন্মার্জ্জিতোদ্দামধামাধিপ! এস্তদৈত্যেন্দ্র বক্ষস্তটকপাটপাটনাকুণ্ঠভাস্বন্নখশ্রেণি পাণিদ্বয় স্রস্তবিস্তীর্ণ রক্তার্ণবামগ্ন লোকত্রয়! ত্রিভুবনরিপুকৈটভাকুণ্ঠ-কণ্ঠাস্থিকূটস্ফুটোন্মার্জ্জিতোদ্দাম চক্রস্ফুরজ্জ্যোতিরুল্কা-শতোড্ডামরোদ্দণ্ডদোর্দ্দণ্ড! খণ্ডেন্দুচূড়প্রিয়! প্রৌঢ়দোর্দ্দর্প বিভ্রান্ত মন্থাচলক্ষুব্ধদুগ্ধাম্বুধিপ্রোত্থিত শ্রীভুজাবল্লীসংশ্লেষ-সংক্রান্ত পীনস্তনাভোগপত্রাবলী লাঞ্ছিতোরঃস্থলস্থূলমুক্তা-ফলোদারহার প্রভামণ্ডলস্ফুরৎকণ্ঠ! বৈকুণ্ঠ! ভক্তস্য লোকস্য সংসারচ্ছিদং দেহি বোধোদয়ং, দেব! তুভ্যং নমঃ।

(নির্গমং নাটয়িত্বা বিলোক্য) সাধুরয়মস্মাকং নিবাস-যোগ্যো দেশস্তদত্রৈব স্কন্দাবারং নিবেশয়ামঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।)

ইতি বিবেকোদ্‌যোগোনাম চতুর্থোঽঙ্কঃ॥

পঞ্চমোঽঙ্কঃ।

অতঃপরং বৈরাগ্যোৎপত্তির্ভবিষ্যতি।

(ততঃ প্রবিশতি শ্রদ্ধা।)

শ্রদ্ধা। (বিচিন্ত্য) প্রসিদ্ধঃ খল্বয়ং পন্থাঃ। যতঃ—

নির্দ্দহতি কুলমশেষং জ্ঞাতীনাং বৈরসম্ভবঃ ক্রোধঃ।
বনমিব ঘনপবনাহততরুবরসংঘট্টসম্ভবো দহনঃ॥

(সাস্রম্) অহো! দুর্ব্বারদারুণঃ সোদরব্যসনজন্মা শোকানলো যো বিবেক জলধরশতৈরপি ন মন্দীক্রিয়তে। তথাহি—

ধ্রুবং ধ্বংসোভাবী জলনিধিমহাশৈলসরিতা
মহোরাত্রং শীর্য্যত্তৃণলঘুষু কা জন্তুষু কথা।
তথাপ্যুচ্চৈর্বন্ধুব্যসনজনিতঃ কোঽপি বিষমো-
বিবেকপ্রোন্মাথী দহতি হৃদয়ং শোকদহনঃ॥

যেন তথা প্রকৃতেষ্বপি ভ্রাতৃষু কামক্রোধাদিষু তথা শেষতাং গতেষু।

শ্রদ্ধা। (সহসোপসৃত্য) দেবি! প্রণমামি।

বিষ্ণুঃ। শ্রদ্ধে! স্বাগতাসি?

শ্রদ্ধা। দেব্যাঃ প্রসাদেন।

শান্তিঃ। অম্ব! প্রণমামি।

শ্রদ্ধা। পুত্রি! পরিষ্বজস্ব মাম্।

শান্তিঃ। (তথা করোতি।)

বিষ্ণুঃ। শ্রদ্ধে! কথয় তত্র কিং বৃত্তম্?

শ্রদ্ধা। যদ্দেব্যাঃ প্রতিকূলমাচরতামুচিতং।

বিষ্ণুঃ। তদ্বিস্তরেণাবেদয়।

শ্রদ্ধা। আকর্ণয়তু ভগবতী, দেব্যামাদিকেশবায়তনাৎ প্রতিনিবৃত্তায়ামেব কিঞ্চিদুৎসৃষ্ট পাটলধাম্নি ভগবতি ভাস্বতি বিজয়ঘোষণাহূয়মানানেকবীরবহুলসিংহনাদবধিরীকৃত-দিগন্তরে সন্ততরথতুরগখুরখণ্ডিতভূমণ্ডলোচ্ছলদ্বিপুলরজঃপটল পটান্তরিত কিরণমালিনি প্রবলতর কর্ণতালাস্ফালনোচ্ছলৎ-সমদকরিকুম্ভসিন্দূরসন্ধ্যায়মানদশদিশি প্রলয়জলধরধ্বানভীষণে তেষামস্মাকঞ্চ সম্বন্ধে সৈন্যসাগরে মহারাজ বিবেকেন নৈয়ায়িকং দর্শনং দৌত্যেন প্রহিতম্। গত্বা চ তেনোক্তো মহামোহঃ।

বিষ্ণোরায়তনান্যপাস্য সরিতাং কূলান্যরণ্যস্থলীঃ
পুণ্যাঃ পুণ্যভৃতাং মনাংসিচ ভবান্ ম্লেচ্ছান্ ব্রজেৎসানুগঃ।
নোচেৎ সন্ত কৃপাণদারিত ভবৎপ্রত্যঙ্গধারাক্ষর-
দ্রক্তস্ফীত বিদীর্ণবক্ত্র বিলসৎফেৎকারিণঃ ফেরবঃ॥

বিষ্ণুঃ। ততস্ততঃ?

শ্রদ্ধা। ততো দেবি! বিকটললাটতটতাণ্ডবিতভ্রুকুটিনা

মহামোহেনাভিহিতং,অনুভবত্বস্য দুর্ণয়পরিপাকস্য বিবেকহতকঃ ফলমিত্যভিধায় স্বয়ং পাষণ্ডাগমাঃ পাষণ্ডতরৈঃ সমং প্রথমং সমরায়োদ্‌যোজিতাঃ। অত্রান্তরে চাস্মাকমপি সৈন্যশিরসি।

সা বেদবেদাঙ্গ পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রেতিহাসাদিভিরুচ্ছ্রিত শ্রীঃ।
সরস্বতী পদ্মকরা শশাঙ্কসঙ্কাশকান্তিঃ সহসাবিরাসীৎ॥

বিষ্ণু। ততস্ততঃ?

শ্রদ্ধা। ততো বৈষ্ণব শৈবাদয়ো দেব্যাঃ সকাশমাগতাঃ সর্ব্ব এবাগমাঃ।

বিষ্ণু। ততস্ততঃ?

শ্রদ্ধা। অনন্তরম্।

সাংখ্য ন্যায় কণাদভাষিত মহাভাষ্যাদি শাস্ত্রৈর্ব্বৃতা
স্ফুর্জ্জন্ন্যায়সহস্রবাহু নিবহৈরুদ্যোতয়ন্তী দিশঃ।
মীমাংসা সমরোৎসুকাবিরভবদ্ধর্ম্মেন্দুকান্তাননা
বাগ্দেব্যাঃ পুরত স্ত্রয়ীত্রিনয়না কাত্যায়নীবাপরা॥

শান্তিঃ। (সাশ্চর্য্যম্) অয়ে! কথং স্বভাবপ্রতিদ্বন্দ্বিনামপ্যাগমানাং সমবায়ঃ সম্পন্নঃ?

শ্রদ্ধা। পুত্রি!

সমানান্বয়জাতানাং পরস্পরবিরোধিনাম্।
পরৈঃ প্রত্যভিযুক্তানাং প্রসূতে সংহতিঃ শ্রিয়ম্॥

তেন বেদপ্রসূতানাং তেষামবান্তরবিরোধেঽপি বেদসংরক্ষণায় নাস্তিকপক্ষপ্রতিক্ষেপার্থঞ্চ শাস্ত্রাণাং সাংহত্যমস্ত্যেব। আগমানান্তু তত্ত্বং বিচারয়তামবিরোধএব। তথাহি-

জ্যোতিঃ শান্তমনন্তমব্যয়মজং তত্তদ্‌গুণোন্মেষণাদ্
ব্রহ্মেত্যচ্যুত ইত্যুমাপতিরিতি প্রস্তূয়তেঽনেকধা।

তৈস্তৈস্তৈস্তন সদাগমৈঃ শ্রুতিমুখৈর্নানাপথ প্রস্থিতৈ
র্গম্যোঽহসৌ জগদীশ্বরো জলনিধি র্বারাং প্রবাহৈরিব ॥

বিষ্ণু। ততঃ ?

শ্রদ্ধা। তদনন্তরং দেবি! পরস্পরং করিতুরগরথ-পাদাতানাং নিরন্তরশরনিকরধারা সহস্রপাতোপদর্শিতদুর্দ্দিনানাঞ্চ যোধানাং তুমুলঃ সংপ্রহারঃ প্রবৃত্ত, স্তথাহি—

বহলরুধিরতোয়াস্তত্র সস্রুঃস্রবন্ত্যো
নিবিড়পিশিতপঙ্কাঃ কঙ্কবঙ্কাবকীর্ণাঃ।
শরদলিতবিশীর্ণোত্তুঙ্গমাতঙ্গশৈল
স্খলিতরয় বিশীর্য্যচ্ছত্র হংসাবতংসাঃ ॥

তস্মিংশ্চাতিদারুণে সংগ্রামে পরস্পরবিরোধিতয়া পাষণ্ডাগমৈরগ্রেসরীকৃতং লোকায়তং নাম শাস্ত্রং, তচ্চান্যোন্যবিমর্দ্দৈরেব বিনষ্টম্। অনন্তরঞ্চ পাষণ্ডাগমক্রমা নির্ম্মূলতয়া সদাগমার্ণবপ্রবাহপর্য্যস্তাঃ সৌগতাস্তাবৎ সিন্ধুগান্ধারপারসীকমগধাঙ্গকলিঙ্গাদীন্ দেশান্ প্রবিষ্টাঃ। পাষণ্ডদিগম্বরকাপালিকাদয়শ্চ পামরবহুলেষু পাঞ্চালমালবাভীরেষূপেত্য নিগূঢ়ং প্রচরন্তি। ন্যায়ানুগতয়া চ মীমাংসয়া গাঢ় প্রহারজর্জ্জরীকৃতা নাস্তিকতর্কা স্তেষা মেবাগমানা মনুপদং প্রয়াতাঃ।

বিষ্ণু। ততস্ততঃ ?

শ্রদ্ধা। ততো বস্তুবিচারেণ কামোহতঃ। ক্ষময়া তু ক্রোধপারুষ্য হিংসাদয়ো নিরাকৃতাঃ। সন্তোষেণ লোভতৃষ্ণা দৈন্যানৃতবাদস্তেয় প্রতিগ্রহা নিগৃহীতাঃ। অনসূয়য়া মাৎসর্য্যং জিতং। পরোৎকর্ষভাবনয়া মদোজিতঃ।

বিষ্ণু। সাধু সম্পন্নম্, অথ মহামোহস্য কোবৃত্তান্তঃ ?

শ্রদ্ধা। দেবি! মহামোহোঽপি যোগোপসর্গৈঃ সহ ন জ্ঞায়তে বিলীয় কুত্রাস্তীতি।

বিষ্ণু। অস্তি তর্হি মহাননর্থশেষঃ, পরিহরণীয়শ্চাসৌ। যতঃ।—

অনাদরপরো বিদ্বানীহমানঃ পরাং শ্রিয়ম্।
অগ্নেঃশেষমৃণাচ্ছেষং শত্রোঃ শেষং ন শেষয়েৎ॥

অথ মনসঃ কোবৃত্তান্তঃ?

শ্রদ্ধা। দেবি! তেনাপি পুত্রপৌত্রাদিব্যসনজনিত শোকাবেশেন জীবোৎসর্গায় ব্যবসিতম্।

বিষ্ণু। (স্মিতং কৃত্বা) যদ্যেবংস্যাৎ তদা সর্ব্ব এব বয়ং কৃতকৃত্যা ভবামঃ, পুরুষশ্চ পরাং নির্বৃত্তিমাপদ্যতে; কিন্তু কুতস্তস্য জীবত্যাগঃ?

শ্রদ্ধা। এবং দেব্যাং প্রবোধোদয়ায় গৃহীত সংকল্পায়া-মচিরাদসৌ শরীরেণৈব ন ভবিষ্যতি।

বিষ্ণু। তদ্ভবতু, তস্য বৈরাগ্যোৎপত্তয়ে বৈয়াসিকীং সরস্বতীং প্রেষয়ামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ।) (বিষ্কম্ভকঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি মনঃ সঙ্কল্পশ্চ।)

মনঃ। (সাস্রম্) হা পুত্রকাঃ! ক্বগতাঃ স্থ, দত্ত মে প্রতিবচনং। ভো ভোঃ কুমারকা! রাগদ্বেষমদমানমাৎসর্য্যা-দয়ঃ! পরিষ্বজধ্বং মাং, সীদন্তি মমাঙ্গানি। (দিশোঽবলোক্য সবৈক্লব্যং) ন কশ্চিদ্বৃদ্ধগনাথং মাং সম্ভাবয়তি। ক তা অসূয়াদয়ঃ কন্যকা, আশাতৃষ্ণাদয়শ্চস্নুষাঃ কথমপি মে মন্দভাগ্যস্য সমকালমেব দৈবহতকেনাপহৃতাঃ। (সবৈক্লব্যম্) অহহ!

বিসর্পতি বিষাগ্নিবদ্দহতিমর্ম্ম দাবাগ্নিবৎ
তনোতি দৃঢ়বেদনাঃ কষতি সর্ব্বকাষং বপুঃ।
বিলুম্পতি বিবেকিতাং হৃদি চ মোহমুন্মীলয়
ত্যহো! গ্রসতি জীবিতং প্রসভমেষশোকজ্বরঃ॥
(ইতি মূর্চ্ছিতঃ পততি।)

সঙ্ক। রাজন্! সমাশ্বসিহি।

মনঃ। (সমাশ্বস্য) কথং দেবী প্রবৃত্তিরপি মামেবমবস্থং ন সমাশ্বাসয়তি?

সঙ্ক। (সাস্রং) দেব! কুতোঽদ্যাপি দেবী প্রবৃত্তিরিতি, যতঃ কুমারব্যসনশোকানলদগ্ধহৃদয়াস্ফোটেন বিনষ্টা।

মনঃ। (সাবেশং) হা প্রিয়ে! ক্বাসি, দেহি মে প্রতিবচনং। ননু

স্বপ্নেঽপি দেবি! রমসে ন ময়া বিনা ত্বং
স্বাপে ত্বয়া বিরহিতো মৃতবদ্ভবামি।
দূরীকৃতাসি বিধিদুর্ললিতৈস্তথাপি
জীবত্যবেহি মন ইত্যসবো দুরন্তাঃ॥
(পুনর্মূর্চ্ছিতঃ পততি।)

সঙ্ক। রাজন্! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

মনঃ। (সমাশ্বস্য) অলমতঃ পরমস্মাকং জীবিতব্যসনেন। সঙ্কল্প! চিতাং রচয় যাবদনলপ্রবেশেন শোকানলং নির্ব্বাপয়ামি।

(ততঃ প্রবিশতি সরস্বতী।)

সরস্বতী। প্রেষিতাস্মি ভগবত্যা বিষ্ণুভক্ত্যা যথা,

সখি! গচ্ছ অপত্যব্যসনদুঃখিতস্য মনসঃ প্রবোধায়, যথা তস্য বৈরাগ্যোৎপত্তির্ভবতি তথা যতস্বেতি। তদ্ভবতু তৎসন্নিধিমেবো পসর্পামি। (উপসৃত্য) বৎস! কিমেবমভিভূতোঽসি. ননু বিদিতপূর্ব্বৈব ভবতা ভাবানামনিত্যতা, অধীতানিচ ত্বয়েতি-হাসাদ্যুপাখ্যানানি। তথাহি—

ভূত্বাকল্পশতায়ুষোঽম্বুজভুবঃ সেন্দ্রাশ্চ দেবাসুরাঃ
মন্বাদ্যামুনয়ো মহীজলধয়োনষ্টাঃ পরাঃ কোটয়ঃ।
মোহঃ কোঽয়মহো মহানুদয়তে লোকস্য শোকাবহঃ
সিন্ধোঃফেনসমে গতে বপুষি যৎ পঞ্চাত্মকে পঞ্চতাম্॥

তদ্ভাবয় ভাবানামনিত্যতাং, নিত্যানিত্য বস্তুদর্শিনং ন চ স্পৃশতি শোকাবেশো; যতঃ—

একমেব যদা ব্রহ্ম সত্যমন্যদ্বিকল্পিতম্।
কোমোহঃ কস্তদা শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

মনঃ। শোকাবেশদূষিতে মনসি বিবেক এব নাবকাশং লভতে, ক্ব পুনর্ভাবানামনিত্যতা।

সর। বৎস! স্নেহদোষ এষঃ যতঃ প্রসিদ্ধোঽয়মর্থঃ, স্নেহঃ সর্ব্বানর্থবীজমিতি। তথাহি—

উপ্যন্তে বিষবহ্নিবীজবিষমাঃ ক্লেশাঃ প্রিয়াখ্যা নরৈ
স্তেভ্যঃ স্নেহময়া ভবন্তি ন চিরাদ্বজ্রাগ্নিগর্ভাঙ্কুরাঃ।
যেভ্যোঽমীশতশঃ কুকূলহুতভুগ্দাহং দহন্তঃশনৈ
র্দ্দেহং দীপ্তশিখাসহস্রবিষমা রোহন্তি শোকদ্রুমাঃ॥

মনঃ। দেবি! যদ্যপ্যেবং, তথাপি ন শক্নোমি শোকা-

নলদগ্ধঃ প্রাণান্ ধারয়িতুং, তৎ সাধুসম্পন্নং যদন্তকালে দৃষ্টাসি তাবৎ।

সর। ইদঞ্চাপরমকৃত্যং যদাত্মহত্যাব্যবসায় ইতি। অপিচ অমীষামপকারিণামর্থে কোঽয়মত্যন্তাবেশো ভবতাং? তথাহি—

ক্বচিদুপকৃতিঃ কার্য্যামীভিঃ কৃতা ক্রিয়তেঽথবা।
নহি নহি ভবন্ত্যেতে পুংসাং সুখায় পরিগ্রহাঃ।
দধতি বিরহে মর্ম্মচ্ছেদং তদর্থমপার্থকং
তদপি বিপুলায়াসাঃ সীদন্ত্যহো! বত জন্তবঃ॥

অপিচ। তীর্ণাঃপূর্ণাঃ কতি ন সরিতো লঙ্ঘিতাঃ কে ন শৈলা
নাক্রান্তা বা কতি বনভুবঃ ক্রূরসঞ্চারঘোরাঃ।
পাপৈরেভিঃ কিমিব দুরিতং কারিতো নাসি কষ্টম্
যদ্দৃষ্টাস্তে ধনমদমসীম্লানবক্ত্রা দুরীশাঃ॥

মনঃ। দেবি! এবমেবৈতৎ, তথাপি।

লালিতানাং স্বজাতানাং হৃদি সঞ্চরতাং চিরম্।
প্রাণানামিব বিচ্ছেদো মর্ম্মচ্ছেদাদরুন্তুদঃ॥

সর। বৎস! মমতানিবন্ধনোঽয়ং ব্যামোহঃ। উক্তঞ্চ—

মার্জ্জারভক্ষিতে দুঃখং যাদৃশং গৃহকুক্কুটে।
নতাদৃঙ্মমতাশূন্যে কলবিঙ্কেঽথমূষিকে॥

তৎসর্ব্বথা সর্ব্বানর্থবীজস্য মমত্বস্যোচ্ছেদে যত্নঃ কার্য্যঃ। পশ্য

প্রাদুর্ভবন্তিবপুষঃ কতি বা ন কীটা
যান্‌যত্নতঃখলু তনোরপসারয়ন্তি।
মোহঃ ক এষজগতাং যদপত্যসংজ্ঞাং
তেষাং বিধায়পরিশোষয়তিস্বদেহম্॥

মনঃ। দেবি! ভবত্বেবং, তথাপি দুরুচ্ছেদো মমত্বগ্রন্থিরিতিমন্যে। তথাচ—

নিরন্তরাভ্যাসদৃঢ়ীকৃতস্য তৎস্নেহসূত্রগ্রথিতস্য জন্তোঃ।
জানাসিকঞ্চিদ্ভগবত্যুপায়ং মমত্বপাশস্য যতোবিমোক্ষঃ॥

সর। বৎস! ভাবানামনিত্যতাভাবনমেব তাবন্মমত্বচ্ছেদস্য প্রথমোহভ্যুপায়স্তথাহি—

ন কতি পিতরো দারাঃ পুত্রাঃ পিতৃব্যপিতামহা
বহুতি বিততে সংসারেহস্মিন্ মৃতাস্তব কোটয়ঃ।
তদিহ সুহৃদো বিদ্যুৎপাতোজ্জ্বলান্ ক্ষণসঙ্গমান্
সপদি হৃদয়ে ভূয়োভূয়ো নিধায় সুখী ভব॥

মনঃ। ভগবতি! তবপ্রসাদাদপাস্তএব ব্যামোহঃ।
কিন্তু—

তবমুখশশধরদীধিতিগলিতৈর্ব্বিমলোপদেশপীযূষৈঃ।
ক্ষালিতমপি মে হৃদয়ং মলিনং শোকোর্ম্মিভিঃ ক্রিয়তে॥
তদস্যার্দ্রস্যপ্রহারস্য ভেষজমাখ্যা আজ্ঞাপয়তু ভবতী।

সর। ননূপদিষ্টমেবমুনিভিঃ।

অকাণ্ডপাতজাতানামার্দ্রাণাং মর্ম্মভেদিনাম্।
গাঢ়শোকপ্রহারাণামচিন্তৈব মহৌষধম্॥

মনঃ। ভগবত্যেবমেবৈতদ্দুর্নির্ব্বারন্তুচেতো। যতঃ—

যদ্যেতদ্বারিতং চিন্তাসন্তানৈরভিভূয়তে।
মুহুর্ব্বাতাহতৈর্ব্বিম্বমভ্রচ্ছেদৈরিবৈন্দবম্॥

সর। বৎস! শ্রূয়তাং, ক্বচিচ্ছান্তেবিষয়ে চেতো নিবেশ্যতাম্।

মনঃ। তদাজ্ঞাপয়তু ভগবতী কোঽসৌ শান্তোবিষয়ঃ।

সর। বৎস! গুহ্যমেতত্তথাপি আর্ত্তানামুপদেশে ন দোষঃ।

নিত্যংস্মরের্জ্জলদনীলমুদারহার
কেয়ূরকুণ্ডল কিরীটধরং হরিং বা।
গ্রীষ্মেষু শীতমিব বা হ্রদমস্তশোকং
ব্রহ্ম প্রবিশ্য ভজ নির্বৃতিমাত্মনীনাম্॥

মনঃ। (বিচিন্ত্য সোচ্ছ্বাসং) সর্ব্বথা ত্রাতোঽহং ভগবত্যা।

(ইতি পাদয়োঃপততি।)

সর। বৎস! সম্প্রত্যুপদেশসহিষ্ণু তে হৃদয়ং জাতমতএবাপরমুচ্যতে।

বশংপ্রাপ্তেমৃত্যোঃ পিতরি তনয়ে বা সুহৃদি বা
শুচা সন্তপ্যন্তে ভৃশমুদরতাড়ং জড়ধিয়ঃ।
অসারে সংসারে বিরসপরিণামে তু বিদুষাং
বিয়োগো বৈরাগ্যং দ্রঢ়য়তি বিতন্বঞ্ছমসুখম্॥

(ততঃপ্রবিশতি বৈরাগ্যম্।)

বৈরা। (বিচিন্ত্য)

অস্ত্রাক্ষীন্নবনীলনীরজদলোপান্তাতিসূক্ষ্মায়ত-
স্বগ্রাত্রান্তরিতামিষং যদি বপুর্নৈতৎপ্রজানাম্পতিঃ।
প্রত্যগ্রক্ষরদস্রমিশ্রপিশিতগ্রাসগ্রহং গৃহ্নতো
গৃধ্রধ্বাঙ্ক্ষবৃকাংস্তনৌ নিপততঃ কোবা কথং বারয়েৎ॥

অপিচ। যদা লোলালোলা বিষয়জরসাঃ প্রান্তবিরসা
বিপদ্দেহং দেহং মহদপি ধনং ভূরিনিধনম্।

গুরুঃ শোকোলোকঃ সততমবলানর্থবহুলা

তথাপ্যস্মিন্ ঘোরে পথি বত রতা নাত্মনি রতাঃ॥

সর। বৎস! এতদ্বৈরাগ্যং ত্বামুপস্থিতং, তদেতৎসম্ভাবয়।

মনঃ। ক্বাসিপুত্রক!

বৈরা। অভিবাদয়ে।

মনঃ। বৎস! জায়মানেন ত্বয়া পরিত্যক্তোঽস্মি তৎপরিষ্বজস্ব মাম্।

বৈরা। (তথাকরোতি।)

মনঃ। বৎস! ত্বদ্দর্শনাৎ প্রশান্তো মে শোকাবেশঃ।

বৈরা। কোঽত্র শোকাবেশঃ।

পান্থানামিববর্ত্মনি ক্ষিতিরুহাং নদ্যামিবভ্রাম্যতাং

মেঘানামিবপুষ্করে জলনিধৌ সাংযাত্রিকাণামিব।

সংযোগঃ পিতৃমাতৃবন্ধুতনয়ভ্রাতৃপ্রিয়াণাং যদা

সিন্ধোভূরিবিয়োগএববিদুষাং শোকোদয়ঃকস্তদা॥

মনঃ। (সানন্দং) দেবি! এবমেতদ্ যদাহ বৎসঃ। সম্প্রতিহি—

নার্য্যস্তা নবযৌবনা মধুকরব্যাহারিণস্তেদ্রুমাঃ

প্রোন্মীলন্নবমালিকাসুরভয়ো মন্দাস্তএবানিলাঃ।

অদ্যোদাত্ত বিবেকমার্জ্জিততমস্তোমাবলোকং পুন-

স্তানেতান্মৃগতৃষ্ণিকার্ণবজলপ্রায়ান্মনঃ পশ্যতি॥

সর। বৎস! যদ্যেবং, গৃহিণা তদা মুহূর্ত্তমপ্যনাশ্রমিণা ন ভবিতব্যং, তদদ্য প্রভৃতি নিবৃত্তিরেব তে ধর্ম্মচারিণী ভবত্বিতি।

মনঃ। (সলজ্জং) যদাদিশতি দেবী।

সর। বৎস! শমদমসন্তোষাদয়শ্চ পুত্রাস্ত্বামুপচরিষ্যন্তি, যমনিয়মাদয়শ্চামাত্যাঃ। বিবেকোঽপি ত্বদনুগ্রহাদেবোপনিষদ্দেব্যা সহ যৌবরাজ্যমনুভবতু। এতাশ্চ মৈত্র্যাদয়শ্চতস্রো-ভগিন্যো ভগবত্যা বিষ্ণুভক্ত্যা ত্বৎপ্রসাদনায় প্রেষিতা স্তা এতাঃ সপ্রসাদমনুনয়।

মনঃ। যদাদিশতি ভগবতী, মূর্দ্ধনি নিবেশিতাঃ সর্ব্বা-এবাজ্ঞাঃ। (ইতি সহর্ষং পাদয়োঃপততি।)

সর। বৎস! যমনিয়মাসনপ্রণায়ামাদয়শ্চ সাদরমায়ুষ্মতা দ্রষ্টব্যা, এভিরেব সহেদানীমায়ুষ্মান্ সাম্রাজ্য মনুতিষ্ঠতু। অপিচ ত্বয়িস্বাস্থ্যমাপন্নে ক্ষেত্রজ্ঞোঽপি স্বাং প্রকৃতিমাপ্স্যতি। যতঃ—

ত্বৎসঙ্গাচ্ছাশ্বতোঽয়ং প্রভবলয়জরোপপ্লবো বুদ্ধিবৃত্তি-
স্নেকো নানেব দেবো রবিরিব জলধের্বীচিষু ব্যস্তমূর্ত্তিঃ।
তৃষ্ণামালম্বসে চেৎ কথমপি বিততা বৎস! সংহৃত্য বৃত্তী-
র্ভাত্যাদর্শে প্রসন্নে মুখমিব সহজানন্দসান্দ্রস্তদাত্মা॥

তদ্ভবত্বিদানীং জ্ঞাতীনামুদকক্রিয়ায়ৈ ভাগীরথীমবতরামঃ।

মনঃ। যদাদিশতি দেবী। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃসর্ব্বে।)

ইতি বৈরাগ্যোৎপত্তির্নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ। ৫॥

ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।

(ততঃপ্রবিশতি শান্তিঃ।)

শান্তিঃ। আদিষ্টাস্মি মহারাজবিবেকেন, যথা বিদিতমেব ভবত্যা, যথা কিম্।

অস্তং গতেষু তনয়েষু বিলীনমোহে
বৈরাগ্যভাজি মনসি প্রশমং প্রপন্নে।
ক্লেশেষু পঞ্চসু গতেষু শমং সমন্তাৎ
তত্ত্বাববোধ মভিতঃ পুরুষস্তনোতি ॥

ভগবতী ত্বরিতং দেবীমুপনিষদমনুনীয় মৎসকাশমানয়-ত্বিতি। (বিলোক্য) অয়ে! অম্বা শ্রদ্ধা প্রহর্ষং কিমপি-মন্ত্রয়ন্তী ইতএবাভিবর্ত্ততে।

(ততঃপ্রবিশতি শ্রদ্ধা।)

শ্রদ্ধা। অয়ে! অদ্য খলু রাজকুলমালোক্য চিরেণ পীযূষেণেব লোচনে পূর্ণে।

অসতাং নিগ্রহো যত্র সন্তঃ পূজ্যা যমাদয়ঃ।
আরাধ্যতে জগৎস্বামী বশ্যৈর্দ্দেবোঽনুজীবিভিঃ ॥

শান্তিঃ। (উপসৃত্য) অম্ব! কিং মন্ত্রয়ন্তী ক্ব প্রস্থিতাসি?

শ্রদ্ধা। পুত্রি! (অসতামিত্যাদি পঠতি।)

শান্তিঃ। অথ মনসি কাদৃশী স্বামিনঃ প্রবৃত্তিঃ?

শ্রদ্ধা। যাদৃশী বধ্যে নিগ্রাহ্যে ভবতি।

শান্তিঃ। তৎ কিং স্বাম্যেব স্বারাজ্যমলঙ্করিষ্যতি?

শ্রদ্ধা। এবমেবৈতদ্ যদ্যাত্মানমেব প্রতিসন্ধত্তে তদা স্বারাট্ সম্রাড়্ বা ভবিষ্যতি।

শান্তিঃ। অথ দেবস্য মায়ায়াং কীদৃশোঽনুগ্রহঃ?

শ্রদ্ধা। নিগ্রহ ইতি বক্তব্যে কথমনুগ্রহঃ পৃচ্ছ্যতে, দেবো হি মায়াং সর্ব্বানর্থবীজমিয়মিতি সর্ব্বথেয়ং নিগ্রাহ্যেতি মন্যতে।

শান্তিঃ। যদ্যেবং তর্হি ইদানীং রাজকুলস্য স্থিতিঃ ?

শ্রদ্ধা। শৃণু।

নিত্যানিত্যবিচারণা প্রণয়িনী বৈরাগ্যমেকং সুহৃৎ
সন্মিত্রাণি যমাদয়ঃ শমদমপ্রায়াঃ সখায়োমতাঃ।
মৈত্র্যাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ সহচরী নিত্যং মুমুক্ষা বলা
দুচ্ছেদ্যা রিপবশ্চ মোহমমতাসঙ্কল্পসঙ্গাদয়ঃ॥

শান্তিঃ। অথ ধর্ম্মস্য স্বামিনি কীদৃশঃ প্রণয়ঃ।

শ্রদ্ধা। বৈরাগ্যসন্নিকর্ষাৎপ্রভৃতি নিতান্তমিহামূত্রচ ভোগবিরসঃ স্বামী, তেন সঃ।

নরকাদিব পাপফলাদ্ভয়ং ভজতি পুণ্যফলাদপি নাশিনঃ।
ইতি সমুজ্ঝিতকামসমন্বয়ঃ সুকৃতকর্ম্ম কথন্ত্বনুমন্যতে॥
কিন্তুসৌপ্রত্যক্ প্রবণতাং স্বামিনো বিচিন্ত্য কৃতকৃত্যতা মিবাত্মনোমত্বা স্বয়মেব ধর্ম্মঃ শ্লথব্যাপারোঽদ্যভূতঃ।

শান্তিঃ। অথ যানুপসর্গানাদায় মহামোহো লীনস্তিষ্ঠতি তেষাং কো বৃত্তান্তঃ ?

শ্রদ্ধা। দুরবস্থাং গতেনাপি মহামোহহতকেন স্বামিনঃ প্ররোচনায় মধুমত্যা সহোপসর্গাঃ প্রেষিতা, অয়ঞ্চাভিপ্রায়ো যদেতেষ্বেবায়ং স্বামী বিবেকোপনিষদোশ্চিন্তামপি ন করিষ্যতীতি।

শান্তিঃ। ততস্ততঃ ?

শ্রদ্ধা। ততস্তৈর্গত্বা কাপি স্বামিন্যৈন্দ্রজালিকী বিদ্যা প্রদর্শিতা। তথাহি—

শব্দানেষ শৃণোতি যোজনশতা দাবির্ভবন্ত্যশ্রুতা
স্তেতে বেদপুরাণ ভারতকথা গাথাদয়ো বাঙ্ময়াঃ।
গ্রথ্নাতিস্বয়মিচ্ছয়া শুচিপদৈঃ শাস্ত্রাণি কাব্যানি বা
লোকান্ ভ্রাম্যতি পশ্যতি স্ফুটরুচো রত্নস্থলীর্মেরবীঃ॥

মধুমতীঞ্চ ভূমিমাপন্নস্তৎস্থানাভিমানিনীভির্দ্দেবতাভি রুপচ্ছল্যতে ভো ইহাস্যতাং নাত্র জরামৃত্যুরনুপাধিরমণীয়োঽয় মেষত্বামুপস্থিতো বিবিধবেশবিলাসলাবণ্যময়ো মঙ্গলাদ্যর্ঘ্যপাণিঃ প্রণয়পেশলো বিদ্যাধরীজনস্তদিহ।

কনকসিকতিনস্থলীঃ স্রবন্তীঃপৃথুজঘনাঃ কমলাননাবনোরূঃ।
মরকতদলকোমলা বনালীর্ভজ নিজপুণ্যজিতাংশ্চ সর্ব্বভোগান্॥

শান্তিঃ। ততস্ততঃ?

শ্রদ্ধা। পুত্রি! তদাকর্ণ্য মায়য়া শ্লাঘ্যমেতদিত্যুক্তং, মনসা চানুমোদিতং, সঙ্কল্পেন চ প্রোৎসাহিতং, স্বামী চ সম্প্রতিপত্তিমিবাপন্নঃ।

শান্তিঃ। (সখেদং) হা ধিক্! তামেব সংসার বাগুরামভিপতিতঃস্বামী।

শ্রদ্ধা। ন খলু খলু।

শান্তিঃ। ততস্ততঃ?

শ্রদ্ধা। পুনস্তৎপার্শ্ববর্ত্তিনা তর্কেণ তান্‌সর্ব্বান্ ক্রোধাবেশকষায়িতনেত্র মালোক্যাভিহিতঃ স্বামী, স্বামিন্! কিমেভির্বিষয়ামিষগৃধ্নুভিরাস্থানীতর্কৈঃ পুনরপি তেষ্বেব বিষয়বিষমাঙ্গারেষু নিপাত্যমানমাত্মানং নাববুধ্যসে? ননু ভোঃ—

ভবসাগরতারণায় যা সুচিরাদ্‌যোগতরিঃ সমাশ্রিতা।
অধুনা পরিমুচ্য তাং মদাৎ কথমঙ্গারনদী বিগাহ্যতে॥

শান্তিঃ। ততস্ততঃ?

শ্রদ্ধা। ততস্তদ্বচনমাকর্ণ্য স্বস্তি বিষয়েভ্য ইত্যভিধায়াবধীরিতা মধুমতী।

শান্তিঃ। সাধু সাধু, অথ ক্ব প্রস্থিতা ভগবতী?

শ্রদ্ধা। আদিষ্টাস্মি স্বামিনা যথা, দ্রষ্টুং বিবেকমিচ্ছামি ততস্ত্বরতাং ভবতীতি। তদহং মহারাজসকাশং প্রস্থিতাস্মি।

শান্তিঃ। অহমপি মহারাজেনোপনিষদমানেতুমাদিষ্টাস্মি। তদ্ভবতু স্বামিনো নিয়োগং সম্পাদয়াবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তে। প্রবেশকঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি পুরুষঃ।)

পুরু। (বিচিন্ত্য সহর্ষম্) অহো! মাহাত্ম্যং ভগবত্যা বিষ্ণুভক্ত্যা যৎপ্রসাদান্ময়া

তীর্ণাঃক্লেশমহোর্ম্ময়ঃ পরিহৃতা ভীমামমত্বভ্রমাঃ
ক্রান্তা মিত্রকলত্রবন্ধুমকরগ্রাহগ্রহগ্রন্থয়ঃ।
ক্রোধোবাগ্নিরপাকৃতো বিঘটিতাস্তৃষ্ণালতাগ্রন্থয়ঃ
পারং তীরমবাপ্তকল্পমধুনা সংসারবারাংনিধেঃ॥

(ততঃ প্রবিশতি উপনিষৎ শান্তিশ্চ।)

উপ। সখি! কথং তথা নিরনুক্রোশস্য স্বামিনোমুখমালোকয়িষ্যামি যেনাহমিতরজনযোষেব সুচির মেকাকিনী পরিত্যক্তা।

শান্তিঃ। দেবি! কথং তথাবিধবিপৎপতিতো দেবো দেব্যা উপালভ্যতে?

উপ। সখি! ন দৃষ্টা ত্বয়া তাদৃশী দশা, যেন ত্বমেবং ব্রবীষি। শৃণু—

বাহ্বোর্ভগ্না দলিতমণয়ঃ শ্রেণয়ঃ কঙ্কণানাং
চূড়া রত্নগ্রহনিকৃতিভির্দূষিতঃ কেশপাশঃ।
কৈঃ কৈর্নাহং হতবিধিবশাদাহিতা দুর্বিদগ্ধৈ
র্দাসীকর্ত্তুং সপদি দুরিতৈর্দূরসংস্থে বিবেকে॥

শান্তিঃ। সর্ব্বমেতন্মহামোহস্য দুর্বিলসিতং, নাত্র দেবস্যাপরাধস্তেনহি তথা মনঃ কামাদিদ্বারেণ প্রবোধয়তা যতো দূরীকৃতো বিবেক, এতদেব কুলস্ত্রীণাং নৈসর্গিকং শীলং যদ্বিপৎপতিতস্য স্বামিনঃ সময়প্রতীক্ষণমিতি। তদেহি দর্শনেন প্রিয়ালাপেন চ সম্ভাবয় দেবং, সম্প্রত্যপহতা বিদ্বিষঃ, পূর্ণাস্তে মনোরথাঃ।

উপ। সখি! প্রত্যাগচ্ছন্তী বৎসয়া গীতয়া সরহস্যমিদমুক্তা যথা ভর্ত্তা স্বাগীচ পুরুষস্তয়া যথাপ্রশ্নমুত্তরেণ সম্ভাবয়িতব্যস্তথা চ প্রবোধোৎপত্তির্ভবিষ্যতীতি। সাহং গুরূণাং সমক্ষং কথং ধার্ষ্ট্যং করিষ্যামি।

শান্তিঃ। অবিচারণীয় মেতদ্বাক্যং, ভগবত্যা বিষ্ণুভক্ত্যাপ্যয়মর্থো বিবেকস্বামিনোরুক্তস্তদিহ সম্ভাবয় দর্শনেন ভর্ত্তারমাদিপুরুষঞ্চ।

উপ। যথা বদতি প্রিয়সখী। (ইতি পরিক্রামতি।)

(ততঃ প্রবিশতি রাজা শ্রদ্ধা চ।)

রাজা। শ্রদ্ধে! অপি দ্রক্ষ্যতি শান্তিঃ প্রিয়ামুপনিষদম্?

শ্রদ্ধা। দেব! গৃহীতোদ্দেশৈব শান্তির্গতা, কথং তাং ন দ্রক্ষ্যতি?

রাজা। কথমিব?

শ্রদ্ধা। দেব! প্রাগেব কথিত মেতদ্দেব্যা বিষ্ণুভক্ত্যাসীৎ যন্মন্দরাভিধানে বিষ্ণোরায়তনে দেব্যা গীতয়া সহ তর্কবিদ্যা-ভয়াদনুপ্রবিষ্টেতি।

রাজা। কথং পুনস্তর্কবিদ্যাভয়ম্?

শ্রদ্ধা। তমেনমথ সৈব প্রস্তোষ্যতি, তদাগচ্ছতু দেব এষ স্বামী ভগবদাগমনমনুধ্যায়ন্ বিবিক্তে বর্ত্ততে।

রাজা। (উপসৃত্য) স্বামিন্নভিবাদয়ে।

পুরু। বৎস! প্রক্রমবিরুদ্ধোঽয়ং সমুদাচারঃ যতো-জ্ঞানবৃদ্ধতয়া ভবানেবাস্মাকমুপদেশদানেন পিতৃভাবমাপন্নঃ।
পুরা হি ধর্ম্মাধ্বনি নষ্টসংজ্ঞা দেবাস্তমর্থং তনয়ানপৃচ্ছন্।
জ্ঞানেন সম্যক্ পরিগৃহ্য চৈতান্ হে পুত্রকাঃ! সংশৃণুতেত্যবোচন্॥
তদ্ভবান্ বহুধা পিতৃত্বেনাস্মাকং বর্ত্তত ইত্যেষধর্ম্মঃ।

শান্তিঃ। দেবি! এষ স্বামী বিবেকেন সহ বিবিক্তে বর্ত্ততে, তদুপসর্পতু দেবী।

উপ। (উপসর্পতি।)

শান্তিঃ। স্বামিন্নেষোপনিষদ্দেবী স্বামিনঃ পাদবন্দনায়াগতা।

পুরু। ন খলু ন খলু, যতো মাতেয়মস্মাকং তত্ত্বপ্রবো-ধোদয়েন; তদেবাস্মাকং নমস্যা। অথবা

অনুগ্রহবিধৌ দেব্যা মাতুশ্চ মহদন্তরম্।
মাতা গাঢ়ং নিবধ্নাতি দেবী বন্ধংনিকৃন্ততি ॥

উপ। (বিবেকমালোক্য নমস্কৃত্য দূরে উপবিশতি।)

পুরু। অম্ব! কথ্যতাং ক্ব ভবত্যানীতা এতে দিবসাঃ?

উপ। স্বামিন্

নীতান্যমুনিমঠচত্বরশূন্যদেবা-
গারেষু মূর্খমুখরৈঃসহবাসরাণি।

পুরু। অথ জানন্তি তে ভবত্যাস্তত্ত্বম্?

উপ। ন খলু ন খলু, কিন্তু

তে স্বেচ্ছয়া মম গিরাং দ্রবিড়াঙ্গনোক্ত-
বাচামিবার্থমবিচার্য্য বিকল্পয়ন্তি ॥

তেন তেষাং কেবলং পরার্থগ্রহণপ্রয়োজনকমেব মদ্বিধারণম্।

পুরু। ততস্ততঃ?

উপ। ততঃ কদাচিৎ

কৃষ্ণাজিনাগ্নিসমিদাজ্যজুহূশ্রুবাদি
পাত্রৈস্তথেষ্টিপশুসোমমুখৈর্ম্মখৈশ্চ।
দৃষ্টাময়াপরিবৃতা কিলকর্ম্মকাণ্ড-
ব্যাদিষ্ট পদ্ধতিরথাধ্বনি যজ্ঞবিদ্যা ॥

পুরু। ততস্ততঃ?

উপ। ততো ময়া চিন্তিতং অপি নামৈষা পুস্তকভার-বাহিনী জ্ঞাস্যতি মে তত্ত্বং, তত এতস্যাঃ সন্নিধৌ কতিচিদ্বাসরাণি নয়ামি।

পুরু। ততস্ততঃ?

উপ। ততস্তামহমুপস্থিতা, তয়া চাহমুক্তা ভদ্রে! কিন্তে সমীহিতমিতি। ততো ময়োক্ত মার্য্যে! অনাথাহং ত্বয়ি বস্তুমিচ্ছামি।

পুরু। ততস্ততঃ?

উপ। ততস্তয়োক্তং কিন্তে কর্ম্মেতি। ততোময়োক্তম্।

যস্মাদ্বিশ্বমুদেতি যত্র রমতে যস্মিন্ পুনর্লীয়তে
ভাসা যস্য জগদ্বিভাতি সহজানন্দোজ্জ্বলং যন্মহঃ।
শান্তং শাশ্বত মক্রিয়ং যমপুনর্ভাবায় ভূতেশ্বরং
দ্বৈতধ্বান্তমপাস্য যান্তি কৃতিনঃ প্রস্তৌমি তং পূরুষম্॥

ততো যজ্ঞবিদ্যয়া চিন্তিতম্।

পুমান্ কর্ত্তা কথমীশ্বরোভবেৎ
ক্রিয়া ভবচ্ছেদকরী ন বস্তুধীঃ।
কুর্ব্বন্ ক্রিয়াএবনরো ভবচ্ছিদঃ
শতং সমাঃ শান্তমনা জিজীবিষেৎ॥

তস্মান্যে নাতিপ্রয়োজনো ভবত্যাঃ পরিগ্রহঃ; তথাপি কর্ত্তারং ভোক্তারঞ্চ পুরুষং যদি স্তুবতী কঞ্চিৎ কালং বস্তু-মিচ্ছসি, তদা কো দোষঃ।

রাজা। (সোপহাসম্) অহো! ধূমান্ধকারব্যাকুলিত দৃশো দুষ্প্রজ্ঞত্বং যজ্ঞবিদ্যায়া যেনৈবং কুতর্কোপহতা পরামৃষতি।

অয়ঃ স্বভাবাদচলং বলাচ্চলত্যচেতনং চুম্বকসন্নিধাবিব।
তনোতি বিশ্বেশিতুরীপ্সিতেরিতা জগন্তি মায়েশ্বরতেয়মীশিতুঃ॥
তস্মাত্তমোন্ধানামেবেয়মীশ্বর দৃষ্টিঃ অবোধ প্রভবঞ্চ বিশ্বং কর্ম্মভিঃ।
শময়ন্তে যজ্ঞবিদ্যা নূন মন্ধতমসমন্ধকারেণাপনিণীষতি॥

স্বভাবনীলানি তমোময়ানি প্রকাশয়েদ্‌যো ভুবনানি সপ্ত।
তমেব বিদ্বানতিমৃত্যু মেতি নান্যোঽস্তি পন্থাভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

পুরু। ততস্ততঃ ?

উপ। ততো যজ্ঞবিদ্যয়া বিমৃষ্যোক্তং, সখি! ত্বং সন্নিকর্ষাদ্ দুর্ব্বাসনোপহতৈরস্মদন্তেবাসিভিঃ কর্ম্মসু শ্লথাদরৈর্ভবিতব্যং, তৎ প্রসীদতু ভবতী অভিলষিতদেশগমনায়।

পুরু। ততস্ততঃ ?

উপ। ততোঽহং তামতিক্রম্য প্রস্থিতা।

পুরু। ততস্ততঃ ?

উপ। ততঃ কর্ম্মকাণ্ড সহচরী মীমাংসা ময়া দৃষ্টা।

বিভিদ্য কর্ম্মাণ্যধিকারভাঞ্জি শ্রুত্যাদিভিশ্চানুগতা প্রমাণৈঃ
অঙ্গৈর্ব্বিচিত্রৈরভিযোজয়ন্তী প্রাপ্তোপদেশৈরতিদেশনৈশ্চ॥

পুরু। ততস্ততঃ ?

উপ। ততস্তামপি তথৈব প্রার্থিতবতী, অথ তয়াপ্যুক্তাস্মি ভদ্রে! কিং কর্ম্মাসীতি। ততো দেব! ময়া যস্মাদ্বিশ্বেত্যাদি পঠিতম্।

পুরু। ততস্ততঃ।

উপ। ততো মীমাংসয়া পার্শ্ববর্ত্তিনাং মুখমালোক্যাভিহিতম্, অস্ত্যেবাস্যা লোকান্তর ফলোপভোগযোগ্য পুরুষোপনয়নেনোপযোগ স্তদ্ ব্রিয়তাং কর্ম্মোপযুক্তেয় মিতি। তচ্চ তেষাং মধ্যে কেনাপ্যন্তেবাসিনানুমোদিতম্, অপরেণ তু প্রসিদ্ধপ্রতিষ্ঠিতেন মীমাংসাহৃদয়াধিদৈবতেন কুমারিল স্বামিনা প্রোক্তং, দেবি! নেয়ং কর্ম্মোপযুক্তং পুরুষমুপ-

নয়তি কিন্তু কর্ত্তারমভোক্তারং ন চাসৌ কর্ম্মসূপযুজ্যতে। ততঃ পরেণোক্তম্ অথ কিং লৌকিকাৎ পুরুষাদীশ্বরো নামান্যোঽস্তি ? ততস্তেন বিহস্যোক্ত মস্তি। তথাহি—

একঃ পশ্যতি চেষ্টিতানি জগতামন্যস্তু মোহান্ধধী
রেকঃ কর্ম্মফলানি বাঞ্ছতি দদাত্যন্যস্তু তান্যর্থিনে।
একঃ কর্ম্মসু শিষ্যতে তনুভৃতাং শাস্তৈব দেবোঽপরো
নিঃসঙ্গঃ পুরুষঃ ক্রিয়াসু স কথং কর্ত্তেতি সম্ভাব্যতে॥

রাজা। সাধু কুমারিল স্বামিন্! সাধু কুমারিল স্বামিন্! সাধু প্রাজ্ঞোঽসি আয়ুষ্মান্ ভব।

দ্বৌ দ্বৌ সুপর্ণৌ সহজৌ সখায়ৌ সমানবৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
এক স্তয়োঃ পিপ্পলমত্তি পক্ক মন্যস্ত্বনশ্নন্নভিচাকসীতি॥

পুরু। ততস্ততঃ?

উপ। ততোঽহং মীমাংসামামন্ত্র্য প্রস্থিতা।

পুরু। ততস্ততঃ?

উপ। ততোময়া বহুভিঃ শিষ্যৈরুপাস্যমানা তর্কবিদ্যাবলোকিতা।

কাচিদ্দ্বৈতবিশেষকল্পনপরা ন্যায়ৈঃ পরাতন্বতী
বাদং সচ্ছল জাতি নিগ্রহময়ৈর্জ্জল্পং বিতণ্ডামপি।
অন্যাপি প্রকৃতের্ব্বিভিদ্য পুরুষস্যোদাহরন্তী ভিদাং
তত্ত্বানাং গণনা পরা মহদহঙ্কারাদিসর্গক্রমৈঃ॥

পুরু। ততস্ততঃ?

উপ। তথৈবাহং তাঃ সমুপস্থিতা তাভিরনুযুক্তয়া ময়া চ তদেবোক্তং যস্মাদ্বিশ্বমুদেতীত্যাদি। ততস্তাভিঃ সপ্রকাশো-

পহাসমুক্তম্ আঃ পাপে বাচালে! পরমাণুভ্যো বিশ্বমুৎ পদ্যতে নিমিত্তকারণ মীশ্বরইতি। অন্যয়াতু সক্রোধমুক্তম্ আঃ পাপে! কথমীশ্বরমেব বিকারিণ মাপাদয়সি? ননু রে! প্রকৃতিপ্রধানা বিশ্বোৎপত্তিঃ।

রাজা। অহো! দুর্ম্মতয়স্তর্কবিদা এতদপি নজানন্তি সর্ব্বং প্রমেয়জাতং ঘটাদিবৎ কার্য্য মিতি পরমাণু প্রাধান্য মপ্যপেক্ষণীয়মেবেতি। অপিচ—

অন্তঃশীতকরান্তরীক্ষ নগরং স্বপ্নেন্দ্রজালাদিবৎ
কার্য্যং মেয়মসত্য মেতদুদয়ধ্বংসাদি যুক্তং জগৎ।
শুক্তৌ রূপ্যমিব স্রজীব ভুজগঃ স্বাত্মাববোধে হরা
বজ্ঞাতে প্রভবত্যথাস্ত ময়তে তত্ত্ব প্রবোধোদয়াৎ॥
বিকারশঙ্কাতু মুগ্ধবধূবিলসিতমিব। তথাহি—
শান্তং জ্যোতিঃ কথমনুদিতানন্দনিত্য প্রকাশং
বিশ্বোৎপত্তৌ ব্রজতি বিকৃতিং নিষ্কলং নির্ম্মলঞ্চ।
শশ্বন্নীলোৎপলদলরুচাম্বুবাহাবলীনাং
প্রাদুর্ভাবে ভবতি বিয়তঃ কীদৃশোহয়ং বিকারঃ।

পুরু। সাধু সাধু প্রীণাত্যয়ং মাং প্রজ্ঞাবতো বিমর্ষঃ (উপনিষদং প্রতি) ততস্ততঃ?

উপ। ততঃ সর্ব্বাভিরেব ক্রুদ্ধাভিরভিহিতম্ অহো! বিশ্ববিলয়েন মুক্তিমেবোদাহরন্তী নাস্তিকপথপ্রস্থিতা তন্নিগৃহ্যতামিতি, সাবষ্টম্ভং মাং নিগ্রহীতুং প্রধাবিতাঃ। (ইতি সর্ব্বে সত্রাসম্।)

উপ। ততোঽহং সত্বরং পরিক্রম্য দণ্ডকারণ্যং

প্রবিষ্টাস্মি ততো মন্দরশৈলোপকণ্ঠ কল্পিত মধুসূদনায়তনস্য নাতি দূরে আগত্য মম

বাহ্বোর্ভগ্নাদলিতমণয়ঃ শ্রেণয়ঃ কঙ্কণানাং
চূড়ারত্ন গ্রহনিকৃতিভিদূর্ষিতঃ কেশপাশঃ।
ছিন্নামুক্তাবলিরপহৃতং স্রস্ত মঙ্গাদ্ দুকূলম্

রাজা। ততঃ?

উপ। ততো দেবায়তনান্নির্গত্য গদাপাণিভিঃ পুরুষৈ-রতিনির্দ্দয়ং তাড্যমানা দিগন্তমতিক্রান্তাঃ।

সর্ব্বে। (সহর্ষং) সাধু সাধু!!!

রাজা। নখলু ভবত্যামতিক্রমং ভগবান্ বিশ্বসাক্ষী-ক্ষমতে।

পুরু। ততস্ততঃ?

উপ। ততঃ—

ভীতা গীতাশ্রমমভিগলন্নূপুরাহং প্রবিষ্টা॥

তত্র বৎসয়া গীতয়া মাং তত্রাগতাং বিলোক্য সসম্ভ্রমং মাতর্ম্মাতরিত্যভিধায় পরিরভ্য উপবেশিতাস্মি। বিদিত বৃত্তান্তয়া চ তয়োক্তং অম্ব! নাত্র খেদয়িতব্যং মনো যে খলু ত্বামপ্রমাণীকৃত্যাসুরসত্ত্বাঃ প্রচরিষ্যন্তি তেষামীশ্বর এব শাস্তা, উক্তঞ্চ তেন ভগবতা তানেবাধিকৃত্য।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

পুরু। ত্বৎ প্রসাদাজ্জ্ঞাতুমিচ্ছামি কোঽয়মীশ্বরো নামেতি।

উপ। (সস্মিতং) কেয় মাত্মানমজানন্তং প্রত্যুত্তরেণ প্রবোধয়িষ্যামি।

পুরু। (সহর্ষং) কথমাত্মা ঈশ্বরঃ ?

উপ। এবমেবৈতত্তথাহি—

অসৌ ত্বদন্যো ন সনাতনঃ পুমান্
ভবান্ন দেবাৎ পুরুষোত্তমাৎ পরঃ।
সএব ভিন্নস্তদনাদিমায়য়া
দ্বিধেব বিম্বংসলিলে বিবস্বতঃ॥

পুরু। (বিবেকং প্রতি) বৎস! উক্ত মপ্যর্থং ভগবত্যা ন সম্যগবধারয়ামি।

অবিচ্ছিন্নস্য ভিন্নস্য জরামরণ ধর্ম্মিণঃ।
মম ব্রবীতি দেবীয়ং নিত্যানন্দচিদাত্মতাম্॥

বিবেকঃ। পদার্থানভিজ্ঞানাদয়ং বাক্যার্থানববোধঃ।

পুরু। তদববোধনায় ভবানুপায়ং প্রজ্ঞাপয়তু।

বিবেকঃ। অয়মুচ্যতে।

এষোঽস্মীতি বিবিচ্য নেতি পরিতশ্চিত্তেন সার্দ্ধং কৃতে
তত্ত্বানাং বিলয়ে চিদাত্মনি পরিজ্ঞাতে ত্বদর্থে পুনঃ।
শ্রুত্বা তত্ত্বমসীতি বাধিত ভবধ্বান্তং তদাত্মপ্রভং
শান্তং জ্যোতিরনন্তমন্তরুদিতানন্দং সমুদ্দ্যোততে॥

পুরু। (সানন্দং শ্রুতমর্থং পরিভাবয়তি।)

(ততঃ প্রবিশতি নিদিধ্যাসনম্।)

নিদি। আদিষ্টমস্মি দেব্যা বিষ্ণুভক্ত্যা—

যথা, বৎস! নিগূঢ় মস্মদভিপ্রায়মুপনিষদ্বিবেকেনসহ

প্রবোধয়িতব্যা, ত্বয়া চ পুরুষে বক্তব্যমিতি। (বিলোক্য) এষা দেবী বিবেকপুরুষাভ্যাং নাতিদূরে বর্ত্ততে, যাবদুপসর্পামি। (ইত্যুপসৃত্য উপনিষদং প্রতি জনান্তিকম্) দেবি! দেব্যা বিষ্ণুভক্ত্যা সমাদিষ্টং যথা, সঙ্কল্পযোনয়ো দেবতা ভবন্তি, ময়া চ প্রণিধানেন বিদিতং যথা আপন্নসত্ত্বা ভবতীতি তত্র ক্রূরসত্ত্বা বিদ্যা নাম কন্যা ত্বদুদরে বর্ত্ততে প্রবোধচন্দ্রশ্চ। তত্র বিদ্যাং সঙ্কর্ষণবিদ্যয়া মনসি সংক্রাময়িষ্যসি, প্রবোধচন্দ্রং পুরুষে, মৎসকাশমাগমিষ্যসীতি।

উপ। যদাদিশতি দেবী! (ইতি বিবেকমাদায় নিষ্ক্রান্তা।)

(নিদিধ্যাসনঞ্চ পুরুষং প্রবিশতি।)

(নেপথ্যে)

আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্।

উদ্দামদ্যুতিধামভিস্তড়িদিব প্রদ্যোতয়ন্তী দিশঃ
প্রত্যগ্রস্ফুটদুৎকটাস্থি মনসো নির্ভিদ্য বক্ষঃস্থলম্।
কন্যেয়ং সহসা সমং পরিকরৈর্ম্মোহং গ্রসন্তী ভজ
ত্যন্তর্দ্ধান মুপৈতি চৈষ পুরুষং শ্রীমান্ প্রবোধোদয়ঃ॥

(ততঃ প্রবিশতি প্রবোধচন্দ্রঃ।)

প্রবো। কিং ব্যাপ্তং কিমপোহিতং নু কিমিদং কিংবা সমুৎসারিতং
সৃ্যতং কিং নু বিসর্পিতং নু কিমিদং কিঞ্চিন্ন বা কিঞ্চন।
যস্মিন্নভ্যুদিতে বিতর্ক পদবীং নৈবং সমারোহতি
ত্রৈলোক্যং সহজ প্রকাশ দলিতং সোঽহং প্রবোধোদয়ঃ॥

(পরিক্রম্য) এষ পুরুষঃ, যাবদুপসর্পামি। (উপসৃত্য) ভগবন্! প্রবোধচন্দ্রোদয়োঽহমভিবাদয়ে।

পুরু। (সশ্লাঘম্) এহি বৎস! পরিষ্বজস্ব মাম্।

প্রবো। (তথা করোতি।)

পুরু। (আলিঙ্গ্য সানন্দম্) অহো বিঘটিত তিমির পটলং প্রভাতং জাতং। তথাহি—

মোহান্ধকারমবধূয় বিকল্পনিদ্রা
মুন্মথ্য কোঽপ্যজনি বোধতুষার রশ্মিঃ।
শ্রদ্ধাবিবেকমতিশান্তিযমাদি যেন
বিষ্ণ্বাত্মকং স্ফুরতি বিষ্ণুরহং স এষঃ॥

তৎ সর্ব্বথা কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবত্যা বিষ্ণুভক্ত্যাঃ প্রসাদাৎ।

সোঽহমিদানীম্—

সঙ্গং ন কেনচিদুপেত্য কমপ্য পৃচ্ছন্
গচ্ছন্নতর্কিতফলাং বিদিশং দিশংবা।
শান্তো ব্যপেতভয়শোককষায়মোহঃ
সায়ং গৃহো মুনিরহং ভবিতাস্মি সদ্যঃ॥

(প্রবিশ্য বিষ্ণুভক্তিঃ সহর্ষমুপসৃত্য)

চিরেণাস্মাকং সম্পন্না মনোরথাঃ, যেন প্রশান্তারাতিং ভবন্তমালোকয়ামি।

পুরু। দেব্যাঃ প্রসাদাৎ কিংনাম দুর্লভ মিতি। (পাদয়োঃ পততি।)

বিষ্ণু। (পুরুষ মুত্থাপয়ন্তী) উত্তিষ্ঠ বৎস! কিন্তে- ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি?

পুরু। ভগবতি! অতঃ পরং নামে প্রিয়মস্তি। যতঃ—

প্রশান্তারাতিস্ত্বগমদ্বিবেকঃ কৃতকৃত্যতাম্।
নীরজস্কে সদানন্দে স্বেপদেঽহং নিবেশিতঃ॥

তথাপ্যেতদস্তু।

পর্জ্জন্যোঽস্মিন্ জগতি মহতীং বৃষ্টি মিষ্টাং বিধত্তাং
রাজানঃক্ষ্মাং শমিতবিবিধোপপ্লবাঃ পালয়ন্তু।
তদ্ভক্তাস্ত্বাদপহততমস্ত্বৎপ্রসাদান্মহান্তঃ
সংসারাব্ধিং বিষয়মমতাতঙ্কপঙ্কং তরন্তু॥

ইতিনিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

ইতি শ্রীকৃষ্ণমিশ্রবিরচিতে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে
জীবন্মুক্তির্নাম ষষ্ঠোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ॥

——•:o:•——

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি—মানবপ্রকৃতি।

সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্র। যেরূপ মানবগণ দিব্যজ্ঞানের অভাবে কণ্ঠহার ভ্রমে কঞ্চুক* লইয়া গলদেশে অর্পণ করেন, এবং পরে ভ্রান্তি দূর হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত হার গলায় দেন; যেরূপ মধ্যাহ্নকালে প্রখর দিবাকরের মরীচিকায় দিব্যজ্ঞান না থাকায়, হরিণগণের জলপ্রবাহ ভ্রম হয়, এবং পরে প্রকৃত জ্ঞানের আবির্ভাবে তাহারা আর তদভিমুখে ধাবমান হয় না; সেইরূপ যে পরাৎপরের তত্ত্বজ্ঞানাভাবে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী প্রভৃতি ত্রৈলোক্যের সমস্ত পদার্থকে তদতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়, এবং পরে যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জগতের যাবতীয় পদার্থকে তৎস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হয়, আমি সেই জ্ঞানময় নিবিড় আনন্দময় তেজঃস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা করি।

যাহা চন্দ্রার্দ্ধমৌলির ধ্যানাবস্থায় তাঁহার শরীরাভ্যন্তরস্থ সুষুম্না নাড়ীতে নিয়মিত বায়ু দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গামী, যাহা শান্তিগুণবিশিষ্ট মহেশ্বরের

---

* সাপের খোলস্।

চিত্তে ধ্যানবশতঃ জায়মান পরমানন্দে সতত পরিব্যাপ্ত এবং যাহা পরমযোগী সদানন্দের ললাটনেত্ররূপে সুস্পষ্ট ব্যক্তীভূত, সেই জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ জ্যোতিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ ; তাঁহাকে প্রণাম।

অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। ভূপালগণ বন্দনা করিতে গিয়া নিজ নিজ চূড়ামণি প্রভায় যাঁহার চরণকমল সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, যিনি প্রবল শত্রুগণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া নৃসিংহ রূপধারী নারায়ণের ন্যায় পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি প্রবলতর নরপতিকুলের অধিকাররূপ প্রলয় মহার্ণবে মগ্ন মহারাজ কীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের মেদিনী উদ্ধার করিয়া ভগবানের বরাহ অবতারের ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি ও প্রতাপ সকল দিগন্ত পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, নররাজ কীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি সেই শ্রীমান্ গোপাল স্বভাবমিত্র পরাক্রান্ত কীর্ত্তিবর্ম্মদেবের দিগ্বিজয় ব্যাপারে কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং তাহাতেই তাঁহাদিগের ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদ বহু দিবস অন্তরিত ছিল এবং তাঁহারা বিবিধ বিষয়রসে বহুদিন নিরর্থক অতিবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা কৃতকার্য্য, যেহেতু অধীশ্বর কীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের প্রতিপক্ষ ক্ষিতিপালগণ ক্ষীণ হইয়াছেন, অন্যান্য বিখ্যাত অমাত্যগণ তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিতেছেন, সসাগরা ধরায় সকল সামন্ত সেই সম্রাটের আজ্ঞা মস্তকে বহন করিতেছেন, রাজ্যমধ্যে কোথায়ও কোনও উপদ্রব নাই। এখন তাঁহারা শান্তিরসাশ্রিত কোনও নাটকের অভিনয় দর্শন দ্বারা আত্মবিনোদন ইচ্ছা করেন ; অতএব আমার প্রতি উক্ত শ্রীমান্ গোপাল ঠাকুরের আদেশ এই :—

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র যে অপূর্ব্ব প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করিয়া তোমাকে দিয়াছেন, তাহার অভিনয় দর্শন বিষয়ে কি মহারাজ, কি সভ্যগণ সকলেরই কুতূহল জন্মিয়াছে, অতএব আজ তোমাকে কীর্ত্তিবর্ম্ম নৃপতির সমক্ষে সেই নাটকের অভিনয় করিতে হইবে। এইত তাঁহার আজ্ঞা, তাহা হউক, এখন আমি গৃহে যাই, গৃহিণীকে ডাকিয়া আনিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করি।

(কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ পদচারণার পর নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)

প্রিয়ে! এখানে এসত।

নটীর প্রবেশ।

নটী। আর্য্য! এই আমি আসিয়াছি, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে।

সূত্র। প্রিয়ে! তোমার ত জানাই আছে, যিনি প্রতিকূল ভূপতিগণের সৈন্যরূপ অরণ্যে নিজ প্রতাপরূপ অনল প্রজ্বলিত করিয়া সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের জ্যোতিঃপ্রভায় ত্রিভুবনরূপ বিবর আলোকিত করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি বিশ্বব্যাপী, আর যে সকল রণভূমিতে মাংস-ভক্ষণ ও শোণিত-পানের লালসায় প্রমত্ত রাক্ষসীগণের চঞ্চল কর চালনায় সঞ্চালিত নরকপাল রূপ করতালের ধ্বনিতে পিশাচীগণ নৃত্য করিতেছে, সেই সকল রণভূমি প্রচণ্ড বায়ু চালিত করিকুম্ভকুহরশব্দে অদ্যাপি যাঁহার যশোগান করিতেছে, সেই অসিলতা মাত্র সহায় শ্রীমদ্ গোপাল দেব ভূমিপালগণকে বলে পরাজিত করিয়া মহারাজ কীর্ত্তিবর্ম্ম দেবকে পুনর্ব্বার সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি শান্তিপরায়ণ হইয়া আত্মবিনোদনের নিমিত্ত আমাকে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অভিনয় করিতে আদেশ করিয়াছেন; অতএব তুমি অভিনেতৃগণকে শীঘ্র বেশভূষায় সুসজ্জিত হইতে বল।

নটী। (সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! যিনি নিজ বাহুবলে সকল নৃপমণ্ডল পরাজিত করিয়া ক্ষীরোদমন্থনে নারায়ণের লক্ষ্মীলাভের ন্যায় কর্ণপর্য্যন্ত আকৃষ্ট শরাসন দ্বারা বিক্ষিপ্ত শরসমূহে জর্জ্জরিত অশ্বগণ রূপ তরঙ্গমালাবিশিষ্ট, নিরন্তর নিপতিত স্বহস্তস্থ তীক্ষ্ণ শস্ত্রজালে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ গজগণরূপ ভূধর সহস্র যুক্ত, ভ্রাম্যমাণ ভুজদণ্ড মন্দর গিরির আঘাতে চূর্ণমান পদাতিগণরূপ জলরাশিশোভিত কর্ণরাজের সৈন্যসাগর মন্থন করিয়া সমর জয়লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন; সেই সংগ্রামশীল গোপাল দেবের সহসা চরিত্র-পরিবর্ত্তন কিরূপে মুনিগণের প্রশংসনীয় হইয়া উঠিল! কিরূপেই বা সম্প্রতি এতাদৃশ তাঁহার চিত্তশান্তি হইল!!

সূত্র। প্রিয়ে! ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বভাবতই শান্ত, কোনও কারণ বশতঃ বিকার প্রাপ্ত হইলেও পুনর্ব্বার নিজভাবে অবস্থান করে। কল্লান্তকালে মহাসাগর সংক্ষোভিত হইয়া পর্ব্বত সকল লঙ্ঘন করে, আবার সেই মহোদধি সময়ে শান্ত হইয়া আপনার তীরসীমায় অবস্থিত হয়। দেখ, সকল ভূপালকুলের প্রলয় বিষয়ে কালাগ্নি ও রুদ্রস্বরূপ চেদিরাজ কর্ণ চন্দ্রবংশীয়

রাজগণের আধিপত্যের মূলচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সেই আধিপত্যের পুনঃস্থাপন করিবার নিমিত্তই গোপাল দেবের শান্তিত্যাগ হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি উগ্রভাব ধারণ করিয়াছিলেন; এখন সে কারণ নাই, সুতরাং তাঁহার সেই ভাবও নাই, পূর্ব্বে যে শান্তি ছিল, এখন আবার তাঁহার সেই শান্তি উপস্থিত।

আরও দেখ, ভগবান নারায়ণ জগতের হিতের নিমিত্ত সময়ে সময়ে ভূতলে অংশরূপে অবতীর্ণ ও তথাবিধ পৌরুষভূষিত হইয়া শত্রুবিনাশাদি কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনের পর পুনর্ব্বার শান্তিলাভ করেন। তুমি দেখ, এ বিষয়ে পরশুরামই প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। যিনি বাহুবলে নৃপগণের উচ্ছেদ ও ভূমির ভার অবতারণ করিয়া অরাতিগণের বসা, মাংস ও মস্তিষ্করূপ পঙ্কসমূহ বিশিষ্ট প্রচুর শোণিতনদী প্রবাহে একবিংশতিবার অবগাহন করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণের বাহুমূল ছেদনপটু, চির তীক্ষ্ণধার, যাহার বিখ্যাত কুঠার আবালবৃদ্ধ-বনিতাগণের নিধন বিষয়ে নির্দ্দয়। সেই জমদগ্নি পুত্র পরশুরাম তপস্যা দ্বারা প্রশান্ত কোপ হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছেন। যেমন বিবেক বলবান্ মোহকে পরাভূত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উৎপাদন করে, সেইরূপ এই গোপাল দেবও পরাক্রমশালী চেদিরাজ কর্ণকে পরাজিত করিয়া মহারাজ কীর্ত্তিবর্ম্মদেবের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি কৃতকার্য্য ও শান্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(নেপথ্যে।)

আঃ! অরে পাপিষ্ঠ নিকৃষ্ট নট! আমরা জীবিত থাকিতে তুই কেমন করিয়া বিবেকের নিকট প্রভু মহামোহের পরাজয় কহিতেছিস্।

সূত্র। (ত্বরার সহিত নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহে! রতি পুলকিত বাহুযুগলে দৃঢ় আলিঙ্গন করায় তাঁহার পীনোন্নত পয়োধরযুগলে পীড়িতাঙ্গ, নয়নমনোহর কামদেব বিশ্বসংসার মোহিত করিতে করিতে মদঘূর্ণিত নেত্রে এই দিকেই আসিতেছেন। বোধ হয়, আমার কথায় ইঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে, তবে এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই আমার শ্রেয়ঃ। (সূত্রধার ও নটীর প্রস্থান। প্রস্তাবনা।)

তথাবিধ কামদেব ও রতির প্রবেশ।

কাম। (ক্রোধের সহিত) আঃ! অরে পাপিষ্ঠ নিকৃষ্ট নট! আমরা জীবিত থাকিতে তুই কেমন করিয়া বিবেকের নিকট প্রভু মহামোহের পরাজয় কহিতেছিস্। অরে রে অধম নট! যতক্ষণ নীলোৎপল নয়ন যুবতী-গণের দৃষ্টিস্বরূপ মদীয় বাণ সকল নিপতিত না হয়, অন্যের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞানিগণের অন্তঃকরণে ততক্ষণই শাস্ত্রসম্ভূত বিবেকের প্রভুত্ব। রম্য হর্ম্ম্যতল, নবযৌবনবতী সুলোচনা সিমন্তিনী, গুঞ্জনশীল মধুকর চুম্বিত লতা, প্রফুল্ল নব মল্লিকার সৌরভবাহী সমীরণ, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, এই সকল আমার অমোঘ অস্ত্র যদি জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইল (উপহাসের সহিত) হাহাহা!! তবে অরে! ঐ বিবেকের বিভব কিরূপ? প্রবোধচন্দ্রের উদয়ই বা কি প্রকার?

রতি। আর্য্যপুত্র! আমার বিবেচনায় বিবেক মহারাজ মহামোহের পরম শত্রু।

কাম। প্রিয়ে! বিবেকের নাম মাত্র শুনিয়া কেন তোমার এই স্ত্রীস্বভাব সুলভ ভয় উপস্থিত? দেখ সুন্দরি! যদিও আমার শর ও শরাসন কুসুমময়, তথাপি সুরাসুরের সহিত এই সমস্ত জগৎ আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মুহূর্ত্তকালও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না। তুমি জান, দেবরাজ ইন্দ্র গোতম পত্নী অহল্যার উপপতি ছিলেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা আত্মকন্যা সন্ধ্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, তারাপতি চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে উপ-ভোগ করিয়াছিলেন। এইরূপে আমি কোন্ ব্যক্তিকে কুপথে পদার্পণ করাই নাই? আমার পুষ্পবাণ অনায়াসে ত্রিভুবন উন্মত্ত করিতে পারে।

রতি। আর্য্যপুত্র! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, তথাপি মহা-সহায়সম্পন্ন শত্রুকে ভয় করিতে হয়; ইহাঁর যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধিনামে আট জন সহায় আছে শুনিতে পাই, এই কারণেই আমি বিবেকের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত।

কাম। প্রিয়তমে! আমরা মহামোহের সেনাপতি; রাজা বিবেকের

যে এই আট জন প্রবল অমাত্য দেখিতেছ, ইহারা আমাদিগের আক্রমণ মাত্রেই সত্বর পলায়ন করিবে। আমার সম্মুখে ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস ও তপস্যা; ক্রোধের সম্মুখে অহিংসা; আর লোভের সম্মুখে সত্য, অচৌর্য্য ও অপ্রতিগ্রহ কি দাঁড়াইতে পারে? যাঁহাদিগের মানসিক বিকার নাই, তাঁহারাই যম নিয়মাদি সাধন করিতে পারেন। মানসিক বিকার ঘটনায় আমরা সুদক্ষ, সুতরাং ঐ যম নিয়মাদি আমাদিগের অনায়াসনাশ্য। অধিকন্তু স্ত্রীলোকেরাই উহাদিগের মারণ দেবতা। যখন কামিনীগণের স্মরণ, দর্শন, আলিঙ্গন ও অঙ্গভঙ্গী এবং তাহাদিগের সহিত খেলা, পরিহাস ও মধুর সম্ভাষণ ইহারা প্রত্যেকেই মনোবিকারের কারণ, তখন উহাদিগের ক্ষমতা আমরা বিলক্ষণ জানিতেছি। বিশেষতঃ আমাদিগের প্রভুর প্রিয় সেনাপতি মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, লোভ ও অভিমান প্রভৃতির আক্রমণে উহারা নিশ্চয়ই মহারাজ মহামোহের মন্ত্রী অধর্ম্মের আশ্রিত হইবে।

রতি। আর্য্যপুত্র! আমার শুনা আছে, আপনাদের ও শমদম প্রভৃতির উৎপত্তি স্থান এক।

কাম। প্রিয়ে! কি বলিলে, উৎপত্তি স্থান এক? আমাদিগের কেবল জনকই এক। তবে বলি শুন। মায়াতে ঈশ্বরের সহযোগে প্রথমে মন নামে বিখ্যাত এক পুত্রের জন্ম হয়; সেই মন এই সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের দুই কুল উৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে দুই ধর্ম্মপত্নী, এই পত্নীদ্বয়ের মধ্যে প্রবৃত্তিতে যে কুল জন্মে, তাহাতে মহামোহ এবং নিবৃত্তিতে যে কুল জন্মে, তাহাতে বিবেক প্রধান।

রতি। আর্য্যপুত্র! যদি আপনাদিগের জনক একই হইল, তবে পরস্পর ভ্রাতৃগণের মধ্যে এরূপ শত্রুতা কেন?

কাম। প্রিয়ে! একদ্রব্য ভোগাভিলাষী ভ্রাতৃগণের পরস্পর বৈর জগৎ প্রসিদ্ধ। দেখ, এক পৃথিবীর নিমিত্ত কুরুপাণ্ডবদিগের ভুবনক্ষয়কারী ঘোরতর বিরোধ ঘটিয়া ছিল। এই সমস্ত জগৎ আমাদিগের পিতার উপার্জ্জিত, আমরা পিতার প্রিয়পুত্র বলিয়া এই জগৎ সংসারের সমুদায়ই আক্রমণ করিয়াছি। এখানে বিবেকাদির গতিবিধি অল্প, সেই কারণে তাহারা পিতাকে ও আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে।

রতি। (দুই হস্ত দিয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া) পাপ কথা শুনিতে নাই; আর্য্যপুত্র! তাহারা কি কেবল বিদ্বেষবশতঃ এই পাপকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে? অথবা তাহা হউক, এখন উপায় কি?

কাম। প্রিয়ে! ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে।

রতি। আর্য্যপুত্র! তাহা প্রকাশ করিতেছেন না কেন?

কাম। প্রিয়ে! তুমি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ ভীরু, এই জন্যই পাপিষ্ঠদিগের সেই নিদারুণ কর্ম্ম বলিতেছি না।

রতি। (সভয়ে) আর্য্যপুত্র! সে কিরূপ?

কাম। প্রিয়ে! ভয় নাই; এরূপ জনশ্রুতি আছে, আমাদিগের এই বংশে কালরাত্রি-স্বরূপিণী বিদ্যানামে এক রাক্ষসী কন্যার জন্ম হইবে, ইহাই হতাশদিগের আশা।

রতি। হা ধিক্! আপনাদিগের কুলে রাক্ষসী? আমার হৃৎকম্প হইতেছে।

কাম। প্রিয়ে! ইহা কেবল জনশ্রুতি।

রতি। সেই রাক্ষসী জন্মিয়া কি করিবে?

কাম। প্রিয়ে! এইরূপ আকাশবাণী আছে যে, সঙ্গহীন আদিপুরুষ আত্মার মায়া নামে একপত্নী আছে, সেই মায়া আদিপুরুষের সংস্পর্শ রহিত হইয়াও মন নামে এক পুত্র প্রসব করিয়া সেই পুত্র দ্বারা ক্রমে সমুদায় লোক সৃষ্টি ও তদনন্তর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে যথাক্রমে মহামোহ প্রভৃতি এক-কুল আর বিবেকাদি অপর এককুল উৎপাদন করিয়াছেন! সেই মন হইতে আবার বিদ্যানামে এক কন্যা জন্মিবে, সেই কন্যা আপনার পিতা, মাতা, মহামোহ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও কাম ক্রোধ প্রভৃতি আত্মকুল ভক্ষণ করিবে।

রতি। (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) আর্য্যপুত্র! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, (কামদেবকে আলিঙ্গন।)

কাম। (স্পর্শসুখের অভিনয় করিয়া মনে মনে) গাত্র লোমাঞ্চজনক, ভয়কম্পমান উন্নতস্তনযুগ্মযোগে সুখদ, শব্দায়মান মণি বলয়বিশিষ্ট বাহুযুগলে রচিত, তরলতর তারায় আকুললোচনা চপলাক্ষীর আলিঙ্গন এককালে

আমাকে আনন্দিত ও মোহিত করিতেছে। (দৃঢ় আলিঙ্গনের পর) প্রিয়ে! ভয় করিও না, আমরা জীবিত থাকিতে কি বিদ্যার উৎপত্তি হইতে পারে।

রতি। আর্য্যপুত্র! সেই রাক্ষসীর উৎপত্তি বিষয়ে আপনাদিগের বিপক্ষগণ কি সম্মত?

কাম। হাঁ, তাহাতে তাহাদের সম্মতি আছে। বিবেক নিজপত্নী উপনিষদ্দেবীতে প্রবোধচন্দ্র সহোদরের সহিত বিদ্যার উৎপাদন করিবেন, সেই বিষয়ে এই শমদম প্রভৃতি সকলেই উদ্যোগী।

রতি। আর্য্যপুত্র! কেন সেই দুর্বিনীতগণ আত্মবিনাশকারিণী বিদ্যার জন্মকে শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করে?

কাম। প্রিয়ে! কুলক্ষয়ে প্রবৃত্ত পাপকারীদিগের স্বকীয় অনিষ্ট গণনা কোথায়? স্বভাবতঃ মলিন ও ক্রূরদিগের উৎপত্তি উৎপাদক ও উৎপন্ন এই উভয়ের নাশের কারণ হয়। দেখ, অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূম মেঘরূপে পরিণত হইয়া জলবর্ষণ দ্বারা অগ্নিকে নষ্ট করে, পরে আপনিও বিনষ্ট হইয়া যায়।

(নেপথ্যে।)

আঃ অরে পাপিষ্ঠ দুরাত্মা! কি জন্য তুই আমাদিগকে পাপকারী বলিয়া নিন্দা করিতেছিস্? অরে রে!

পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ পৌরাণিক কথা বলিয়া থাকেন যে, গুরু যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানহীন হইয়া অধর্ম্মপথ আশ্রয়পূর্ব্বক জনসমাজে দোষী বা কলঙ্কী হন, তবে তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। আমাদিগের পিতা মন অহঙ্কারপাশদ্বারা জগৎপতি আত্মাকে বন্ধন করিয়াছেন, আর মহামোহ প্রভৃতি সেই মনকে সুদৃঢ় বন্ধন করিয়াছেন; অতএব এমন দোষযুক্ত মনকে পরিত্যাগ করাই উচিত বিবেচনা করিয়া আমরা পিতৃনাশিনী বিদ্যার উৎপত্তি ইচ্ছা করিতেছি। ইহাতে আমাদের পাপ কি?

কাম। (দর্শন করিয়া রতির প্রতি) প্রিয়ে! এই আমাদের কুলশ্রেষ্ঠ বিবেক মতিদেবীর সহিত এইখানেই আসিতেছেন।

ঐ দেখ, যম নিয়মাদি বশীভূত হওয়াতে ইঁহার লাবণ্যের হানি হইয়াছে, মহামোহ প্রভাবে ইনি অবমানিত মানিজনের ন্যায় কৃশাঙ্গ হইয়াছেন, গাঢ়তর শিশিরে আচ্ছন্ন চন্দ্রের সহিত কান্তি থাকিলে যেরূপ

দেখায়, নিতান্ত দুঃখিতা মতিদেবী সঙ্গে থাকাতে ইনি আপনাকে সেইরূপ দেখাইতেছেন। অতএব চল, আর আমাদের এ স্থানে থাকা উচিত নহে।

(রতি ও কামদেবের প্রস্থান।)

রাজা বিবেক ও মতির প্রবেশ।

বিবে। প্রিয়ে! এই দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণের মত্ততার কথা শুন্‌লে ত? এ আবার আমাদিগকে পাপকারী বলিয়া নিন্দা করে।

মতি। আর্য্যপুত্র! আপনার দোষ কি কেহ আপনি দেখিতে পায়?

বিবে। প্রিয়ে! সে কথা সত্য বটে। দেখ, কাম ও অহঙ্কারাদি দুরাত্মারা মদ প্রভৃতি পাশদ্বারা চিদানন্দময়, নিরঞ্জন জগৎপ্রভু আদি-পুরুষকে বন্ধন করিয়া দীনদশাগ্রস্ত করিয়াছে। সেই এই দুর্ব্বৃত্তেরা পুণ্যকারী হইল, আর আমরা তাঁহার পাশমোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া পাপকারী হইলাম। কি আশ্চর্য্য! ইহাতে দুরাত্মাদিগের জয় দেখিতেছি।

মতি। আর্য্যপুত্র! আমি শুনিয়াছি, পরমেশ্বর সহজানন্দ সুন্দরস্বভাব, নিত্য প্রকাশমান ও সকল ভুবনোজ্জ্বল প্রভাব; তবে কি প্রকারে এই দুর্বিনীতেরা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া মহামোহসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছে?

বিবে। প্রিয়ে! স্ত্রীলোকের প্রতারণায় কি ধৈর্য্যশালী, কি শান্তি-পরায়ণ কি আধিপত্যশালী, কি নীতিজ্ঞ, কি সদাশয়, কি অতিশয় বুদ্ধিমান্ সকলেই আপনাদিগের স্বাভাবিক ধৈর্য্য ত্যাগ করে। অধিক কি, এই আত্মাও মায়ারূপ স্ত্রীর সংসর্গে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন।

মতি। আর্য্যপুত্র! অতি অল্প অন্ধকার কি সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করিতে পারে?

বিবে। কখনই না।

মতি। তবে কি প্রকারে মায়ার নিকট সেই তেজঃপুঞ্জ আত্মার অভিভব?

বিবে। প্রিয়ে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বিচারের অগম্য, কিন্তু তাহাতে একটু সূক্ষ্ম বিবেচনা আছে। যেমন বেশ্যারা মনোহর বেশভূষা ধারণ পূর্ব্বক নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী প্রদর্শন দ্বারা পরপুরুষের

আমাকে আনন্দিত ও মোহিত করিতেছে। (দৃঢ় আলিঙ্গনের পর) প্রিয়ে! ভয় করিও না, আমরা জীবিত থাকিতে কি বিদ্যার উৎপত্তি হইতে পারে।

রতি। আর্য্যপুত্র! সেই রাক্ষসীর উৎপত্তি বিষয়ে আপনাদিগের বিপক্ষগণ কি সম্মত?

কাম। হাঁ, তাহাতে তাহাদের সম্মতি আছে। বিবেক নিজপত্নী উপনিষদ্‌দেবীতে প্রবোধচন্দ্র সহোদরের সহিত বিদ্যার উৎপাদন করিবেন, সেই বিষয়ে এই শমদম প্রভৃতি সকলেই উদ্যোগী।

রতি। আর্য্যপুত্র! কেন সেই দুর্বিনীতগণ আত্মবিনাশকারিণী বিদ্যার জন্মকে শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করে?

কাম। প্রিয়ে! কুলক্ষয়ে প্রবৃত্ত পাপকারীদিগের স্বকীয় অনিষ্ট গণনা কোথায়? স্বভাবতঃ মলিন ও ক্রূরদিগের উৎপত্তি উৎপাদক ও উৎপন্ন এই উভয়ের নাশের কারণ হয়। দেখ, অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূম মেঘরূপে পরিণত হইয়া জলবর্ষণ দ্বারা অগ্নিকে নষ্ট করে, পরে আপনিও বিনষ্ট হইয়া যায়।

(নেপথ্যে।)

আঃ অরে পাপিষ্ঠ দুরাত্মা! কি জন্য তুই আমাদিগকে পাপকারী বলিয়া নিন্দা করিতেছিস্? অরে রে!

পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ পৌরাণিক কথা বলিয়া থাকেন যে, গুরু যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানহীন হইয়া অধর্ম্মপথ আশ্রয়পূর্ব্বক জনসমাজে দোষী বা কলঙ্কী হন; তবে তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। আমাদিগের পিতা মন অহঙ্কারপাশদ্বারা জগৎপতি আত্মাকে বন্ধন করিয়াছেন, আর মহামোহ প্রভৃতি সেই মনকে সুদৃঢ় বন্ধন করিয়াছেন; অতএব এমন দোষযুক্ত মনকে পরিত্যাগ করাই উচিত বিবেচনা করিয়া আমরা পিতৃনাশিনী বিদ্যার উৎপত্তি ইচ্ছা করিতেছি। ইহাতে আমাদের পাপ কি?

কাম। (দর্শন করিয়া রতির প্রতি) প্রিয়ে! এই আমাদের কুলশ্রেষ্ঠ বিবেক মতিদেবীর সহিত এইখানেই আসিতেছেন।

ঐ দেখ, যম নিয়মাদি বশীভূত হওয়াতে ইঁহার লাবণ্যের হানি হইয়াছে, মহামোহ প্রভাবে ইনি অবমানিত মানিজনের ন্যায় কৃশাঙ্গ হইয়াছেন, গাঢ়তর শিশিরে আচ্ছন্ন চন্দ্রের সহিত কান্তি থাকিলে যেরূপ

ইনি আমার মিত্র, ইনি আমার শত্রু, এই আমার ধন, এই আমার সৈন্য, এই আমার বিদ্যা, ইনি আমার প্রিয়, ইনি আমার সহায়, ইনি আমার কুটুম্ব এইরূপ বহুবিধ স্বপ্ন দেখেন।

মতি। আর্য্যপুত্র! আত্মা যদি এরূপ সুদীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত রহিলেন, তবে কিরূপে প্রবোধের জন্ম হইবে?

বিবে। (লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন।)

মতি। আর্য্যপুত্র! আপনি কেন লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কথা কহিতেছেন না?

বিবে। প্রিয়ে! সপত্নীর প্রতি স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবতই ঈর্ষ্যা জন্মে, এজন্য আমি তোমার নিকট তাহা প্রকাশ করিতে শঙ্কিত হইতেছি।

মতি। প্রিয়তম! সামান্য স্ত্রীলোকেরাই সপত্নীর প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া থাকে এবং সরসবিষয়ে প্রবৃত্ত বা ধর্ম্মব্যাপারে নিযুক্ত ভর্ত্তার মনে ক্লেশ দেয়; আমাকে সেরূপ বিবেচনা করিবেন না।

বিবে। (সহর্ষে) প্রিয়ে! তবে কিরূপে প্রবোধচন্দ্রের জন্ম হইবে, তাহা বলি শুন। উপনিষৎ নামে আমার যে পত্নী আছে, সে দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিচ্ছেদে আমার প্রতি অভিমানিনী হইয়াছে। শান্তি ও শ্রদ্ধা এই দূতীদ্বয়ের অনুকূলতায় যদি তাহার সহিত আমার সঙ্গম ঘটে এবং তুমি যদি মুহূর্ত্তকাল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাক, তাহা হইলে জাগ্রৎ স্বপ্নরূপ সুষুপ্তির নাশ হইয়া প্রবোধের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারে।

মতি। আর্য্যপুত্র! যদি প্রবোধের জন্ম হয়, তবেত দৃঢ় গ্রন্থিবদ্ধ আমাদের কুলপ্রভু আত্মার বন্ধন মোচন হইবে; অতএব আপনি চিরকাল উপনিষদ্দেবীতে রত হইয়া থাকুন, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট আছি।

বিবে। প্রিয়ে! যদি তুমি এরূপ প্রসন্ন হইয়াছ, তবেত আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। দেখ, যাহারা অদ্বিতীয়, জগতের আদি, সকলের প্রভু, নিত্য আত্মাকে অহঙ্কারাদি পাশদ্বারা বন্ধন ও পৃথক্ পৃথক্ শরীর-রূপ গৃহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থাপন করিয়া মৃত্যুর অধীন করিয়াছে, আমি সেই সকল আত্মার সহিত ব্রহ্মের ভেদকারীদিগের যথাবিধি প্রাণান্তিক

প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া আত্মা ও ব্রহ্ম এই উভয়ের অভেদ প্রতিপাদন করি। তবে এস, এখন প্রকৃতকার্য্য সমাধানার্থ শমদমাদিকে নিয়োজিত করি। (বিবেক ও মতির প্রস্থান।)

সংসারাবতার নামক প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি—বারাণসী।

দম্ভের প্রবেশ।

দম্ভ। মহারাজ মহামোহ আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে, "বিবেক-রাজ স্বকীয় সচিবগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রবোধচন্দ্রের উদয়ের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সকল তীর্থস্থানেই শমদমাদি অমাত্যদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে আমাদিগের কুলক্ষয় উপস্থিত বিবেচনা করি; অতএব তোমরা ইহার প্রতিবিধান বিষয়ে সচেষ্ট হও এবং পৃথিবীর সকল তীর্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী নগরীতে গমন করিয়া ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমীর মুক্তি-বিঘ্নের নিমিত্ত যত্ন কর।" আমি মহারাজের আজ্ঞানুসারে বারাণসীতে আগমন করিয়া এই নগরী বিশিষ্টরূপে শাসিত করিয়াছি। আমার শাসিত জনগণ এখন ধূর্ত্ততা আশ্রয় করিয়া রজনীযোগে বেশ্যালয়ে মদ্যপানে মত্ত ও নিরন্তর বারাঙ্গনা সেবনে উন্মত্ত থাকিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া দিবাভাগে আমরা সর্ব্বজ্ঞ, আমরা দীক্ষিত, আমরা চির

অগ্নিহোত্রী, আমরা তপস্বী, আমরা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়া জগৎকে বঞ্চিত ও প্রতারিত করিতেছে। (পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই লোকটি কে? ভাগীরথীর তীর হইতে এই দিকেই যে আসিতেছেন। ইনি যেন অভিমানে জ্বলিত হইয়া ত্রিভুবন গ্রাস করিতেছেন, বাগ্‌জালে যেন সকলকে ভর্ৎসনা করিতেছেন, বুদ্ধিবলে যেন সকলকে উপহাস করিতেছেন। আমি বোধ করি ইনি দক্ষিণ রাঢ়দেশ হইতে আগত। ভালই হইল, ইহাঁর নিকট পিতামহ অহঙ্কার মহাশয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিব।

অহঙ্কারের প্রবেশ।

অহ। কি আশ্চর্য্য! জগতের প্রায় সকল লোকই মূর্খ। যেহেতু, এই নরদেহধারী পশুরা গুরু প্রভাকর মীমাংসকের মত শ্রবণ করে নাই, তুতাত ভট্ট কৃত ন্যায়দর্শন জানে না, বাচস্পতি বাক্যের তাৎপর্য্য জ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, সালিক নামক গ্রন্থকারের বাক্যের তত্ত্বও অবগত নহে; মহোদধি নামক দর্শন জানে না, যজ্ঞ মীমাংসা দেখে নাই। এই সকল শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতিরেকে বস্তুর তত্ত্ব নিরূপণ হইতে পারে না; অতএব ইহারা কিরূপে সুস্থচিত্তে কালযাপন করিতেছে, বলিতে পারি না। (একদিকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে লোক সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে, সে কেবল অধ্যয়ন মাত্র, শাস্ত্রের অর্থাবধারণ করিতে পারিতেছে না, বেদের বিপ্লব ঘটাইতেছে; অর্থোপার্জ্জন করিবে বলিয়াই ঐ রূপ করিতেছে। (স্থানান্তরে গমন করিয়া) অরে! ইহারা ভিক্ষালাভের নিমিত্ত যতিব্রত ধারণপূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডিত করিয়া ও আপনাদিগকে জ্ঞানী জ্ঞান করিয়া বেদান্তশাস্ত্রকে ব্যাকুলিত করিতেছে। (হাস্য করিয়া) প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি প্রমাণ দ্বারা যাহার জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তাহার বিপরীতার্থবাদী বেদান্ত যদি শাস্ত্রপদবাচ্য, তবে বৌদ্ধ-শাস্ত্রের অপরাধ কি? কেন আমরা তাহাকে নাস্তিক গ্রন্থ বলিয়া নিন্দা করি? সে যাহা হউক, ইহাদের সহিত বাক্যালাপেও গুরুতর পাপের স্পর্শ হয়। অতএব এ স্থানে না থাকাই মঙ্গল। (অন্যত্র গমন করিয়া) এই শৈব পাশুপতাদি পশুরা অক্ষপাদের মত কষ্টস্পষ্টে অভ্যাস করিয়া

পাষণ্ড হইয়াছে। ইহাদের মুখাবলোকনে লোকে নিরয়গামী হয়, অতএব ইহাদের দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করাই উচিত। (স্থানান্তরে গমন করিয়া) ওহে! ইহাঁদিগকে যে নিতান্ত দাম্ভিক দেখিতেছি, দিবাভাগে প্রতিগ্রহ দ্বারা ও রাত্রিতে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনিগণের ধন হরণ করাই ইহাঁদিগের নিত্যব্রত। ইহাঁরা যে গঙ্গাতীরে তরঙ্গ সঙ্গত শিলাতলে কুশাসন পাতিয়া উপবিষ্ট আছেন, ইহাঁদিগের দণ্ড যে কুশমুষ্টি দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে, ইহাঁদের সম্মুখে যে সুন্দর কমণ্ডলু বিদ্যমান আছে, ইহাঁরা যে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা জপমালার বীজগুলি এক একটি করিয়া স্পর্শ করিতেছেন, সে কেবল ধার্ম্মিকতার ভাণ ও ধনহরণের সদুপায়। (অন্য স্থানে গমন করিয়া) ইহারা ত নিতান্ত ভ্রান্ত; যজ্ঞসূত্র মাত্র ইহাদিগের জীবনোপায়, ইহারা দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয় মার্গ পরিভ্রষ্ট। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) ওহে! ঐ গঙ্গার অনতিদূরে ও কাহার আশ্রম? বোধ হয়, উহা কোনও গৃহস্থের গৃহ হইবে। কারণ উহার দ্বারদেশে প্রোথিত অত্যুচ্চ বংশদণ্ডে সূক্ষ্ম শুভ্র ধৌত বস্ত্র সকল আন্দোলিত হইতেছে; স্থানে স্থানে উপবেশনার্থ মৃগচর্ম্ম, শিলা ও প্রস্তর সকল বিন্যস্ত রহিয়াছে; চমস, উদূখল, মুষল প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে; অগ্নিতে অনবরত আজ্যাহুতি প্রদান করায় তাহার ধূমে গগনমণ্ডল শ্যামবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব ঐ পবিত্র স্থানে দুই তিন দিবস অবস্থিতি করা বিধেয়।

গৃহস্থাশ্রমে অহঙ্কারের প্রবেশ।

অহ। (অবলোকন করিয়া) ওহে! ইনি কে? ইহাঁকে যে মূর্ত্তিমান দম্ভের মত দেখিতেছি। ইহাঁর ললাট, বাহু, উদর, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, চিবুক, উরু, গণ্ড ও জানু মৃত্তিকা তিলকে এবং কেশাগ্র, কর্ণছিদ্র, কটিদেশ ও হস্ত কুশাঙ্কুরে শোভিত হইয়াছে। তাহা হউক, ইহাঁর নিকটে ত যাই। (নিকটে গমন করিয়া) আপনাদিগের কল্যাণ হউক।

দম্ভ। হুঁঃ (হুঙ্কার দ্বারা তাহাকে বারণ করিলেন।)

দম্ভের পরিচারক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

পরি। (সরোষে) দূরে থাকুন, পাদপ্রক্ষালন করিয়া এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়।

অহ। (সক্রোধে) আঃ! এ বুঝি কোন যবনদেশে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা না হইলে অতিথি ব্রাহ্মণকেও পাদপ্রক্ষালনের জল দান করে না।

দম্ভ। (হস্তভঙ্গি দ্বারা অহঙ্কারকে সম্ভাষণ করিলেন।)

পরি। ও মহাশয়! এই আশ্রমবাসী আপনাকে কহিতেছেন যে, আপনি দূরদেশ হইতে আগত ও অজ্ঞাতকুলশীল, এই নিমিত্তই পাদ-প্রক্ষালনের জল দেওয়া হয় নাই।

অহ। (সক্রোধে) আঃ পাপিষ্ঠ! তুই আবার আমারও কুলশীল এক্ষণে পরীক্ষা কর্‌বি! তবে শোন্।

গৌড় নামে যে এক অত্যুত্তম রাজ্য আছে, তাহার অন্তর্গত রাঢ়দেশে ভূরিশ্রেষ্ঠিক গ্রামে আমাদের পিতা বাস করেন। তাঁহার গুণবান্ পুত্র-দিগকে সকলেই জানে; তন্মধ্যে আমিই প্রজ্ঞা, শীল, কৃপা, ধৈর্য্য, বিনয় ও আচারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

দম্ভ। (পরিচারকের প্রতি অবলোকন করিলেন।)

পরি। (তাম্রঘটীতে জল আনিয়া অহঙ্কারের নিকট অর্পণ করিয়া) মহাশয়! পাদপ্রক্ষালন করুন।

অহ। [পরিচারকের হস্ত হইতে তাম্র ঘটী গ্রহণ করিয়া (স্বগত) ব্রাহ্মণে জল আনিয়াছে, তা হ'লই বা, আর তাম্রপাত্রেই বা দোষ কি। পাদপ্রক্ষালন করিয়া দম্ভের নিকট গমন করিতে উদ্যত।]

দম্ভ। (দাঁত কড়মড় করিয়া পরিচারকের দিকে অবলোকন করিলেন।)

পরি। (অহঙ্কারের প্রতি) ও মহাশয়! আপনি কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়ান, কি জানি, যদি বায়ুবশে আপনার গাত্রের ঘর্ম্মবিন্দু প্রভুর গাত্রে আসিয়া লাগে।

অহ। ওহে! তোমার প্রভুর যে অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ্য।

পরি। হাঁ মহাশয়! আমার প্রভুর ব্রাহ্মণ্য এইরূপই বটে; ভূপালগণ

প্রণামকালে ভয়ে ইহাঁর চরণস্পর্শ করিতে না পারিয়া চূড়ামণি প্রভায় পাদপীঠের সন্নিহিত ভূমি সমুজ্জ্বল করেন।

অহ। (স্বগত) এ বুঝি দম্ভের অধিকার, যাহা হউক এই আসনে বসি। (নিকটস্থ আসনে বসিতে উদ্যত।)

পরি। (হস্ত উত্তোলন করিয়া) হাঁ হাঁ! করেন কি, আপনি এ আসনে বসিবার উপযুক্ত নহেন।

অহ। আঃ ওরে পাপিষ্ঠ! আমরা যে দক্ষিণ রাঢ়দেশীয়। আমাদিগকে সকলেই বিশুদ্ধ চরিত্র বলিয়া জানে; তথাপি এ আসনে উপবেশন করিতে আমাকে নিষেধ করিতেছিস্। ওরে মূর্খ! শোন্

আমার পত্নী যেরূপ সদ্ব্রাহ্মণের কুলোজ্জ্বল কন্যা, আমার মাতা সেরূপ নহেন; এই কারণে আমি পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি এতদূর দোষস্পর্শ শূন্য যে, আমার শ্যালকের বিমাতার মাতুলের কন্যা কোনওরূপ মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হওয়াতে আপন প্রিয়তমা গৃহিণীকেও পরিত্যাগ করিয়াছি।

দম্ভ। যদিও আপনি এরূপ বিশুদ্ধস্বভাবের লোক, তথাপি আমার বৃত্তান্ত আপনকার জ্ঞানা নাই। অতএব বলি শুনুন্।

পূর্ব্বে একদিবস আমি ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেই সভাস্থ মুনি ঋষিগণ আমাকে দর্শন করিবামাত্র আসন পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মা স্বয়ং আমার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নিজ উরুদেশ গোময় দ্বারা মার্জ্জিত ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া তাহাতে আমাকে সত্বর উপবেশন করাইয়াছিলেন।

অহ। (স্বগত) ওঃ! দাম্ভিক ব্রাহ্মণের কি অত্যুক্তি! (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) অথবা ইনি স্বয়ং দম্ভ; এখন থাকুক, কিছু বলিতে হইবে। (সক্রোধে) আঃ! কেন এত গর্ব্ব করিতেছিস্। শোন্—

ইন্দ্রই হউক, ব্রহ্মাই হউক, ঋষিদিগের পিতাই হউক, আমার নিকট তাহারা অতি তুচ্ছ। আমি তপোবলে শত শত ইন্দ্র, শত শত ব্রহ্মা ও শত শত মুনিঋষিকে নিপাতিত করিতে পারি।

দম্ভ। (নিরীক্ষণ করিয়া সানন্দচিত্তে) অহে! আমাদিগের পিতামহ

আর্য্য অহঙ্কার আগমন করিয়াছেন। মহাশয়! আমি আপনকার পৌত্র ও লোভের পুত্র, আমার নাম দম্ভ, আমি প্রণাম করি।

অহ। এস এস, ভাই এস, চিরজীবী হও; তুমি দ্বাপরযুগের শেষে জন্মিয়াছ, তখন তুমি অতি বালক ছিলে, এখন কলিযুগে তুমি প্রাচীন হইয়াছ, এজন্য তোমাকে চিনিতে পারি নাই; তোমার পুত্র অসত্য ভাল আছে.ত?

দম্ভ। আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়ের অনুগ্রহে অসত্যের মঙ্গল, সে সর্ব্বদাই আমার নিকট থাকে, আমি তাহাকে ছাড়িয়া একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না।

অহ। তোমার পিতা লোভ ও মাতা তৃষ্ণাও কি এখানেই থাকেন?

দম্ভ। হাঁ মহাশয়! মহারাজ মহামোহের আজ্ঞানুক্রমে তাঁহারাও উভয়ে সর্ব্বদা আমার নিকট থাকেন। মহাশয়ের কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন?

অহ। ভাই! আমি শুনিয়াছি যে, বিবেক মহামোহের অনেক অনিষ্ট করিতেছে, সেইহেতু তাহার বৃত্তান্ত জানিতে এখানে আসা।

দম্ভ। মহাশয়! আপনকার শুভাগমনের ফল শীঘ্রই ফলিবে, কারণ আমি শুনিতেছি যে, মহামোহ ইন্দ্রলোক হইতে এই স্থানে আগমন করিবেন এবং বারাণসী তাঁহার রাজধানী হইবে।

অহ। তাঁহার বারাণসীতে আসিয়া থাকিবার কারণ কি?

দম্ভ। বিবেকের কার্য্যে ব্যাঘাত করা অর্থাৎ ব্রহ্মার নির্ম্মিত বারাণসী-পুরীতে নির্ব্বিঘ্নে বিদ্যা ও প্রবোধের জন্ম হইয়া থাকে; অতএব তাহাদের বিনাশসাধনার্থ মহারাজ মহামোহ এখানে সর্ব্বদাই থাকিতে ইচ্ছা করেন।

অহ। (সভয়ে) ইহার প্রতীকার করা দুঃসাধ্য; যেহেতু বারাণসী-পুরীতে ভগবান্ মহেশ্বর তত্ত্বজ্ঞানহীন মানবগণের মৃত্যুকালে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাদের নিকটে ভবভয়ভঞ্জন তত্ত্বজ্ঞান কহিয়া থাকেন।

দম্ভ। যাহা বলিলেন তাহা সত্য, তথাপি কামক্রোধাদিতে অভিভূত জনগণের ইহা সম্ভবে না। যাহার হস্ত, পদ ও মন সুসংযত, তাহার বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তিলাভ হয় এবং সেই ব্যক্তিই তীর্থের ফলভোগ করে।

(নেপথ্যে)

ওহে পুরবাসিগণ! মহারাজ মহামোহ আগমন করিতেছেন; অতএব তোমরা স্ফটিকমণি নির্ম্মিত রাজসিংহাসন চন্দনজলে প্রক্ষালন কর; জলযন্ত্রের পথসকল পরিষ্কৃত করিয়া দাও, তাহাতে জলধারা প্রবেশ করিয়া গৃহের অভ্যন্তর ভাগ সুশীতল করিবে। সমুজ্জ্বল মণিখচিত তোরণশ্রেণী পুষ্পমালায় সুশোভিত কর, হর্ম্ম্যের উপরিভাগ ইন্দ্রধনু তুল্য নানাবর্ণে রঞ্জিত পতাকা সকল তুলিয়া দাও।

দম্ভ। আর্য্য! মহারাজ নিকটবর্ত্তী; ইঁহার প্রত্যুদ্গমন ও অভ্যর্থনা করা আবশ্যক।

অহ। হাঁ, চল, সকলেই গিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করি। (সকলের প্রস্থান।)

সপরিবারে মহামোহের প্রবেশ।

মহা। (উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) কি আশ্চর্য্য! জগতের লোক সকলেই নির্ব্বোধ, ইহাদের শাসনকর্ত্তা নাই। ইহারা বলে আত্মা নামে এক দেহের অতিরিক্ত পদার্থ আছে। সেই আত্মা পরলোকে গমন করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করে। কি দুঃখের বিষয়, দেহ ভিন্ন আত্মা নাই ইহা ইহারা বুঝিতে পারে না। অতি স্থূল আকাশতরুর পুষ্প হইতে উৎকৃষ্ট সুমধুর ফলের আশার ন্যায় ইহাদের এই আশা অলীক। এই মূঢ়েরা স্বকপোল কল্পিত আত্মার অস্তিত্ব অবলম্বন করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতেছে। যাহা নাই তাহার সত্ত্বা স্বীকার করিয়া মিথ্যাবাদী, বাচাল, আস্তিকগণ সত্যবাদী নাস্তিকদিগের নিন্দা করিয়া থাকে। ওহে মধ্যস্থগণ! যদি কেহ কখন এই দেহের অতিরিক্ত জীব দেখিয়া থাক, তবে আস্তিক দিগের কথায় বিশ্বাস কর। যখন কেহ কখন দেখে নাই, তখন তাহা উহাদের কল্পিত ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যদি বল, দেহের মধ্যে জীব অদৃশ্যভাবে থাকে, ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ পরিণামে যখন দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন জীব কোথায় থাকে? দেহ ভিন্ন জীব নামক পৃথক্ পদার্থ থাকিলে, অবশ্যই কেহ না কেহ দেখিতে পাইত। এইরূপে

ইহারা কেবল জগৎকে নয়, আপনাদিগকেও বঞ্চিত করিতেছে। হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষুঃ প্রভৃতি অবয়বে কোনপ্রকার ভেদ নাই; তথাপি মূর্খেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ ভেদ কল্পনা করে। এটি পরস্ত্রী, ইহা পরধন, এই প্রকার ভেদজ্ঞান আমাদের ত নাই। আস্তিকেরা নিতান্তই সাহসহীন, এই নিমিত্ত পরহিংসা, পরদার গমন, পরধন হরণ অকর্ত্তব্য বিবেচনায় আত্মসুখে জলাঞ্জলি দেয়। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আত্মশ্লাঘার সহিত) জগতে যতপ্রকার শাস্ত্র আছে, তাহাদিগের মধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্রই সর্ব্বপ্রকারে উত্তম; যাহাতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। আর পৃথিবী, জল, তেজঃ বায়ু এই চারি বস্তু এবং রূপ, রস, গন্ধাদি যে সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রামাণিক। তদ্ভিন্ন স্বর্গ, নরক, আত্মা, জন্মান্তর প্রভৃতি যাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, সে সকলই মিথ্যা। অর্থ ও কাম এই দুইটিই পুরুষার্থ। পৃথিবী প্রভৃতি ভূত চতুষ্টয়ই পরস্পর মিলিত হইয়া শরীরে চেতনা উৎপাদন করে। মৃত্যুই মোক্ষ। আমাদিগের এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া বৃহস্পতি নামে কোন পণ্ডিত নাস্তিক গ্রন্থ বিরচিত করিয়া চার্ব্বাককে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই চার্ব্বাক শিষ্য ও উপশিষ্য দ্বারা ঐ শাস্ত্র এই জগতে প্রচলিত করিয়াছেন। ঐ নাস্তিক শাস্ত্রই উত্তম।

চার্ব্বাক ও শিষ্যের প্রবেশ।

চার্ব্বা। (শিষ্যের প্রতি) বৎস! তুমি জান অর্থশাস্ত্রই প্রকৃত বিদ্যা, আর কর্ম্মকাণ্ড বোধক যে বেদাদি শাস্ত্র, সে কেবল ধূর্ত্তদিগের প্রলাপ মাত্র। যদি কর্ত্তা, ক্রিয়া ও যজ্ঞীয় দ্রব্যের বিনাশেও যাজ্ঞিকদিগের পারলৌকিক স্বর্গভোগ স্বীকার কর, তাহা হইলে দাবাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষেরও প্রচুর ফলোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। আর মৃতব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে, যদি তাঁহাতে ঐ মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে নির্ব্বাণ দীপেও তৈল দান করিলে, তাহার শিখা জ্বলিয়া উঠিয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে।

শিষ্য। আচার্য্য মহাশয়! যদি ঐহিক পান ভোজন ও ইন্দ্রিয় সেবন মাত্রই পুরুষার্থ হয়, তবে কেন তপস্বী সকল সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ-

পূর্ব্বক তীর্থবাসী হইয়া পরাকাদি নানা ঘোরতর কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা ক্লেশ পাইতেছেন ?

চার্ব্বা। বাপু হে! প্রত্যক্ষসিদ্ধ সুখ পরিত্যাগ করিয়া অলীক পারলৌকিক সুখভোগের আশা কেবল আশামোদকের ন্যায় তৃপ্তিজনক। যেমন পিতা মাতা অবোধসন্তানকে মোয়া দিব বলিয়া প্রবোধ দেন, সেইরূপ পৌরাণিক প্রভৃতি প্রতারকেরা এই কর্ম্ম করিলে স্বর্গ হইবে, এই কর্ম্ম করিলে নরক হইবে, এই রূপ প্রবোধ দিয়া মূর্খদিগকে প্রতারণা করিতেছে। দেখ, যখন বাহুযুগল প্রসারণ করিয়া কামিনীগণকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করা যায়, তখন তাহাদের উন্নত স্তনদ্বয়ের নিপীড়নে যেরূপ সুখের অনুভব হয়, যাহারা ধূর্ত্ত প্রলাপে প্রতারিত হইয়া ভিক্ষা, উপবাস, নিয়মধারণ ও দিবাকর কিরণ দ্বারা শরীর শুকাইয়া ফেলে, তাহাদের সে সুখ কোথায় ?

শিষ্য। কিন্তু তপস্বিগণ বলিয়া থাকেন যে, দুঃখ মিশ্রিত সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করাই উচিত।

চার্ব্বা। (হাসাপূর্ব্বক) এ পশুদিগের কথা। বিষয়ভোগ জন্য সুখ দুঃখমিশ্রিত; অতএব তাহা ত্যাগ করা উচিত, এইরূপ বিচার মূর্খেরাই করিয়া থাকে। তুষনিষ্কাশনে কিঞ্চিৎ দুঃখ হয় বলিয়া কোন্ হিতার্থী ব্যক্তি উত্তম শুক্ল তণ্ডুলযুক্ত ধান্যরাশি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? সাংসারিক ব্যাপারে কিঞ্চিৎ দুঃখ আছে বটে, কিন্তু অসীম সুখভোগ করিতে পাওয়া যায়।

মহা। ওহে! বহুকালের পর কাহার এই সপ্রমাণ বাক্যগুলি আমার শ্রবণ সুখ জন্মাইতেছে। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) কেও, আমাদিগের প্রিয়সুহৃৎ চার্ব্বাক।

চার্ব্বা। (মহামোহের দিকে অবলোকন করিয়া) এই যে, আমাদিগের মহারাজ মহামোহকে উপস্থিত দেখিতেছি। (নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হউক; মহারাজ! আমি চার্ব্বাক, প্রণাম করি।

মহা। এস, এস, চার্ব্বাক! মঙ্গল ত? এই আসনে বৈস।

চার্ব্বা। (উপবেশন করিয়া) মহারাজের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল। দেখুন, কলি আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়াছেন।

মহা। কলি ভাল আছে ত ?

চার্ব্বা। মহারাজের চরণপ্রসাদে তাঁহার সমস্ত মঙ্গল। কিন্তু আপনকার আদিষ্ট কর্ত্তব্যকর্ম্মের কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে, তাহা সম্পন্ন করিয়া তিনি শীঘ্রই মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শন করিবেন।

মহা। তুমি জান, কার্য্য কতদূর সম্পন্ন হইয়াছে ?

চার্ব্বা। হাঁ মহারাজ! জানি, সাধুজনগণকে বেদপ্রদর্শিত পথ ত্যাগ করাইয়া যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এখন তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই আহার করেন; যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাতে গমন করেন; তাঁহাদের আর বিচার আচার কিছুই নাই। এ সকল বিষয়ের কর্ত্তা কলিও নয়, আমিও নহি; প্রভুর প্রভাবেই এইরূপ হইতেছে। আর উত্তর পথিক ও পাশ্চাত্যবাসীরা বেদবিহিত কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়াছে। কেহ শমদমাদির চিন্তাও করে না। বেদার্থ নির্দ্ধারণক্ষমবুদ্ধি ও তপঃক্লেশসহিষ্ণুতারূপ পৌরুষ না থাকায় অগ্নিহোত্র, বেদপাঠ, দণ্ডকমণ্ডলু বহির্ব্বাস ধারণ ও সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন জীবিকাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কুরুক্ষেত্রাদি মুক্তিক্ষেত্রে মহারাজ স্বপ্নেও বিদ্যা ও প্রবোধোদয়ের আশঙ্কা করিবেন না।

মহা। কলি যে মহৎ তীর্থ সকল ব্যর্থ করিয়াছে, ইহাতে তাহার উত্তম কার্য্য করা হইয়াছে।

চার্ব্বা। মহারাজ! আরও কিছু নিবেদন করিব।

মহা। তাহা কি, বল।

চার্ব্বা। বিষ্ণুভক্তি নামে একটা মহাপ্রভাবা যোগিনী আছে, যদিও কলির প্রভাবে তাহার সর্ব্বত্র গমনাগমনের ক্ষমতা নাই, তথাপি তাহার অনুগৃহীত লোকদিগকে আমরা অবলোকন করিতেও সমর্থ হই না; অতএব মহারাজ! সেই বিষ্ণুভক্তির নিরাকরণার্থে কোনও একটা উপায় করুন।

মহা। (সভয়ে মনে মনে) সেই মহাপ্রভাবা যোগিনী স্বভাবতই আমাদিগের বিদ্বেষ করিয়া থাকে, তাহার উচ্ছেদ করাও সহজ নয়; (প্রকাশ্যে) এইরূপ ভয়ের প্রয়োজন কি ? কামক্রোধাদি প্রতিপক্ষ

বর্ত্তমান থাকিতে কখনই বিষ্ণুভক্তির উদয় হইতে পারিবে না; তথাপি ক্ষুদ্র শত্রুকে উপেক্ষা করা জিগীষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। চরণবিদ্ধ অতি ক্ষুদ্র কণ্টকের ন্যায় সে পরিণামে ভয়ঙ্কর ক্লেশ প্রদান করে। এখানে কে আছিস্ রে?

অসৎসঙ্গ নামক দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবা। আজ্ঞা করুন মহারাজ!

মহা। ওরে! বিষ্ণুভক্তির নিবারণের নিমিত্ত কাম, ক্রোধ, মদ, মান, মাৎসর্য্য প্রভৃতিকে আদেশ কর্।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ। (দৌবারিকের প্রস্থান।)

পত্রহস্তে অবিনয় নামক দূতের প্রবেশ।

দূ। (উদ্দেশে) আমি উৎকল দেশ হইতে আসিয়াছি। সেই দেশে সমুদ্রতীর সমীপে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র নামে এক দেবালয় আছে। সেই দেবালয়ে মহারাজের আজ্ঞাবহ মদ ও মান উভয়েই বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা আমাকে মহারাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। (ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া) এ বারাণসী নগরী, এইত রাজবাটী; প্রবেশ করি। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) এই যে মহারাজ চার্ব্বাকের সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন। (নিকটে গমন ও প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয় হউক, এই পত্রখানি অবলোকন করিতে আজ্ঞা হউক।

(মহামোহ হস্তে পত্র প্রদান।)

মহা। (পত্র গ্রহণ করিয়া) তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?

দূ। আজ্ঞা, পুরুষোত্তম হইতে।

মহা। (স্বগত) বোধ করি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আমার কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে; অতএব এই পত্রখানি গোপনে পাঠ করাই উচিত। (প্রকাশ্যে) চার্ব্বাক! তুমি এখন গমন কর; কিন্তু আমার কার্য্যে তোমাকে মনোযোগী থাকিতে হইবে।

চার্ব্বা। যে আজ্ঞা মহারাজ। (চার্ব্বাকের প্রস্থান।)

মহা। (পত্রপাঠ) স্বস্তি, বারাণসীর মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত মহামোহ মহারাজ মহাশয়ের শ্রীচরণকমলযুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক পুরুষোত্তম-বাসী মদ মানের নিবেদন এই যে, আমরা উভয়ে এখানে ভাল আছি; পরন্তু শ্রদ্ধা এবং তাহার কন্যা শান্তি এই দুই জনে দূতী হইয়া উপনিষদ্দেবীর সহিত বিবেকের সহবাস ঘটাইবার নিমিত্ত দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছে এবং কামের সহচর ধর্ম্মকে কাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বৈরাগ্য প্রভৃতি তাহাকে গোপনে পরামর্শ দিয়া থাকেন দেখিতে পাইতেছি; আর ঐ রূপ মন্ত্রণায় ধর্ম্মও কোন কোন সময়ে কামের সংসর্গ রহিত হইয়া গুপ্তভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব মহারাজ, এই সকল অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত যাহা কিছু উপায় করা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহার আদেশ হইলে, অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়; ইতি।

(সক্রোধে) আঃ! এরা কি এমন মূর্খ! শান্তিকেও ভয় করে, আমি জীবিত থাকিতে শান্তির সম্ভব কোথায়? সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগেরই শান্তি হইতে পারে। এই জগতে কেহই সাত্ত্বিক নহে। ব্রহ্মা রজোগুণের প্রভাবে নিরন্তর বিশ্বসৃষ্টিতে ব্যাপৃত থাকায় রাজসিক এবং কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কামী, সাত্ত্বিক নহেন; সুতরাং তাঁহার শান্তি নাই। বিষ্ণু তমোগুণের আশ্রয়ে দৈত্যনাশ করেন বলিয়া তামসিক এবং নবপল্লব নির্ম্মিত ভূষণে অলঙ্কৃত লক্ষ্মীর কপোলদেশ নিজ বক্ষঃস্থলে বিন্যস্ত করিয়া সমুদ্রে শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া কামী, সাত্ত্বিক নহেন; সুতরাং তাঁহার শান্তি নাই। গৌরীর ভুজালিঙ্গন সুখে মহেশ্বরের ত্রিনয়ন ঘূর্ণমান থাকে বলিয়া তিনি কামী এবং তমোগুণান্বিত হইয়া দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তামসিক, সাত্ত্বিক নহেন; সুতরাং তাঁহারও শান্তি নাই। অতএব যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শান্তি দেখা যায় না, তখন ইতর ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের শান্তি থাকা নিতান্তই অসম্ভব। (অবিনয় দূতের প্রতি) ওরে! তুই যা, কামের নিকটে শীঘ্র গিয়া বলিবি যে, ধর্ম্মের দুরভিসন্ধি মহারাজ জানিতে পারিয়াছেন; অতএব তাহাকে ক্ষণমাত্রও বিশ্বাস না করিয়া দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া রাখে।

দূ। যে আজ্ঞা মহারাজ। (দূতের প্রস্থান।)

মহা। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) শান্তি নিবারণের উপায় কি? অথবা উপায়ান্তরের প্রয়োজন নাই; এ বিষয়ে ক্রোধ ও লোভই সমর্থ। এখানে কে আছে রে?

অসৎসঙ্গ নামক পুরুষের প্রবেশ।

অসৎ। এই আমি উপস্থিত আছি। কি আজ্ঞা হয় মহারাজ?

মহা। ক্রোধ ও লোভকে ডাকিয়া আন্।

অসৎ। যে আজ্ঞা মহারাজ। (অসৎসঙ্গ পুরুষের প্রস্থান।)

ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ।

ক্রোধ। (লোভের প্রতি) সখে! আমি শুনিয়াছি শান্তি, শ্রদ্ধা ও বিষ্ণুভক্তি মহারাজ মহামোহের প্রতিকূলতাচরণ করিতেছে। আঃ আমি জীবিত থাকিতে ইহারা কি মহারাজের অনিষ্ট করিতে পারে! আমার সংস্পর্শে ত্রিভুবন চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম দেখিতে পায় না। ধীরব্যক্তি শ্রবণ থাকিতেও বধির হইয়া হিতবাক্য শুনিতে পায় না। সচেতন ব্যক্তি বুদ্ধি থাকিতেও অচেতন হইয়া অধীত বিষয়ের অর্থ ধারণা করিতে পারে না।

লোভ। (ক্রোধের প্রতি) সখে! আমার আকর্ষণে জগতের লোক সমুদায় শান্তির চিন্তা করিবে কি, তাহারা বাসনা নদীই পার হইতে পারে না। দেখ,

আমার কতকগুলি মদমত্ত বৃহদাকার হস্তী ও বায়ু সদৃশ বেগগামী উৎকৃষ্ট অশ্ব আছে বটে; কিন্তু ঐ রূপ আরও কতকগুলি পাইলে ভাল হয়; এই ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছি, পুনর্ব্বার এইরূপ ধন সম্পত্তি লাভ করিব, এই প্রকার লক্ষাধিক চিন্তায় কেনা জর্জ্জরচিত্ত হইয়া কালযাপন করিতেছে।

ক্রোধ। সখে! আমার ক্ষমতা তোমার জানা আছে। আমার প্রভাবে ইন্দ্র ত্বষ্টৃতনয় বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন; মহেশ্বর ব্রহ্মার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন; বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনাশ করিয়াছিলেন।

আর আমি মুহূর্ত্তকাল মধ্যে বিদ্যাবিশিষ্ট, যশোযুক্ত, সদাচার পবিত্র মহাপৌরুষশালী কুল উন্মূলিত করিতে পারি।

লোভ। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) প্রিয়তমে তৃষ্ণে! এখানে এসত।

তৃষ্ণার প্রবেশ।

তৃষ্ণা। আর্য্যপুত্র! কি অনুমতি হয়?

লোভ। প্রিয়ে তৃষ্ণে দেবি! শ্রবণ কর।

যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া বৃহৎ শরীর বিস্তার কর, তাহা হইলে ক্ষেত্র লাভের পর গ্রামলাভের আশা, গ্রামলাভের পর বনলাভের আশা, বনলাভের পর পর্ব্বতলাভের আশা, পর্ব্বতলাভের পর নগরলাভের আশা, নগরলাভের পর পুরীলাভের আশা, পুরীলাভের পর দ্বীপলাভের আশা, দ্বীপলাভের পর ভূমণ্ডললাভের আশা; এইরূপ লব্ধাধিক লাভের আশারূপ দৃঢ়সূত্রে বদ্ধচিত্ত জনগণের লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড লাভেও শান্তি হইতে পারে না।

তৃষ্ণা। আর্য্যপুত্র! আমি স্বয়ংই ঐ বিষয়ে নিত্য নিযুক্ত আছি; সম্প্রতি আবার মহাশয়ের আজ্ঞা। এখন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও আমার উদরপূর্ত্তি হইবে না।

ক্রোধ। প্রিয়ে হিংসে! এখানে এসত।

হিংসার প্রবেশ।

হিংসা। আর্য্যপুত্র! এই আমি আসিয়াছি, কি আজ্ঞা হয়?

ক্রোধ। প্রিয়ে! তুমি আমার সহধর্ম্মিণী। তুমি সহায় থাকিলে আমি পিতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করি; মাতাকে পিশাচী বোধ করি; ভ্রাতৃগণকে কীটতুল্য দেখি। বন্ধুবর্গ এবং কুটিল ও ধূর্ত্ত জ্ঞাতিগণ যে আমার বধ্য, তাহা আর বলিব কি? জনক ও জননী প্রভৃতিরও বধ অনায়াসে করিতে পারি। (হস্তদ্বয় নিষ্পীড়ন করিয়া) যতদিন গর্ভস্থ সন্তান পর্য্যন্ত ইহাদের বংশ ধ্বংশ করিতে না পারি, ততদিন আমার অঙ্গে দীপ্তিমান্ ক্রোধাগ্নির

স্ফুলিঙ্গ সকল নিবৃত্তি পাইবে না। (ইতস্তত: অবলোকন করিয়া) ঐ যে আমাদিগের প্রভু বসিয়া আছেন। চল, সকলে উহাঁর নিকটে যাই।

সকলে। (মহামোহের নিকটে গমন করিয়া) মহারাজের জয় হউক।

মহা। (দেখিয়া) শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমাদিগের অনিষ্ট করিতেছে, তোমরা তাহার নিগ্রহ করিবে।

সকলে। যে আজ্ঞা মহারাজ। (সকলের প্রস্থান।)

মহা। (স্বগত) শ্রদ্ধা এবং শান্তির নিবারণের জন্য আরও কিছু বিশেষ উপায় করা আবশ্যক। শান্তি শ্রদ্ধার অধীনা; কোনও উপায়ে উপনিষদের নিকট হইতে শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতে হইবে। তাহা হইলে শান্তি মাতৃবিয়োগ দুঃখে ক্ষীণ হইয়া দেহত্যাগ করিবে, অথবা অবসন্না হইয়া শীঘ্রই পলায়ন করিবে। নাস্তিকতা নামে একটা প্রগল্‌ভা বেশ্যা আছে, তাহাকেই এই বিষয়ে নিযুক্ত করা যাউক। সে সহজেই উপনিষদের নিকট হইতে শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) বিভ্রমবতি! তুমি নাস্তিকতার সহচরী, তাহাকে ডাকিয়া শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন কর।

বিভ্রমবতীর * প্রবেশ।

বিভ্র। যে আজ্ঞা মহারাজ। (বিভ্রমবতীর প্রস্থান।)

নাস্তিকার সহিত বিভ্রমবতীর পুনঃপ্রবেশ।

নাস্তি। সখি! বহুকাল মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই; আমি কিরূপে উহাঁর সম্মুখে যাইব; আমাকে দেখিয়া মহারাজত তিরস্কার করিবেন না?

বিভ্র। সখি! তোমার দর্শনে মহারাজ যদি মোহিত না হন, তবেত তিরস্কারের আশঙ্কা।

নাস্তি। (চক্ষু ঘুরাইয়া) কেন আমার অলীক সৌভাগ্যের আরোপ করিয়া লজ্জা দিতেছ।

* বিভ্রমবতী ভ্রমবুদ্ধি।

বিভ্র। সখি! এখনি দেখিতে পাইব, কেমন তোমার অলীক সৌভাগ্য। ভাল, প্রিয়সখি! আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার চক্ষু দুটি ঘুরিতেছে কেন? ক্রোধে না নিদ্রাবেশে?

নাস্তি। সখি! যে নারী একজনের প্রিয়া হয়, তাহারই প্রায় নিদ্রা থাকে না; আমিত বহুজনের প্রিয়া, আমার কি কখন নিদ্রা হইতে পারে?

বিভ্র। প্রিয়সখি! বল দেখি, তুমি কার কার প্রিয়া?

নাস্তি। সখি! আমি মহারাজ মহামোহের, কামের, ক্রোধের, লোভের আর বিশেষ করিয়া কত বলিব, এই বংশে যে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ তাহাদের সকলেরই প্রিয়া।

বিভ্র। সখি! কামের রতি, ক্রোধের হিংসা, লোভের তৃষ্ণা ইত্যাদি সকলেরই এক এক প্রিয়তমা পত্নী আছে শুনিয়াছি; তথাপি তাহারা তোমাতে নিত্য রত থাকায় রতি প্রভৃতি কি তোমার প্রতি ঈর্ষ্যা করে না?

নাস্তি। সখি! ঈর্ষ্যা করিবে কি, উহারাও আমায় ছাড়িয়া ক্ষণকাল থাকিতে পারে না।

বিভ্র। সখি! যখন তোমার সপত্নীরাও ঈর্ষ্যা না করিয়া সদ্ভাব রাখিয়াছে, তখন তোমার সমান সুভগা নারী এই পৃথিবীতে আর কেহই নাই। (নাস্তিকতাকে মহামোহের নিকট গমনে উদ্যত দেখিয়া) দেখ, সখি! আর একটি কথা বলি শুন, তুমি নিদ্রাবেশে আকুল হইয়া গমন করিতেছ, তাহাতে তোমার চরণদ্বয় স্খলিত হওয়ায় নূপুরের শব্দ বিলক্ষণ হইতেছে, এইরূপ নির্ভয়ভাবে মহারাজের নিকট গমন করিলে, হয়ত তিনি রুষ্ট হইবেন।

নাস্তি। সখি! মহারাজের বিরহই এইরূপ অবিনয়ের কারণ। যে সকল পুরুষ আমাকে দেখিবামাত্র প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আবার ভয় কি?

মহা। (দর্শন করিয়া) এই যে, আমার প্রিয়তমা নাস্তিকতা এইদিকেই আসিতেছেন। আহা! ইঁহার হস্তদ্বয়ের আন্দোলনে কঙ্কণের কি মধুর ধ্বনি হইতেছে; অল্পস্খলিত কবরীমালা স্বস্থানে স্থাপন করিবার ছলে ইনি দুইটি হস্ত উত্তোলিত করিয়া স্তনদ্বয়ের নখচিহ্ন সকল দেখাইতেছেন; নীলোৎপলদাম তুল্য সুদীর্ঘ নয়নদৃষ্টিতে মন হরণ করিতেছেন।

বিভ্র। প্রিয়সখি! এই আমাদের মহারাজ, ইহাঁর নিকটে গমন কর।

নাস্তি। (মহামোহের নিকটে গমন করিয়া) মহারাজের জয় হউক।

মহা। হে প্রিয়ে পীনোরু! তুমি আমার ক্রোড়ে বসিয়া আমাকে এইরূপে আলিঙ্গন কর, যাহাতে আমি তোমার স্তনযুগল দলন করিয়া নখচিহ্নিত করিতে পারি। হে কুরঙ্গাক্ষি! শঙ্করের অঙ্কস্থিত পার্ব্বতীর বিলাসলক্ষ্মীর অনুকরণ কর।

নাস্তি। (ঈষৎ হাস্যের সহিত মহামোহের ক্রোড়ে উপবেশন ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।)

মহা। (আলিঙ্গন সুখানুভবের অভিনয় করিয়া) অহো! প্রিয়ার আলিঙ্গনে যেন আমার নবযৌবন ফিরিয়া আসিল; মদনবিকারে অন্তঃকরণ পূর্ব্ববৎ জড়ীভূত হইল।

নাস্তি। মহারাজ! আমিও সম্প্রতি যেন নবযৌবনা হইলাম। এখন আজ্ঞা করুন, কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন।

মহা। প্রিয়ে! যে জন হৃদয়ের বাহিরে থাকে, তাহাকেই স্মরণ করিতে হয়; তুমি আমার চিত্তে গর্ভভিত্তিতে লিখিত পুত্তলিকার ন্যায় নিবিড় সংযোগে রহিয়াছ; তোমাকে আবার স্মরণ করিব কি?

নাস্তি। মহারাজ! এ কেবল আপনার অনুগ্রহ মাত্র।

মহা। প্রিয়ে! আমার আর একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। দাসীর কন্যা শ্রদ্ধা দূতী হইয়া যাহাতে বিবেকের সঙ্গে উপনিষদের সংঘটন হয়, তাহাই করিতেছে; অতএব তোমায় আমাদিগের প্রতিকূলাচারিণী, বিপক্ষকুলোদ্ভবা, পাপিষ্ঠদিগের অনুবর্ত্তিনী, পাপীয়সী সেই রণ্ডাকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক পাষণ্ডহস্তে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

নাস্তি। এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য মহারাজের এত চিন্তা কেন? সেই শ্রদ্ধাকে এই কিঙ্করী দাসীর ন্যায় মহারাজের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী করিবে। ধর্ম্ম মিথ্যা, মোক্ষ মিথ্যা, শাস্ত্র মিথ্যা এইরূপ কথা সকল আমি সর্ব্বদা তাহাকে শ্রবণ করাইব এবং মোক্ষেতে বিষয়ভোগ জন্য আনন্দ নাই, এইরূপ দোষ দেখাইয়া উপনিষদের প্রতি তাহার বিরাগ জন্মাইব। তাহা হইলে, সেই শ্রদ্ধা বেদপথই এককালে পরিত্যাগ করিবে; সুতরাং উপনিষদের নিকটেও যাইবে না।

মহা। প্রিয়ে। যদি এরূপ করিতে পার, তবে তোমা হইতেই আমার প্রিয়কার্য্য সাধিত হইবে। (পুনর্ব্বার আলিঙ্গন ও চুম্বন।)

নাস্তি। মহারাজ! প্রকাশ্যস্থানে এইরূপ করিলে আমি লজ্জা পাই।

মহা। তাহা হউক, এখন চল, আমরা বিশ্রামভবনে গমন করি।

(সকলের প্রস্থান।)

মহামোহ প্রধান নামক দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি—বারাণসী সন্নিধান।

শান্তি ও করুণার প্রবেশ।

শান্তি। (সজলনয়নে) ওগো মা! মা গো! তুমি কোথায় আছ, আমাকে প্রত্যুত্তর দাও। হে মাতঃ শ্রদ্ধে! তুমি সিদ্ধাশ্রমে, পর্ব্বতশ্রেণীতে, পুণ্যদেবালয়ে ও অবিশ্রান্ত তপোনিষ্ঠ বৈখানস সমীপে থাকিয়া প্রীতিলাভ করিতে; হায়! হায়! এখন চাণ্ডালগৃহাগত কপিলা গাভীর ন্যায় পাষণ্ড হস্তগত হইয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিতেছ!! অথবা যখন তুমি আমাকে দেখিতে না পাইলে স্নান কর না, আহার কর না, নিদ্রাও যাও না, অধিক কি, আমাকে ছাড়িয়া ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পার না, তখন তোমার জীবনের আশা করা বৃথা। অতএব শ্রদ্ধাব্যতিরেকে শান্তির জীবনধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সখি করুণে! তুমি আমার জন্য শীঘ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও। আমি অবিলম্বে সেই চিতানলে প্রবেশ করিয়া মাতা শ্রদ্ধার সহচারিণী হই।

করুণা। (সজললোচনে) সখি! বিষম অগ্নিশিখা প্রদীপ্ত শলাকার ন্যায়

দুঃসহ এরূপ বাক্যগুলি বলিয়া আমাকে প্রাণান্তিক ব্যথা দিতেছ। ক্ষণকাল ধৈর্য্যাবলম্বন কর। আমি বোধ করি, তোমার মাতা মহামোহের ভয়ে মুনিগণের আশ্রমে, গঙ্গাতীরে অথবা বহুবিধ সাধুজন ভূষিত কোনও প্রদেশে লুক্কায়িত আছেন। অতএব চল, একবার তাঁহাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া আসি।

শান্তি। সখি! আর কোথায় অন্বেষণ করিতে যাইবে? বৈখানসদিগের অধিকৃত নীবারচিহ্নিত নদীকূল, সমিৎচমসাদিতে পরিব্যাপ্ত যাজ্ঞিকগণের গৃহ এবং ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুদিগের নিবাস স্থানে গিয়া অন্বেষণ করিয়াছি। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া দূরে থাকুক, কি আশ্চর্য্য! কোথায়ও তাঁহার কোন সংবাদও শুনিতে পাইলাম না।

করুণা। সখি! আমি বলি, যদি তিনি সত্যই শ্রদ্ধা হন, তবে সেই পুণ্যবতীর ঈদৃশ দুর্গতি বা বিপত্তি হইতে পারে না।

শান্তি। সখি! বিধাতা বিমুখ হইলে, কি না ঘটিতে পারে? দেখ, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী জনকরাজনন্দিনীকে রাবণ রাক্ষসের গৃহে থাকিতে হইয়াছিল; বেদমাতাকে দানবের হস্তগত হইয়া রসাতলে যাইতে হইয়াছিল; গন্ধর্ব-রাজকন্যা মদালসাকে দৈত্য পাতালকেতু হরণ করিয়াছিল। সে যাহা হউক, এখন চল পাষণ্ডদিগের গৃহেই তাঁহার অন্বেষণ করি।

করুণা। (সভয়ে) রাক্ষস! রাক্ষস!

শান্তি। কোথায় রাক্ষস?

করুণা। সখি! ঐ দেখ; বিকৃতাকার, আলুলায়িত কেশ, উলঙ্গ, গলিতবিষ্ঠাযুক্তদেহ ময়ূরপুচ্ছ ব্যজন হস্তে এইদিকেই আসিতেছে!

শান্তি। সখি! ও রাক্ষস নয়। শুনিয়াছি, রাক্ষসেরা অতি বলবান্। উহাকে যে অতি দুর্ব্বল দেখিতেছি।

করুণা। তবে ওটা কে?

শান্তি। আমি বোধ করি, ওটা পিশাচ।

করুণা। সখি! এত দিবস, এখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড নিজ ময়ূখমালায় ভূমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন; এমন সময়ে কি পিশাচের আগমন সম্ভব হয়?

শান্তি। তাও বটে; তবে হয় ত কোনও নারকী নরক হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। (নিরীক্ষণ ও চিন্তা করিয়া) হাঁ চিনিতে পারিয়াছি। ওটা পিশাচও নয়, নারকীও নয়; মহামোহের অনুচর দিগম্বর সিদ্ধান্ত।

পরিব্রাজকবেশধারী দিগম্বর সিদ্ধান্তের প্রবেশ।

দিগ। অর্হৎ ঈশ্বরকে প্রণাম; যিনি এই নবদ্বার বিশিষ্ট শরীর গৃহে জ্বলন্ত প্রদীপস্বরূপ জীবাত্মা। জিনবর বলিয়াছেন, এই জীবাত্মাই পরমার্থ সুখমোক্ষ দান করেন। (পরিক্রম ও আকাশে অবলোকন করিয়া) অরে সাধক সকল! শ্রবণ কর্। জলে ধৌত করিলে মলময় শরীর শুদ্ধ হইতে পারে না। আত্মার শুদ্ধিতেই তাহার শুদ্ধি জানিবে। (নেপথ্যাভি-মুখে অবলোকন করিয়া) শ্রদ্ধে! এখানে এসত।

(শান্তি ও করুণার সভয়ে অবলোকন।)

দিগম্বর সিদ্ধান্তের সদৃশ বেশধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা। মহাশয়! কি আজ্ঞা করিতেছেন?

শান্তি। (মূর্চ্ছা ও ভূতলে পতন।)

দিগ। শ্রদ্ধে! তুমি সাধকদিগের নিকট সর্ব্বদা থাকিবে।

শ্রদ্ধা। যে আজ্ঞা মহাশয়। (শ্রদ্ধার প্রস্থান।)

করুণা। প্রিয়সখি! শান্ত হও, ধৈর্য্যাবলম্বন কর; "শ্রদ্ধা" এই নাম মাত্র শ্রবণ করিয়া ভয় পাইতেছ কেন? এ মূর্ত্তি তোমার মাতার নহে। আমি আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয় মতাবলম্বিনী অহিংসার নিকট শুনিয়াছি, পাষণ্ডদিগের সঙ্গে তমোগুণের কন্যা যে তামসী শ্রদ্ধা থাকে, তাহার আকার এইরূপ। তোমার মাতা সত্বগুণের কন্যা সাত্বিকী শ্রদ্ধা; তাঁহার কি কখন এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে?

শান্তি। (আশ্বাসিত হইয়া) সখি! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই বটে; এই দুরাচারা অপ্রিয়দর্শনা দুরাশয়া কোনও প্রকারে সদাচারা প্রিয়দর্শনা আমার মাতার সদৃশী নহে। অতএব চল, একবার বৌদ্ধদিগের আলয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখি। (উভয়ের পরিক্রমণ।)

দিগ। ওরে! ক্রোধ পরিত্যাগ কর্, শাস্ত্রীয় কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো।

ভিক্ষু। ওরে! ক্ষপণক শাস্ত্র কথাও জানে, তা হউক, কি বলে শুনি। (নিকটে গিয়া) কি জিজ্ঞাসা কর্‌বি?

দিগ। বল্ দেখি, তুই ক্ষণবিনাশী হইয়া কি জন্যে এইরূপ ব্রতধারণ করিয়াছিস্?

ভিক্ষু। ওরে শোন্, আমাদের মতে চলিয়া লোকে যখন বাসনা ত্যাগ করিবে, তখনি তাহার জ্ঞানোদয় হইবে; জ্ঞানোদয় হইলেই মুক্তি হইবে।

দিগ। ওরে মূর্খ! যদি কোনও মন্বন্তরে কোনও ব্যক্তি মুক্ত হইবে এরূপ স্থির করিয়াছিস্, তবে তুই অল্পকালের মধ্যে মরিবি, সুতরাং তোর এই ভিক্ষুব্রত তোর নিজের কি উপকার করিবে? আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, কে তোরে এরূপ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছে?

ভিক্ষু। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধ আমাকে এই ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন।

দিগ। ওরে! বুদ্ধ যে সর্ব্বজ্ঞ ইহা তুই কিরূপে জানিয়াছিস্?

ভিক্ষু। তাঁহার শাস্ত্র হইতেই বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দিগ। ওরে সরলবুদ্ধি! যদি বুদ্ধের কথায় বুদ্ধকে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান করিস্, তবে আমিও সকল জানি, কেন সর্ব্বজ্ঞ না হই? অতএব তুই তোর পিতা পিতামহ প্রভৃতি সাত পুরুষের সহিত আমার দাস হ।

ভিক্ষু। (সক্রোধে) আঃ পাপিষ্ঠ! মলপঙ্কধর পিশাচ! কি বলিলি, আমি তোর দাস?

দিগ। ওরে দাসীবিহারী দুষ্ট ভুজঙ্গ ভিক্ষুক! এটা কেবল দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। এখন তোর হিতের নিমিত্ত কিছু বলি শোন্। তুই বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ অর্হৎ পরমেশ্বরের মতে প্রবিষ্ট হইয়া দিগম্বর ব্রত ধারণ কর্।

ভিক্ষু। আঃ পাপিষ্ঠ! তুই স্বয়ং নষ্ট হইয়াছিস্, অন্যকেও নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্। ওরে কোন সাধুলোক প্রকৃষ্ট স্বর্গাধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া তোর মত লোকনিন্দনীয় পিশাচতার অভিলাষ করেন? আর তুই যাহাকে অর্হৎ পরমেশ্বর বলিতেছিস্ তাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব কে বিশ্বাস করে?

দিগ। (হস্তদ্বয়ে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া) অর্হং! অর্হং! ওহে! কোনও ঘোর পাপকারী এই বেচারাকে প্রতারিত করিয়াছে।

সোম। (সক্রোধে ভিক্ষুকের প্রতি) ওরে পাপিষ্ঠ পাষণ্ড চণ্ডাল? (সক্রোধে দিগম্বরের প্রতি) ওরে দেবনিন্দক নেড়া বঞ্চক? চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বেদান্তাদিতে প্রসিদ্ধ বিভব, ভগবান্ ভবানীপতি আমার গুরু। দেখ্ এখনি আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতাগণকে এখানে আনয়ন করি, আকাশপথগামী নক্ষত্রদিগের গতিরোধ করি, গিরি নগর সমাকীর্ণ এই পৃথিবী জলাকীর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার ক্ষণকাল মধ্যে সেই সমস্ত জল পান করিয়া ফেলি। এই সকল দেখিলে, জান্‌বি, আমাদের ধর্ম্মের মহিমা কেমন।

দিগ। ঐই জন্যই বলিতেছি, কোনও ঐন্দ্রজালিক ভোজবাজী দেখাইয়া তোমায় বঞ্চিত করিয়াছে।

সোম। (সক্রোধে) আঃ পাপিষ্ঠ! পুনরায় পরমেশ্বরকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া নিন্দা করিতেছিস্। (চিন্তা করিয়া) দেখ্ তোর এ দৌরাত্ম্য সহ্য করা উচিত নহে। (খড়্গ নিষ্কাশন করিয়া) এই ভীষণ খড়্গে এখনি তোর গলদেশ ছেদন করিব। তাহাতে যে বহু বুদ্‌বুদ্‌বিশিষ্ট রুধির-রাশি নিঃসৃত হইবে, তাহা মহেশ্বরপত্নী কালিকাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার সন্তোষসাধন করিব। আর তাঁহার ডমরুর শব্দে আহূত হইয়া ভূতগণ অবশিষ্ট রুধির বলি ভক্ষণ করিবে। (দিগম্বর সিদ্ধান্তকে কাটিতে উদ্যত।)

দিগ। (সভয়ে) মহাশয়! অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ। (এই কথা বলিতে বলিতে ভিক্ষুর ক্রোড়ে প্রবিষ্ট।)

ভিক্ষু। (কাপালিককে নিবারণ করিয়া) মহাশয়! এ কৌতুকের নিমিত্ত বাক্কলহ; ইহাতে এই তপস্বীকে প্রহার করা উচিত নহে।

সোম। (খড়্গ রাখিয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি।)

দিগ। (শান্ত হইয়া) মহাত্মন্ যদি আপনি ক্রোধ সংবরণ করিয়া থাকেন, তবে পুনর্ব্বার কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

সোম। হাঁ, ক্রোধ সংবরণ করিয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিবে কর।

আ! এই কাপালিনীর স্পর্শে কি সুখই হইতেছে!! আমি অত্যন্ত অনুরাগের সহিত পূর্ণযৌবনা কত বিধবাকে তাহাদের পীনপয়োধরযুগল স্বহস্তে মর্দ্দন করিতে করিতে আলিঙ্গন করিয়াছি; বহুশতবার বুদ্ধদেবের দিব্য করিয়া বলিতেছি, কিন্তু কাহাতেও এরূপ সুখ পাই নাই। আহা! কাপালিক দর্শন কি পুণ্যজনক! ধন্য সোমসিদ্ধান্ত! আশ্চর্য্য এই ধর্ম্ম! ওগো সোমসিদ্ধান্ত মহাশয়! আমি এখনই বুদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলাম। আপনি আমার গুরু হইলেন, আমি আপনার শিষ্য হইলাম। আপনি আমাকে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।

দিগ। ওরে ভিক্ষুক! তুই কাপালিনীর স্পর্শে দূষিত হইয়াছিস্; অতএব দূর হ, আমাকে স্পর্শ করিস্‌নে।

ভিক্ষু। ওরে ভাগ্যহীন দিগম্বর! কাপালিনীর আলিঙ্গন মহানন্দ যে কিরূপ, তা তুই জানিস্ না।

সোম। (শ্রদ্ধার প্রতি) প্রিয়ে! এই দিগম্বর সিদ্ধান্তকে আলিঙ্গন কর।

শ্রদ্ধা। (দিগম্বর সিদ্ধান্তকে আলিঙ্গন করিলেন।)

দিগ। (লোমাঞ্চিত কলেবরে) অর্হৎ! অর্হৎ! আহা! কাপালিনীর স্পর্শে কি সুখেরই উদয় হইল!! সুন্দরি! আমায় আর একবার আলিঙ্গন কর। তোমার আলিঙ্গনে আমার অত্যন্ত ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হইল। এখন করি কি?

কাং শ্রদ্ধা। এস, আমার পশ্চাতে লুক্কায়িত হও।

দিগ। ওহে কাপালিনি! তোমার চকিত কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলনয়নের দৃষ্টিতে এবং পীন ও ঘন স্তনযুগলের নিপীড়নে আমি মোহিত হইয়াছি, তুমি আমার প্রতি আসক্ত হইলে, আমাদিগের ক্ষুদ্রা তামসী শ্রদ্ধা কি করিবে? কখনই ইহার প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিবে না। (স্বগত) কাপালিক দর্শনই কেবল সুখ মোক্ষ সাধন। (সোমসিদ্ধান্তের প্রতি) ওগো আচার্য্য মহাশয়! আমি অদ্যাবধি আপনার দাস হইলাম। আপনি আমাকেও মহাভৈরব মন্ত্রে দীক্ষিত করুন।

সোম। তবে তোমরা এই আসনে উপবেশন কর।

দিগ এবং ভিক্ষু। (আসনে উপবেশন।)

সোম। (উভয়ের দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিয়া শ্রদ্ধার প্রতি) প্রিয়ে! পানপাত্র আনয়ন কর।

কাং শ্রদ্ধা। (সোমসিদ্ধান্তের হস্তে পানপাত্র অর্পণ।)

সোম। (নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া অনুচ্চস্বরে সুরা আহরণ মন্ত্রপাঠ।)

কাংশ্রদ্ধা। প্রিয়তম! পানপাত্র সুরাপূর্ণ হইয়াছে।

সোম। (পানপাত্র দর্শন ও কিঞ্চিৎ পান করিয়া দিগম্বর ও ভিক্ষুকের সম্মুখে অবশিষ্টসুরাসংবলিত পানপাত্র ধারণ করিয়া) এই পবিত্র অমৃত পান কর, ভৈরব কহিয়াছেন ইহা সংসাররূপ রোগের মহৌষধ। ইহা পান করিলে আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়।

দিগ। (স্বগত) আমাদিগের অর্হৎ ধর্ম্মে সুরাপান নিষিদ্ধ।

ভিক্ষু। (স্বগত) আমাদিগের বৌদ্ধধর্ম্মে সুরাপান করিতে নিষেধ নাই বটে, কিন্তু কাপালিকের উচ্ছিষ্ট কিরূপে পান করি।

সোম। তোমরা কি ভাবিতেছ? (শ্রদ্ধার প্রতি) প্রিয়ে! এখনও ইহাদিগের পশুত্ব যায় নাই; সেই কারণেই ইহারা আমার উচ্ছিষ্ট সুরা অপবিত্র জ্ঞান করিতেছে। অতএব তুমি কিঞ্চিৎ পান করিয়া পবিত্র করিয়া ইহাদিগকে দাও। যেহেতু শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন "স্ত্রীমুখন্তু সদা শুচি"।

কাংশ্রদ্ধা। যে আজ্ঞা মহাশয়। (পানপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পান করিয়া ঐ পাত্র ভিক্ষুকের হস্তে অর্পণ।)

ভিক্ষু। এ মহাপ্রসাদ। (পানপাত্র গ্রহণ করিয়া পান করিতে করিতে) আ—! এই সুরার কি সৌরভ, কি আশ্চর্য্য মধুরতা। আমি পূর্ব্বে বহুবার পরম সুন্দরমুখী বেশ্যাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাদের মুখোচ্ছিষ্ট ও প্রফুল্ল বকুল কুসুমের ন্যায় সৌরভবিশিষ্ট সুরা পান করিয়াছি, কিন্তু কোনবারেই এরূপ আমোদ পাই নাই এবং কোনও বারেই এরূপ মাধুর্য্যের অনুভব হয় নাই। এখন জানিলাম, কাপালিনীর উচ্ছিষ্ট সুরাপান করিতে না পাইয়াই দেবগণ সুধাপানের অভিলাষ করেন।

দিগ। ওরে ভিক্ষুক! তুই সকল পান করিস্ না, কাপালিনীর প্রসাদ আমায় কিছু দে।

ভিক্ষু। (দিগম্বর হস্তে পানপাত্র প্রদান।)

দিগ। (পানপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক সুরাপান করিয়া) আহা! সুরার কি মাধুর্য্য, কি আশ্চর্য্য স্বাদ, কি মনোহর সদ্‌গন্ধ, আমি এতকাল অর্হৎ মতে থাকিয়া এ প্রকার সুরাস্বাদে বঞ্চিত ছিলাম। ওহে ভিক্ষুক! আমার সর্ব্বশরীর ঘুরিতেছে, এখন আমি শয়ন করি।

ভিক্ষু। আমিও শয়ন করি। (উভয়ের শয়ন।)

সোম। (শ্রদ্ধার প্রতি) প্রিয়ে! বিনামূল্যে এই দুইটি ক্রীতদাস পাইয়াছি। এস, এখন আমরা দুইজনে নৃত্য করি। (উভয়ের নৃত্য।)

দিগ। ওহে ভিক্ষুক! এই আচার্য্য কাপালিক কাপালিনীর সহিত উত্তম নৃত্য করিতেছেন, তবে এস, ইহাঁদিগের সহিত আমরাও নৃত্য করি (উভয়ের স্খলিতপদে নৃত্য।)

ভিক্ষু ও দিগ। (সঙ্গীত) ওহে কাপালিনি! তোমার চকিত কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল নয়নের দৃষ্টিতে এবং পীন ও ঘন স্তনযুগলের নিপীড়নে আমি মোহিত হইয়াছি। তুমি আমার প্রতি আসক্ত হইলে আমাদের ক্ষুদ্রা তামসী শ্রদ্ধা কি করিবে? কখনই ইহার প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিবে না।

ভিক্ষু। (সোমসিদ্ধান্তের প্রতি) মহাশয়! এই কাপালিক ধর্ম্ম অতি আশ্চর্য্য। ইহাতে অক্লেশে বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধি হয়।

সোম। এই ধর্ম্ম কত আশ্চর্য্য দেখ। ইহাতে যাঁহারা পার্ব্বতী তুল্য দয়িতালিঙ্গিত মহেশ্বরত্ব প্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিষয়াসক্তি সত্ত্বেও অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। আর আকর্ষণ, উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি সামান্য সিদ্ধিগুলি যোগাভ্যাসের বিঘ্ন; অতএব যোগপ্রবৃত্ত জনগণের ঐ সকল সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

দিগ। (অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া সোমসিদ্ধান্তের প্রতি) ওরে কাপালিক! ওরে গুরু! অথবা ওরে মান্য!

ভিক্ষু। (হাস্যপূর্ব্বক সোমসিদ্ধান্তের প্রতি) মহাশয়! মদিরাপানে অনভ্যাসবশতঃ ইহার অত্যন্ত মত্ততা জন্মিয়াছে, অতএব যাহাতে ইহার এই ভাব যায়, তাহা করুন।

সোম। হাঁ, তাঁহা করিতেছি। (আপনার মুখ হইতে তাম্বুল বাহির করিয়া দিগম্বরের মুখে প্রদান।)

ভিক্ষু। ওহে দিগম্বর! কামনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম এখন কোথায় আছেন, তাহাও গণনা করিয়া বল।

দিগ। (কঠিনী হস্তে পুনর্ব্বার গণনা করিয়া) জলে নাই, স্থলে নাই, আকাশে নাই, পাতালে নাই, নিষ্কাম ধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তির সহিত সাধুদিগের অন্তঃকরণে আছেন।

সোম। (ম্লানমুখে) হায়! হায়! মহারাজের মহাকষ্ট উপস্থিত দেখিতেছি। যখন সত্ত্বগুণের কন্যা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা বিষ্ণুভক্তির অনুগত এবং কামনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে, তখন জানিলাম, বিবেকের প্রবোধচন্দ্রোদয়রূপ কার্য্য সিদ্ধির আর বিলম্ব নাই। তথাপি মহারাজের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। অতএব এস, আমরা নিষ্কাম ধর্ম্ম ও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার আকর্ষণের জন্য মহাভৈরবীকে প্রেরণ করি। (সকলের প্রস্থান।)

শান্তি। সখি! চল, আমরাও এই সকল সংবাদ বিষ্ণুভক্তিকে জানাই।

(শান্তি ও করুণার প্রস্থান।)

পাষণ্ডবিড়ম্বন নামক তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গভূমি—তীর্থস্থান।

মৈত্রীর প্রবেশ।

মৈত্রী। (উদ্দেশে) আমি মুদিতার নিকটে শুনিয়াছি যে, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি আমাদিগের প্রিয়সখী শ্রদ্ধাকে মহাভৈরবীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত। কোথায় গেলে প্রিয়সখীকে দেখিতে পাইব? (ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ।)

মৈত্রী। (ত্রাসের সহিত) উঃ! হতভাগিনীর কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! তাহার পর সে আসিয়া কি করিল?

শ্রদ্ধা। সখি! শোন, সেই ঘোরা মহাভৈরবী শ্যেনপক্ষীর ন্যায় উপরি হইতে নামিয়া আসিয়া এক হস্তে আমাকে দুই পায়ে ধরিয়া এবং অন্য হস্তে নিষ্কাম ধর্ম্মকে লইয়া নখের অগ্রভাগ দ্বারা মাংসপিণ্ডধারিণী গৃধ্রীর ন্যায় বেগে আকাশপথে উঠিয়া গেল।

মৈত্রী। (সভয়ে) হা ধিক্! বল কি। (মূর্চ্ছিতা ও পতিতা।)

শ্রদ্ধা। সখি! শান্ত হও।

মৈত্রী। (শান্ত হইয়া) তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা। তারপর দেবী বিষ্ণুভক্তি আমার আর্ত্তনাদ শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া কোপকুটিল ও ভ্রূভঙ্গিভয়ঙ্কর রক্তবর্ণ লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহাতে সেই ভৈরবী বজ্রাহত শৈলশিলার ন্যায় জর্জ্জরিত কলেবর ও ভগ্নাস্থি হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল।

মৈত্রী। ব্যাঘ্রীর মুখ হইতে হরিণীর ন্যায় প্রিয়সখী সৌভাগ্যক্রমে ভৈরবীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। তারপর, তারপর?

শ্রদ্ধা। তারপর দেবী বিষ্ণুভক্তি বিবেচনা করিয়া আমাকে বলিলেন যে, "শ্রদ্ধে! দুরাত্মা মহামোহ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে; অতএব আমি তাহাকে সমূলে বিনষ্ট করিব। আর, তুমি বিবেকের নিকটে গিয়া বলিবে যে, তিনি কামক্রোধাদি বিজয়ের নিমিত্ত উদ্যোগ করেন, তাহা হইলে বৈরাগ্যের প্রাদুর্ভাব হইবে। আর আমিও প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, নিয়ম, সত্য প্রভৃতি সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া যথা সময়ে মহারাজের নিকট গমন করিব এবং শান্তি প্রভৃতির কৌশল দ্বারা উপনিষদ্দেবীর সহিত বিবেকের সম্মিলন ঘটাইব, তাহা হইলে প্রবোধচন্দ্রের জন্ম হইবে।" তবে এখন আমি বিবেকের নিকট চলিলাম। সখি! তুমি এখন কি করিবে?

মৈত্রী। আমি বিষ্ণুভক্তির আজ্ঞায় মুদিতা, দয়া ও উপেক্ষা এই তিন ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বিবেকসিদ্ধির নিমিত্ত সাধুদিগের অন্তঃকরণে বাস করিব। তাহা হইলে, তাঁহারা সুখীজনকে দেখিয়া তাহার প্রতি মিত্র ব্যবহার করিবেন, দুঃখীকে দেখিয়া দয়া করিবেন, পুণ্যবান্ লোকদিগকে

প্রতী। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান ও বস্তুবিচারের সহিত পুনঃপ্রবেশ।)

বস্তু। (উদ্দেশে) কি আশ্চর্য্য! বিচার করিয়া দেখিলে স্ত্রীজাতির বাস্তবিক সৌন্দর্য্য কিছুই নাই; তথাপি সেই সৌন্দর্য্যাভিমানে বৃদ্ধিশীল হইয়া কাম জগৎকে বঞ্চনা করিতেছে অথবা দুরাত্মা মহামোহই এইরূপে জগদবঞ্চনে ব্যাপৃত আছে। দেখ, স্ত্রীলোককে মল, মূত্র, ক্লেদাদি প্রত্যক্ষ অশুচি বস্তুতে পরিপূর্ণ জানিয়াও তাহাকে দেখিয়া কামবশে পণ্ডিতলোকেও প্রমত্ত, আনন্দিত ও অত্যাসক্ত হন এবং কোমলাঙ্গী, নীলোৎপলনয়না, স্থূলনিতম্বা, পীনোন্নতপয়োধরা, পদ্মমুখী, সুভ্রু বলিয়া কতই প্রশংসা করিতে থাকেন। আর যে সকল বুদ্ধিমান্ লোক যথার্থ বস্তু বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও মোহান্ধতাপ্রযুক্ত রক্ত, মাংস, অস্থি, পঞ্জর, মল, মূত্র, ক্লেদময়ী নারীতে বিরাগ নাই। স্পষ্টই দেখা যায় যে, স্ত্রীজাতির নিজের সৌন্দর্য্য কিছুই নাই, আহার্য্য শোভায় সুন্দরী দেখায়। অল্পবুদ্ধি লোকেরা কুঙ্কুম প্রভৃতি অঙ্গরাগকে, নানাবিধ বস্ত্রকে, মুক্তাহার ও মণিমণ্ডিত স্বর্ণনূপুর প্রভৃতি অলঙ্কারকে এবং সুগন্ধি বিচিত্র পুষ্পমালা প্রভৃতি উপভূষণকে স্ত্রীলোকদিগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কারণ মনে করে; কিন্তু যাঁহারা উহাদের বাহ্য ও অভ্যন্তর দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই জানিয়াছেন যে, বিধাতা নারী নামে এক অতিরিক্ত নরকের সৃষ্টি করিয়াছেন। (উদ্দেশে কামের প্রতি) অরে পাপিষ্ঠ চণ্ডাল কাম! তুই জগতের লোক সকলকে ব্যাকুল করিতেছিস্। কারণ, কামী লোক কোন কামিনীকে দেখিবামাত্র মনে করে যে, এই বিধুমুখী রমণী আমার প্রতি আনন্দে দৃষ্টিপাত করিতেছে; আমি ইহার মনোনীত হইয়াছি; এই ইন্দীবরলোচনা স্তনযুগলে আমায় দৃঢ়আলিঙ্গন করিতে অভিলাষ করিতেছে। অরে মূঢ় পশু কামিন্! কে তোকে ইচ্ছা করে, কেই বা তোকে দর্শন করে, তুই তাহার কিছুই জানিস্‌না; মাংসাস্থি নির্ম্মিত নারীশরীর অচেতন, সে দর্শন বা আলিঙ্গনে সমর্থ নহে।

প্রতী। এদিকে, এদিকে। (উভয়ের পরিক্রমণ।) ঐ মহারাজ বসিয়া আছেন; আপনি উহাঁর নিকটে গমন করুন।

বিফলপ্রযত্ন হইবে। মহারাজ! আর অধিক বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আজ্ঞা করুন, যুদ্ধযাত্রা করি। রণক্ষেত্রে গমন করিয়া যেমন গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন শরনিকর নিঃক্ষেপ দ্বারা কৌরব সৈন্য বিনাশপূর্ব্বক সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিয়াছিলেন; সেইরূপ আমি নারীদেহের ঘৃণার্হতা প্রদর্শনরূপ বাণগণ বিক্ষেপ দ্বারা শত্রুসেনা বিনাশ করিয়া কামের বধসাধন করিব।

বিবে। (সহর্ষে) তবে তুমি শত্রুজয়ের নিমিত্ত সজ্জীভূত হও।

বস্তু। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান।)

বিবে। বেত্রবতি! ক্রোধকে জয় করিবার নিমিত্ত ক্ষমাকে আহ্বান করিয়া আন।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(প্রতীহারীর প্রস্থান ও ক্ষমার সহিত পুনঃপ্রবেশ।)

ক্ষমা। (ধৈর্য্যসহকারে উদ্দেশে) শত্রুগণ ক্রোধান্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর ভ্রুকুটিতরঙ্গ প্রদর্শন ও সায়ংকালীন সূর্য্যকিরণবৎ রক্তবর্ণ ঘোর দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিয়া যে সকল নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যশীল জনগণ নিষ্কম্প নির্ম্মল গভীর সাগরের ন্যায় স্থির থাকিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করেন। (চিন্তা করিয়া) ক্রোধের পরাজয় বিষয়ে কেবল আমিই প্রশস্ত অধিকারী; কারণ অপরের ক্রোধোদয় হইলে, আমার আশ্রিত লোক সকল মৌনী থাকিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা জন্য শ্রম ও শিরঃশূলে ক্লেশ পায় না, নিন্দাবাদ শ্রবণে উপেক্ষা করায় তাহাদের চিত্ততাপ উপস্থিত হয় না এবং বৈরনির্যাতন প্রবৃত্তি হীন হওয়ায় দন্তপীড়নাদি শরীর পেষণ ও হিংসাদি পাপ কিছুই ঘটে না। (উভয়ের পরিক্রমণ।)

প্রতী। প্রিয়সখি! ঐ আমাদের মহারাজ, উহাঁর নিকটে গমন কর।

ক্ষমা। (বিবেকের নিকটে গমন করিয়া) মহারাজের জয় হউক, এই আমি আপনার দাসী ক্ষমা, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি।

বিবে। এস বৎসে! এইখানে ব'স।

ক্ষমা। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ কি নিমিত্ত এ দাসীকে আহ্বান করিয়াছেন, অনুমতি করুন।

বিবে। ক্ষমা! অনুমানে বোধ হয়, এই যুদ্ধে তুমিই দুরাত্মা ক্রোধকে জয় করিতে পারিবে।

ক্ষমা। মহারাজের চরণপ্রসাদে আমি মহামোহকে জয় করিতে সমর্থ; তাহার অনুচর ক্রোধকে জয় করিতে পারি, এ কথা আবার বলিব কি? যে অকারণে বেদপাঠ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও তপস্যার বাধা দিতেছে এবং যাহার দুই চক্ষু হইতে অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বহির্গত হইতেছে, সেই পাপকারী ক্রোধকে আমি মহিষাসুরকে কাত্যায়নীর ন্যায় অবিলম্বে বিনষ্ট করিব।

বিবে। ক্ষমা! তুমি কি উপায়ে ক্রোধকে জয় করিবে, বল শুনি।

ক্ষমা। মহারাজ! নিবেদন করি। আমার আশ্রিত লোক সকল অপরের ক্রোধ সঞ্চার দর্শন করিলে, সহাস্যবদনে তাহাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে। কোনও ব্যক্তিকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখিলে, বিনয় দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করিবে। অন্যের মুখে আত্মনিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে, কুশল প্রশ্ন দ্বারা তাহার মঙ্গল সংবাদ শুনিবে। কেহ প্রহার করিলে, স্বকীয় পাপের ধ্বংস হইল বিবেচনা করিবে। এইরূপ কার্য্যকলাপ দ্বারা ক্রোধ পরাজিত হইবে।

বিবে। ভাল, ভাল।

ক্ষমা। মহারাজ! এইরূপে ক্রোধের পরাজয় হইলেই হিংসা, কটুবাক্য, নিষ্ঠুরতা, মত্ততা, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য প্রভৃতিও পরাজিত হইবে।

বিবে। তবে তুমি তাহাদের বিজয়ের নিমিত্ত গমন কর।

ক্ষমা। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান।)

বিবে। (প্রতীহারীর প্রতি) বেত্রবতি! লোভবিজয়ের নিমিত্ত সন্তোষকে আহ্বান কর।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান ও সন্তোষের সহিত প্রতীহারীর পুনঃপ্রবেশ।)

সন্তো। (চিন্তা করিয়া অনুকম্পাসহকারে) সকল বনেই বহুবিধ বৃক্ষের নানাজাতীয় ফল ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে লাভ করা যায়, তাহাতেই ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে; স্থানে স্থানে পুণ্যনদীর সুশীতল সুস্বাদ জল

ইচ্ছা করিলেই অক্লেশে পাওয়া যায়, তাহাতেই পিপাসা শান্তি হইতে পারে; প্রয়োজন হইলেই অতি মনোহর লতাপল্লবে সুখস্পর্শ শয্যা প্রস্তুত করা যায়, তাহাতেই সুনিদ্রা হইতে পারে; তথাপি যাচকগণ ধনলাভ বাসনায় কাতর হইয়া ধনিজনগণের দ্বারে দাঁড়াইয়া অবজ্ঞা জন্য সন্তাপ সহ্য করে। (উদ্দেশে) অরে মূঢ়লোক সকল! তোমাদের দুঃখের শেষ নাই। তোমরা লোভের বশীভূত হইয়া তুচ্ছ ধনরূপ মৃগতৃষ্ণার্ণব জল পান করিতে ইচ্ছা করিয়া কতবার উদ্যম করিয়াছিলে, তোমাদের সেই সকল উদ্যম কতবার না বিফল হইয়াছে; তথাপি তোমরা প্রত্যাশা ত্যাগ করিতে পারিতেছ না। তোমাদের হৃদয় বজ্র ও প্রস্তরে গঠিত বলিয়া শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। অহে লোভী পুরুষ সকল! তোমরা এত ধন পাইয়াছি, এত ধন পাইব, ইহাকে মূল ধন করিয়া ততোঽধিক লাভ করিব, এইরূপ ধনচিন্তা অনবরতই করিতেছ; কিন্তু জানিতে পারিতেছ না যে, আশাপিশাচী মহামোহরূপ অন্ধকারে পাইয়া তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক সর্ব্বাবয়বে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আরও বলি, তোমরা যদি কোনও প্রকারে ধনলাভ করিয়া থাক; তথাপি সময়ে অবশ্যই তাহার বিনাশ হইবে; নশ্বর লব্ধধনের নাশ ও ধনের অপ্রাপ্তি এই উভয় প্রকারেই তোমাদের ধনবিরহ ঘটিতেছে। লব্ধধন বিনাশ যত ক্লেশ দেয়, ধনের অলাভ তত নহে। এখন বল দেখি, লব্ধের নাশ এবং অলাভ এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। আর কি জান, মৃত্যু তোমাদের মস্তকের উপরিভাগে আনন্দে বারংবার নৃত্য করিতেছে; জরারূপিণী ঘোরসর্পী তোমাদিগকে গ্রাস করিতেছে; মরণের বিলম্ব নাই; লোভের অধীন হইয়া আর কি উপার্জ্জন করিবে; পরিজনরূপ গৃধ্রগণ জগতের সকল বস্তু ভক্ষণ করিতেছে। অতএব অবোধ হেতুক লোভ জন্য গাত্রধূলি সকল বোধরূপ জলরাশিদ্বারা ধৌত করিয়া সন্তোষরূপ অমৃতসাগর জলে মগ্ন হইয়া চিরকাল সুখে থাক।

প্রতী। (সন্তোষের প্রতি) মহাশয়! ঐ মহারাজ বসিয়া আছেন; আপনি উহাঁর নিকটে গমন করুন।

সন্তো। (বিবেক সমীপে গমন করিয়া) মহারাজের জয় হউক; মহারাজ! আমি সন্তোষ, আপনাকে প্রণাম।

করি। (অনুচরের প্রতি) ওহে! সারথিকে সাংগ্রামিক রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিতে বল।

অনু। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান।)

সুসজ্জিত সাংগ্রামিক রথ লইয়া সারথির প্রবেশ।

সারথি। মহারাজ! রথ সুসজ্জিত, আরোহণ করুন।

বিবে। (পূর্ণকুম্ভ দর্শনাদি মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক রথে আরোহণ।)

সারথি। (রথবেগ দর্শন করাইয়া) আয়ুষ্মন্ দেখুন, দেখুন; এই অশ্বগণ অতি দ্রুতগমনবেগে খুরাগ্রচয় দ্বারা ভূমিভাগ কেবল স্পর্শ ও তাহা হইতে ধূলিপটলের উৎক্ষেপ করিতে করিতে রথখানি গগনসীমায় লইয়া যাইতেছে। সমুদ্রমন্থন কালে তাহা হইতে যেরূপ ভয়ানক শব্দ সমুৎপন্ন হইয়াছিল, এই রথের ঘোর ঘর্ঘরধ্বনিও অবিকল সেইরূপ। মহারাজ! ঐ দেখুন, অনতিদূরে ত্রিলোকপাবনী বারাণসী নগরী। ঐ নগরীর সুধাকরকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সৌধশিখর শ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। তাহাতে যে সকল পতাকা উড্ডীয়মান, তাহারা শরৎকালীন নির্ম্মল মেঘের সন্নিহিত বিদ্যুৎরেখার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। যন্ত্রনির্গত জলরাশির ঝর্‌ঝর্ শব্দ সকল সুস্পষ্ট শুনা যাইতেছে। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) মহারাজ! নগরপ্রান্তে এই যে বনভূমি দেখিতেছেন, ইহাতে শ্যামবর্ণ নিবিড় পত্র সকল তরলচ্ছায়া বিস্তার করিতেছে এবং ভ্রমরগণ প্রত্যেক বৃক্ষের প্রতি মুকুলে উপবিষ্ট হইয়া গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে। পুষ্প সকল অতিশয় প্রস্ফুটিত হইয়া মকরন্দ বিন্দু বর্ষণ করায় এখানে যেন বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে। কুসুমসৌরভে ইহার সর্ব্বস্থান আমোদিত। এই স্থানের সমীরণও যেন পাশুপত ব্রতধারী তপস্বীর ন্যায় গঙ্গাজলে অভিষিক্ত ও পুষ্পরেণুরূপ ভস্মরাশিতে শুভ্রবর্ণ হইয়া শ্লথবৃন্ত কুসুমসম্পাতন দ্বারা বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া মধুকর-গুঞ্জন-গানে তাঁহার স্তুতিপাঠ করিতে করিতে চঞ্চল লতাবাহু উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছে।

বিবে। (সানন্দে অবলোকন করিয়া) সারথে! যেমন ব্রহ্মবিদ্যা অজ্ঞান বিনাশ করিয়া মুক্তিপদ প্রদান করে, সেইরূপ এই চন্দ্রশেখরের

লেপন করিয়াছিলেন; তাহাতেই সূর্য্যকে এত লোহিত বর্ণ দেখায়। আপনি যখন নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভীত হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল দশনখে বিদারণ করেন, তখন আপনার দুই হস্ত হইতে বিগলিত বিস্তীর্ণ শোণিতসাগরে ত্রিভুবন মগ্ন হইয়াছিল। ত্রিলোকশত্রু কৈটভাসুরের অতি কঠিন কণ্ঠাস্থিকূট ছেদন করিবার সময় সুদর্শনচক্র হইতে যে বহু-জ্যোতিরুল্কা বহির্গত হইয়াছিল, তাহাতে আপনার উৎকট দোর্দ্দণ্ড অতি প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছিল। আপনি চন্দ্রার্দ্ধমৌলির প্রেমাস্পদ। সমুদ্র মন্থনকালে আপনার বাহুবলপ্রভাবে মন্দরগিরির বিঘূর্ণনে ক্ষুব্ধ ক্ষীরোদ সাগর হইতে উত্থিত লক্ষ্মী ভুজলতা দ্বারা আপনাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার বক্ষঃস্থলে তাঁহার পীনস্তনের পত্রাবলীর চিহ্ন পড়িয়াছিল। সেই রূপ পত্রাবলীলাঞ্ছিত হৃদয়ে যে স্থূল মুক্তাফল মালা শোভা পাইতেছে, তাহার প্রভামণ্ডলে আপনার কণ্ঠদেশ দীপ্যমান। হে বৈকুণ্ঠ দেব! যাহাতে ভক্তজনের সংশয়বন্ধনচ্ছেদ হয়, এরূপ বোধোদয় দান করুন। আপনাকে প্রণাম। (মন্দির হইতে নির্গমন ও বহিঃস্থান দর্শন করিয়া) সারথে! এই উৎকৃষ্ট স্থান বারাণসী আমাদিগের বাসযোগ্য; অতএব এই স্থানেই শিবিরসন্নিবেশ করা যাউক। (উভয়ের প্রস্থান।)

বিবেকোদ্যোগ নামক চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

রঙ্গভূমি—বারাণসী চক্রতীর্থ।

শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা। (চিন্তা করিয়া উদ্দেশে) যেমন প্রবল পবনাহত বৃহৎ বৃক্ষদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে অগ্নি সমুদ্ভূত হইয়া সমস্ত বন দগ্ধ করে, সেইরূপ শত্রুতা সম্ভব ক্রোধ জ্ঞাতিগণের অশেষ কুল বিনষ্ট করে। (সজলনয়নে) স্বজন বিনাশজনিত শোকস্বরূপ অনল দারুণ ও দুর্নিবার। শত শত বিচার

বিষ্ণু। বৎসে! সুহৃদ্‌গণের অভ্যুদয় প্রমাণ দ্বারা অবধারিত হইলেও মন প্রচুর অনিষ্টের আশঙ্কা করে; বিশেষতঃ শ্রদ্ধার বহুদিন না আসা আমার মনে সন্দেহের আরোপ করিতেছে।

শ্রদ্ধা। (বিষ্ণুভক্তির নিকটে গমন করিয়া) দেবি! প্রণাম করি।

বিষ্ণু। (সহর্ষে) এস, এস, শ্রদ্ধা! মঙ্গল ত?

শ্রদ্ধা। আপনার অনুগ্রহে সমস্তই মঙ্গল।

শান্তি। মা! প্রণাম করি।

শ্রদ্ধা। এস, বৎসে! আমায় আলিঙ্গন কর।

শান্তি। (শ্রদ্ধাকে আলিঙ্গন।)

বিষ্ণু। শ্রদ্ধা! যুদ্ধে যাহা হইয়াছে বল।

শ্রদ্ধা। দেবীর প্রতিকূলাচারীদিগের সমুচিত শাস্তি হইয়াছে।

বিষ্ণু। তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কর।

শ্রদ্ধা। দেবি! শ্রবণ করুন। আপনি আদি কেশবের মন্দির হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর, ভগবান্ ভাস্বান্ উদয়গিরিশিখরে আরোহণ করিয়া নিজ পাটলবর্ণ করনিকর বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে, মহামোহ এবং মহারাজ বিবেক এই উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধস্থলে আসিতে লাগিল। তখন বিজয় ঘোষণায় আহূয়মান বীরবর্গের সিংহনাদে দিগ্‌বিভাগ বধির হইয়া গেল। রথযোজিত অশ্বগণের খুরোত্থিত ধূলিপটল সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল। মদমত্ত করিগণের কুম্ভশোভন সিন্দূর তাহাদের কর্ণরূপ করতালের আস্ফালনে উদ্ধগত হইয়া দিঙ্মণ্ডলে অরুণাভা ছড়াইয়া দিল। প্রলয়-কালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্করধ্বনিতে সেই দুই সৈন্যসাগর অতি ভয়ানক রূপ ধারণ করিল। তদনন্তর এই দুই পক্ষের সৈন্যবিন্যাস হইলে, মহারাজ বিবেক ন্যায় দর্শনকে দূত করিয়া মহামোহের সমীপে প্রেরণ করিলেন। ন্যায়দর্শন মহামোহের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, তুমি মদ, মান প্রভৃতি অনুচরবর্গের সহিত বিষ্ণুমন্দির, নদীকূল, পুণ্য বনভূমি ও পুণ্যবানের মন পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছদেশে গমন কর; নতুবা খড়্গাঘাতে তোমার হস্তপদাদি অবয়ব সকল বিদারিত হইবে এবং তাহা হইতে বিগলিত রক্ত-ধারা পান করিয়া পরিতৃপ্ত শৃগালেরা ফেউ, ফেউ রবে আনন্দ প্রকাশ করিবে।

মহেশ্বর বলিয়া থাকেন। জলপ্রবাহ সকল যেমন নানা পথদিয়া আসিয়া শেষে এক সমুদ্রেই পতিত হয়; সেইরূপ যে আগম যে প্রণালী প্রদর্শন করুক না, এক ঈশ্বরই শ্রুতিমূলক সকল আগমেরই প্রতিপাদ্য।

বিষ্ণু। ওগো শ্রদ্ধা! ও কথা থাকুক; তারপর কি হইল?

শ্রদ্ধা। তারপর, উভয় পক্ষের চতুরঙ্গিনী সেনার পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বর্ষাকালীন জলদজালের অজস্র ধারাসহস্র বর্ষণের ন্যায় ধানুষ্কেরা নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিল। অবিলম্বেই তথায় শোণিত নদী বেগে প্রবাহিত হইল। তাহাতে মাংসখণ্ড সকল পতিত হইয়া পঙ্কের অভাব দূর করিল। ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কপক্ষিচয় রুধির পানের আশায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যে সকল বৃহৎ হস্তী শরনিহত হইয়া পর্ব্বতবৎ পতিত হইতে লাগিল, তাহাতে ঐ শোণিত নদীর প্রবাহ প্রবল রূপে প্রতিহত হওয়ায় প্লবমান ছত্র সকল ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। সেই ঘোরতর মহাযুদ্ধে বৌদ্ধশাস্ত্র নাস্তিক শাস্ত্রের অগ্রসর ছিল; কিন্তু উঁহাদের পরস্পর বিরোধ থাকায় পরস্পরের মর্দ্দনে বৌদ্ধশাস্ত্রের বিনাশ হইল। তাহাতে নাস্তিক শাস্ত্র নির্ম্মূল হইয়া বেদান্তাদি শাস্ত্ররূপ সমুদ্রের জলে ভাসিয়া গেল। বৌদ্ধেরা ইহা দেখিয়া সিন্ধু, গান্ধার, পারসীক, মগধ, অঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছে। পাষণ্ড দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতিরা পামরপরিপূর্ণ পাঞ্চাল, মালব, আভীর দেশে গমন করিয়া গুপ্তভাবে রহিয়াছে। নাস্তিকদিগের তর্কশাস্ত্রসকল ন্যায় ও মীমাংসার প্রগাঢ় প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছে।

বিষ্ণু। (অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া) তারপর, তারপর?

শ্রদ্ধা। তারপর, বস্তুবিচার কামের বিনাশসাধন করিল। ক্ষমা ক্রোধ, হিংসা ও নিষ্ঠুরতাকে সংহার করিল। সন্তোষ লোভ, লিপ্সা, চৌর্য্য, যাচ্ঞা, মিথ্যাবাদ ও প্রতিগ্রহের নিগ্রহ করিল। অনসূয়া মাৎসর্য্যকে এবং পরগুণভাবনা মদকে পরাজয় করিল।

বিষ্ণু। বাঃ! উত্তম যুদ্ধ হইয়াছে; বলি, মহামোহের সংবাদ কি?

শ্রদ্ধা। দেবি! মহামোহ যোগ ব্যাঘাতের সহিত কোথায় লুকাইয়া আছে, তা জানি না।

বিষ্ণু। তবেত মহা অনর্থের কিছু শেষ রহিল; উহার পরিহার করা কর্ত্তব্য। কারণ, উপেক্ষা পরবশ হইয়া অগ্নির শেষ, ঋণের শেষ ও শত্রুর শেষ রাখিয়া দিলে, সম্পদ লাভের চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। ভাল তোমায় আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কাম ক্রোধাদি প্রিয়পুত্রগণের বিনাশ হওয়াতে মন কিরূপ অবস্থায় আছে?

শ্রদ্ধা। দেবি! তিনিও পুত্র পৌত্রাদির বিনাশ জনিত শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

বিষ্ণু। (হাস্যপূর্ব্বক) সে প্রাণত্যাগ করিলে, আমরা সকলেই কৃতার্থ হই; পরমপুরুষ আত্মাও সুখী হন; কিন্তু তাহার মৃত্যু কোথায়? সে যাহা হউক, দুরাত্মা মহামোহের মরণ কিরূপে হইবে, সেই চিন্তাই আমি সর্ব্বদা করিতেছি।

শ্রদ্ধা। দেবি! সে জন্য চিন্তা কি? আপনার অনুগ্রহ থাকিলে, প্রবোধ-চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মহামোহকে বিনাশ করিবে।

বিষ্ণু। তবে চল, এখন মনের নিকটে বৈরাগ্য সমাগমের নিমিত্ত বৈয়াসিকী-সরস্বতীকে* প্রেরণ করি। (সকলের প্রস্থান।)

মন ও সঙ্কল্পের প্রবেশ।

মন। (সজলনয়নে) হা পুত্র কাম! হা পুত্র ক্রোধ! হা পুত্র অহঙ্কার! তোমরা কোথায় গিয়াছ, আমার বাক্যের উত্তর দাও। ও রাগ, দ্বেষ, মদ, মান, মাৎসর্য্যাদি সহচরগণ! আমায় আলিঙ্গন কর। আমার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া কাতরতার সহিত) কেহই এই বৃদ্ধ অনাথের বাক্যে উত্তর দিতেছে না। আমার সেই অসূয়া প্রভৃতি কন্যাগণ ও আশা তৃষ্ণাদি পুত্রপৌত্রবধূ সকল কোথায় গেল। আমার মন্দ ভাগ্যের সমকালেই কি তাহারা দৈবকর্তৃক অপহৃত হইল। হায়! হায়! এই শোকজ্বর বিষাগ্নির ন্যায় আমার সর্ব্বশরীরে সঞ্চরণ করিতেছে, দাবাগ্নির ন্যায় মর্ম্ম পুড়াইতেছে এবং তাহাতে দৃঢ় বেদনা প্রদান করিতেছে। সকল অবয়বে অতিশয় যন্ত্রণা দিতেছে, বিবেচনাশক্তির

---

* বৈয়াসিকী-সরস্বতী বেদান্তদর্শন।

বিলোপ করিতেছে, হৃদয়ে চেতনার তিরোভাব ঘটাইতেছে, বলপ্রকাশপূর্ব্বক আমার জীবন গ্রাস করিতেছে। (মূৰ্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত।)

সঙ্কল্প। মহারাজ! শোকে এরূপ বিহ্বল হওয়া উচিত নহে। ধৈর্য্যধারণ করুন, উঠুন্ উঠুন্।

মন। (চৈতন্য প্রাপ্ত ও আশ্বাসিত হইয়া) দেবী প্রবৃত্তিও কেন আমাকে এইরূপ অবস্থায় সান্ত্বনা করিতেছেন না?

সঙ্কল্প। (সজলনয়নে) মহারাজ! দেবী প্রবৃত্তি কি অদ্যাপি জীবিত আছেন। তিনি যে, পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মন। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই হইল। হা প্রিয়ে! তুমি কোথায় আছ, আমার বাক্যে উত্তর দাও। হে দেবি! আমি নিকটে না থাকিলে তুমি স্বপ্নেও সুখী হইতে না; আমিও নিদ্রিতাবস্থায় তোমার বিরহে মৃতবৎ হইতাম। এখন তুমি দৈবের দুশ্চেষ্টায় দূরে গিয়া পড়িয়াছ। আর তোমার সমাগম হইবে না; চির বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! তথাপি আমি জীবিত রহিয়াছি; অতএব প্রিয়ে! তুমি জানিও আমার প্রাণ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, সহজে বিনষ্ট হইবার নহে। (পুনর্ব্বার মূৰ্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত।)

সঙ্কল্প। মহারাজ! আশ্বাসিত হউন, আশ্বাসিত হউন।

মন। (আশ্বাসিত হইয়া) অতঃপর আমার প্রাণধারণের প্রয়োজন নাই। সঙ্কল্প! চিতা, প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি সেই চিতানলে প্রবেশ করিয়া শোকানল নির্ব্বাণ করি।

বৈয়াসিকী সরস্বতীর প্রবেশ।

সর। (উদ্দেশে) ভগবতী বিষ্ণুভক্তি এই কথা বলিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিলেন যে, "সখি! সন্তান বিয়োগ দুঃখে অতি কাতর মনের নিকটে গমন করিয়া তাহাকে প্রবোধ দাও এবং যাহাতে তাহার বৈরাগ্যোদয় হয়, তাহাতে সযত্ন হও।" এখন আমি বিষ্ণুভক্তির সেই আদেশ পালন করিবার জন্য মনের নিকটে গমন করি। (মনের নিকটে গমন করিয়া) বৎস! তুমি শোকে এত কাতর হইয়াছ কেন? সংসারের

সকল বস্তুই অনিত্য ইহাত তুমি পূর্ব্বেই জানিয়াছ। আর পুরাণ ইতিহাসাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়াও জানিতে পারিয়াছ যে, জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। দেখ, কমলযোনি ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেব এবং মধুকৈটভাদি অসুর আর মনু প্রভৃতি মুনি সকলেই বহুশত কল্পকাল জীবিত থাকিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অমর হইতে পারেন না। কোটি অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক পৃথিবী ও সাগরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটিও বিদ্যমান নাই, সকলেরই বিনাশ হইয়াছে। এইরূপ যাবতীয় জন্য পদার্থ যথাযথ সময়ে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব সমুদ্রফেন তুল্য অসার ও অল্পক্ষণ স্থায়ী পঞ্চভূতময় শরীর পঞ্চত্ব পাইলে, মোহের বশীভূত হইয়া শোক করা উচিত নহে। সেই হেতু বলি, সংসারের অনিত্যতার চিন্তা কর। যিনি নিত্য ও অনিত্য বস্তু দেখিতে পান, শোকাবেশ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেহেতু এক ব্রহ্মই সত্য, অতএব তিনি নিত্য; অন্য সকলই কল্পিত, সুতরাং অনিত্য; এইরূপ বিবেচনাবান্ ব্যক্তির নিকট শোক ও মোহ কিছুই নহে।

মন। দেবি! শোকাকুলচিত্তে বিবেচনাই স্থান পায় না; সংসারের অনিত্যতা চিন্তা কিরূপে হইবে!

সর। বৎস! স্নেহদোষে এইরূপ হইয়া থাকে; স্নেহ সকল অনর্থের হেতু, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। দেখ, প্রথমে মনুষ্যগণ সংসারক্ষেত্রে বিষরূপ বহ্নির বীজতুল্য বিষম ক্লেশদায়ক পত্নী নামক বীজগুলি বপন করে। অনতিবিলম্বে তাহা হইতে কতকগুলি বজ্রাগ্নি সদৃশ মারাত্মক স্নেহময় সন্তান নামক অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। পরে সেই সকল অঙ্কুর হইতে শত শত দীপ্তিশীলশাখাসহস্রবিশিষ্ট শোক নামক বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া প্রদীপ্তশিখাসহস্রত্বঃসহ তুষানলের ন্যায় ঐ মনুষ্যদিগের দেহ ক্রমশঃ দগ্ধ করিতে থাকে।

মন। দেবি! যদিও স্নেহবশতঃ এইরূপ হয় জানিতে পারিতেছি; তথাপি শোকানলে এমন দগ্ধ হইতেছি যে, প্রাণধারণ করিতে পারিতেছি না। অন্তিম সময়ে আপনার যে দর্শন পাইলাম, ইহাই মঙ্গলের বিষয়।

সর। বাছা! তুমি জান না, আত্মহত্যার উদ্যমও গর্হিত কার্য্য।

আরও কিছু বলি, শুন। পুত্র পৌত্রাদি পরম শত্রুদিগের নিমিত্ত তোমার একি অত্যন্ত শোকাবেশ। দেখ, উহারা ভবিষ্যতে কখন উপকার করিবে না, পূর্ব্বে কখনও করে নাই, এখনও করিতেছে না। উহারা সুখপ্রদও হয় না; যেহেতু উহাদের বিচ্ছেদ ঘটিলে, নিরর্থক মর্ম্মচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আশ্চর্য্য ও খেদের বিষয় এই যে, তথাপি সকলে উহাদের নিমিত্ত মহাক্লেশ সহ্য করে এবং বিশীর্ণ হইতে থাকে। আরও দেখ, লোভ প্রভৃতি দুর্বৃত্তেরা তোমাকে কি পাপই না করাইয়াছে। তুমি তাহাদের পোষণের নিমিত্ত ধনীদিগের ধনগর্ব্ব হেতু মসীম্লান মুখ দর্শন করিয়া কতকষ্ট অনুভব না করিয়াছ, কত পরিপূর্ণ নদী পার না হইয়াছ, কত দুরারোহ পর্ব্বত লঙ্ঘন না করিয়াছ, কত ক্রূর সত্ত্বসমাকীর্ণ বনভূমিতে প্রবিষ্ট না হইয়াছ।

মন। দেবি! আপনি যাহা বলিলেন, সে সকলই সত্য; কিন্তু তথাপি যাহারা বহুদিন হৃদয়ে সংস্থাপিত হইয়া লালিত হইয়াছে, এরূপ প্রাণতুল্য আত্মজদিগের বিচ্ছেদ মর্ম্মচ্ছেদ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক।

সর। বৎস! মমতানিবন্ধন এরূপ দুঃখ হইয়া থাকে। কথিত আছে, মমতাস্পদ গৃহপালিত কুক্কুট মার্জ্জারভক্ষিত হইলে, যাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হয়, মমতাশূন্য চটক কিংবা মূষিককে বিড়ালে খাইলে, তাদৃশ দুঃখ হয় না। অতএব সকল অনর্থের মূলভূত মমতা ত্যাগ করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্ন কর। দেখ, শরীর হইতে কত কীটের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে তথা হইতে অপসারিত করিবার নিমিত্ত সকলেই যত্ন করিয়া থাকেন। সন্তানও শরীরোৎপন্ন কীট। জগতের এ কি মমতা যে, সেই সন্তান নামক কীটের বিয়োগে সকলেরই দেহকে বিশীর্ণ করিয়া ফেলে।

মন। দেবি! সন্তানগণ শরীরের অন্যতম কীট স্বরূপ বটে; তথাপি মমতা গ্রন্থি ছেদন করা অতি দুষ্কর বিবেচনা করি। হে ভগবতি! যে উপায়ে জীবগণ নিরন্তর অনুশীলন দ্বারা দৃঢ়ীকৃত ও স্নেহসূত্র গ্রথিত মমতাপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা আপনি জানেন কি?

সর। বাছা! জন্যবস্তু সকলই অনিত্য, নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করাই মমতাপাশ ছেদনের প্রথম উপায়। দেখ, এই আবহমান বিস্তারিত

সংসারে তুমি কত কোটিবার আসিয়াছ এবং কত কোটিবার গিয়াছ। তোমার কত কোটি পিতা, পুত্র, কলত্র, পিতৃব্য ও পিতামহের মৃত্যু হইয়াছে। এবারেও তোমাকে যাইতে হইবে এবং পুনর্ব্বার আসিয়া আবার যাইবে। আবার তোমার পিতা পুত্র প্রভৃতির মৃত্যু হইবে। এইরূপে মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত তোমাকে যাতায়াত করিতে হইবে এবং তোমার পুত্র কলত্রাদির সংযোগ বিয়োগ ঘটিবে। অতএব এই সংসারে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সুহৃৎকে বিদ্যুৎপাতের ন্যায় উজ্জ্বল ও ক্ষণসঙ্গম জানিয়া সুখী হও।

মন। দেবি! আপনার প্রসাদে আমার মমতা দূর হইয়াছে; কিন্তু আপনার মুখচন্দ্রের কিরণ হইতে বিগলিত বিমল উপদেশ পীযুষে আমার হৃদয় ধৌত হইলেও শোকতরঙ্গ তাহাকে মলিন করিতেছে। যদি এই আদ্র প্রহারের কোনও ঔষধ থাকে, বলিয়া দিন্।

সর। বাছা! মুনিগণ বলিয়াছেন যে, অচিন্তাই সহসা উৎপন্ন, মর্ম্মভেদী আদ্র গাঢ় শোক প্রহারের মহৌষধ।

মন। ভগবতি! ইহা সত্য বটে; কিন্তু আমার চিত্ত দুর্নিবার। যেমন মেঘখণ্ড সকল বাতাহত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলকে বারংবার আচ্ছাদিত করে; সেইরূপ আমার চিত্তকে নিবারিত করিয়া রাখিলেও চিন্তা সন্তান আসিয়া ইহাকে অভিভূত করে।

সর। বৎস! যাহা বলি শুন, এখন শান্তিরসাশ্রিত কোনও বিষয়ে চিত্তনিবেশ কর; তাহা হইলে, চিন্তা চিত্তকে অভিভূত করিতে পারিবে না।

মন। দেবি! তবে আজ্ঞা করুন, ঐ শান্তিরসাশ্রিত বিষয় কি প্রকার।

সর। বাছা! যদিও ইহা অতি গোপনীয়; তথাপি শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে এতদ্বিষয়ের উপদেশ দিতে কোনও দোষ নাই। তুমি নিত্য নবনীরদ নীলকলেবর, উদার হার কেয়ূর কিরীট কুণ্ডলালঙ্কৃত, সাকার ঈশ্বর হরিকে স্মরণ করিবে অথবা শোকস্পর্শ শূন্য, নিত্যানন্দ, নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এইরূপ করিলে, দারুণ গ্রীষ্মের সময় শীতল হ্রদে প্রবেশ করিয়া লোকে যেরূপ অতুল আনন্দ অনুভব করে, তুমি সেইরূপ

অনুপম আনন্দ ভোগ করিবে। তাহাতেই শান্তিলাভ হইবে; শোক, তাপ, দুশ্চিন্তা কিছুই থাকিবে না।

মন। (ক্ষণকাল মুদ্রিতনয়নে পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগের পর প্রফুল্লবদনে) ভগবতি! আপনার অনুগ্রহে আমার পরমানন্দ রসের স্বাদগ্রহ হইল। (সরস্বতীর পাদদ্বয়ে পতন।)

সর। বৎস! এখন তোমার হৃদয় উপদেশ ধারণের উপযুক্ত হইয়াছে; অতএব আরও কিছু বলিতেছি, শুন। পিতা, পুত্র অথবা সুহৃদের মৃত্যু হইলে, জড়বুদ্ধি মূর্খলোকেরা শোকে উদরতাড়ন পূর্ব্বক অতিশয় সন্তপ্ত হয়, কিন্তু এই পরিণাম বিরস অসার সংসারে পিতা পুত্র প্রভৃতির বিয়োগ পণ্ডিতগণের মনে শান্তি সুখ বিস্তার করিয়া বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সাধন করে।

বৈরাগ্যের প্রবেশ।

বৈরাগ্য। (উদ্দেশে) যদি বিধাতা নবীন নীলোৎপলের প্রান্তভাগের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম আয়ত চর্ম্মাবরণে আবৃত না করিয়া শরীরের সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কাক, গৃধ্র ও ব্যাঘ্র আসিয়া অনাবৃত শরীরচ্যুত রক্তমাংস ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত বারংবার আগ্রহ প্রকাশ করিত; তাহাদিগকে নিবারণ করা অসাধ্য হইত। আরও দেখ, বিষয়জ সুখ বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল এবং পরিণাম বিরস। সকল দেহেই বিপদ্ বিদ্যমান। প্রচুর ধনেরও বিনাশ আছে। লোকমাত্রই গুরুতর শোকের আশ্রয়। যোষিৎকুল সর্ব্বদা সকল অনর্থের মূল। কি দুঃখের বিষয়! এই সকল তত্ত্ব জানিয়া শুনিয়াও সকলে ক্লেশের হেতুভূত এই সংসার বাসনা পথে বিচরণ করে; পরব্রহ্মে রত হয় না।

সর। বৎস! এই তোমার নিবৃত্তি পত্নীর গর্ভজাত পুত্র বৈরাগ্য উপস্থিত, ইহাকে সম্ভাষণ কর।

মন। বাছা বৈরাগ্য! তুমি কোথায়?

বৈরাগ্য। (মনের নিকট গমন করিয়া) পিতঃ! এই আমি, প্রণাম করি। (প্রণিপাত।)

মন। চিরজীবী হও। বৎস! তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াই আমায়

পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে; এখন তোমার পুনরাগমনে আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এস, আমায় একবার আলিঙ্গন কর।

বৈরা। যে আজ্ঞা। (মনকে আলিঙ্গন।)

মন। বৎস! তোমাকে দেখিয়া আমার কাম ক্রোধাদি বিয়োগের শোক নিবারণ হইল।

বৈরা। মহাশয়! পুত্রাদির বিনাশে শোক করা কি উচিত। যেমন পথিমধ্যে এক পথিকের সহিত অন্য এক পথিকের মিলন হয়, যেমন নদীতে স্রোতোবেগে উহ্যমান বৃক্ষ সকলের পরস্পর সংযোগ হয়, যেমন আকাশপথে বায়ুচালিত মেঘাদিগের পরস্পর সংস্পর্শ হয়, যেমন সাগরপৃষ্ঠে সাংযাত্রিকগণের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু প্রভৃতি প্রিয়জনগণের সহযোগ ঠিক সেইরূপ। অতএব যখন উহাদের বিশ্লেষের মত পিতা পুত্র প্রভৃতির বিয়োগ সিদ্ধির কখনই অন্যথা হয় না; তখন তাহাদের নিমিত্ত জ্ঞানিগণের শোকোদয় কি?

মন। (সানন্দে সরস্বতীর প্রতি) দেবি! বৈরাগ্য যথার্থ কথাই বলিয়াছে। ইহার কথায় আমার অজ্ঞানরাশি বিনষ্ট হইল। এখন আমি নব যৌবনবতী কামিনী, মধুর শব্দায়মান মধুকর বিশিষ্ট মহীরুহ ও প্রফুল্ল নবমল্লিকার সৌরভপূর্ণ মন্দসমীরণকে মরীচিকার্ণব জলের ন্যায় অলীক বোধ করিতেছি।

সর। বৎস! তুমি বৈরাগ্যের বক্তৃতায় নির্ম্মলচিত্ত হইলে বটে; কিন্তু গৃহী লোককে ক্ষণকালও অনাশ্রমী হইয়া থাকিতে নাই। অতএব আজি অবধি তোমার পত্নী নিবৃত্তিই তোমার সহচারিণী হউন।

মন। (লজ্জানম্রমুখে) দেবীর আদেশ অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

সর। বৎস! শম, দম, সন্তোষ প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ তোমার সেবা করুক্। যম, নিয়মাদি অমাত্যবর্গ তোমার সহচর হইয়া থাকুক্। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবেক তোমার অনুগ্রহে উপনিষদ্দেবীর সহিত যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হউক্। মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা ইহারা চারি ভগিনী। ইহাদিগকে ভগবতী বিষ্ণুভক্তি পরিচারিকা করিয়া তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন, অতএব ইহারা সর্ব্বদাই তোমার নিকটে থাকুক্।

মন। আপনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন, সে সকলই মস্তকে ধারণ করিলাম, অবশ্যই পালন করিব। (সহর্ষে সরস্বতীর পাদদ্বয়ে প্রণাম।)

সর। বৎস! তুমি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির প্রতি সাদর দৃষ্টিপাত করিও এবং ইহাদিগকে সঙ্গে রাখিয়া চিরকাল সাম্রাজ্য করিতে থাক। তুমি সুস্থ থাকিলে, আত্মাও প্রকৃতিস্থ হইবেন। কারণ, যেমন একমাত্র সূর্য্যদেব সাগরতরঙ্গমালায় নানা সূর্য্যের মত প্রকাশ পান, সেইরূপ নিত্য আত্মাও একমাত্র হইয়া তোমার সঙ্গ বশতঃ বুদ্ধিবৃত্তিভেদে নানা আত্মার মত হইয়া জন্ম, জরা, মরণরূপ আপদে পতিত হন। বৎস! যদি তুমি সাংসারিক ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া সুস্থির হইয়া থাক, তাহা হইলে সেই নিত্যানন্দ আত্মাও নির্ম্মল দর্পণগত মুখ প্রতিবিম্বের ন্যায় এক বলিয়া প্রতীত হন। বাছা! তোমাকে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন তুমি জ্ঞাতিগণের তর্পণ করিবার নিমিত্ত ভাগীরথী জলে অবতরণ কর। আমি চলিলাম।

মন। যে আজ্ঞা, এখনই যাইতেছি। (সকলের প্রস্থান।)

বৈরাগ্যোৎপত্তি নামক পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

রঙ্গভূমি—বারাণসী।

শান্তির প্রবেশ।

শান্তি। (উদ্দেশে) মহারাজ বিবেক আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, "শান্তি! জানিয়াছত মনের কাম ক্রোধাদি পুত্রগণের মৃত্যু এবং তাঁহার মদ, মান, রাগ, দ্বেষ, মাৎসর্য্য এই পাঁচজন আত্মীয়ের বিনাশ হওয়াতে মহামোহ ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। মন বৈরাগ্যকে পাইয়া শান্ত ও সুস্থির

হইয়াছেন; এখন আত্মা সর্ব্বত্র তত্ত্বজ্ঞানের বিস্তার করিবেন। অতএব তুমি উপনিষদ্দেবীকে অনুনয় করিয়া শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর।” (অবলোকন করিয়া) এ কি! আমার মাতা শ্রদ্ধা প্রফুল্ল মনে কি বলিতে বলিতে এই দিকেই আসিতেছেন।

শ্রদ্ধার প্রবেশ।

শ্রদ্ধা। (উদ্দেশে) আহা! বহুদিনের পর আজি মহারাজ বিবেকের রাজধানী দর্শন করিয়া আমার নয়ন দুটি অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় শীতল হইল। এখানে কাম ক্রোধাদি অসৎ লোকদিগের নিগ্রহ ও যমনিয়মাদি সাধুজনগণের আদর হইয়াছে এবং বশীভূত অনুজীবী যমনিয়মাদি কর্তৃক জগৎস্বামীর আরাধনা হইতেছে দেখিয়া আমি অতুল আনন্দ লাভ করিলাম।

শান্তি। (শ্রদ্ধার নিকটে গমন করিয়া) মা! আপনি কি বলিতে বলিতে কোথায় যাইতেছেন?

শ্রদ্ধা। কেও, বাছা শান্তি; দেখ বাছা! আজি এই রাজধানী দর্শন করিয়া আমার চক্ষু চরিতার্থ হইল। এখানে কাম ক্রোধাদি অসৎলোক-দিগের নিগ্রহ ও যমনিয়মাদি সাধুজনগণের আদর হইয়াছে এবং বশীভূত অনুজীবী যম নিয়মাদি কর্তৃক জগৎস্বামীর আরাধনা হইতেছে দেখিয়া আমি অতুল আনন্দ লাভ করিলাম।

শান্তি। মা! এখন মনের প্রতি আত্মার কিরূপ অনুরাগ?

শ্রদ্ধা। যাহাকে বধ করিতে কিংবা নিগ্রহ করিতে হয়, তাহার প্রতি যেরূপ হইয়া থাকে।

শান্তি। তবে কি, আত্মা স্বয়ংই স্বর্গরাজ্য অলঙ্কৃত করিবেন?

শ্রদ্ধা। হাঁ! এই রূপ বোধ হয় বটে; কিন্তু মন যদি আত্মার অনুগত থাকেন, তাহা হইলে, কেবল স্বর্গের রাজা কেন, সর্ব্বরাজ্যের অধীশ্বর হইবেন।

শান্তি। মায়ার প্রতি আত্মার কি প্রকার অনুগ্রহ?

শ্রদ্ধা। মায়ার প্রতি নিগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, কি জন্য

তাহার প্রতি আত্মার অনুগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আত্মা মায়াকে সকল অনর্থের মূল জানিয়া তাহাকে নিগ্রহের যোগ্য বিবেচনা করিতেছেন।

শান্তি। যদি এরূপ হইয়া থাকে, তবে এখন রাজপরিবারের ব্যবহার কিরূপ?

শ্রদ্ধা। শুন, এখন নিত্যানিত্য বিবেচনা সুমতির সখী হইয়াছে। বৈরাগ্য মনের সুহৃৎ ও যমনিয়মাদি তাঁহার সহায় হইয়াছে। এখন মন শম, দমাদির সহিত যুক্তি করিয়া কার্য্য করিতেছেন। মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা ও তিতিক্ষা তাঁহার পরিচারিকা হইয়াছে। মুমুক্ষা* আত্মার পত্নী এবং মোহ, মমতা, সংকল্প ও বিষয়াসঙ্গ তাঁহার উচ্ছেদ্য শত্রু হইয়াছে।

শান্তি। মা! আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখন সকাম ধর্ম্মের সহিত আত্মার কিরূপ প্রণয়?

শ্রদ্ধা। বৈরাগ্যের সন্নিধি অবধি আত্মা ঐহিক ও পারত্রিক ভোগাভিলাষে নিতান্ত বিরত হইয়াছেন। তিনি পাপফল নরককে যেরূপ ভয় করিয়া থাকেন, পুণ্যফল নশ্বর স্বর্গাদিকেও সেইরূপ ভয় করিতেছেন। তাঁহার আর কোন কামনা নাই। এখন তিনি সকাম ধর্ম্মের নামও করেন না। কিন্তু ঐ সকাম ধর্ম্ম আত্মার প্রতিকূল ভাব চিন্তা করিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য জানিয়া স্বয়ংই শিথিলব্যাপার হইয়াছেন।

শান্তি। মহামোহ যে সকল যোগোপসর্গকে সঙ্গে লইয়া লুক্কায়িত হইয়াছিল, তাহাদিগের সংবাদ কি?

শ্রদ্ধা। সেই হতভাগ্য মহামোহ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও আত্মার সাংসারিক সুখে রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত মধুমতীসিদ্ধির† সহিত যোগোপসর্গদিগকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিল। তাহাতে মহামোহের অভিপ্রায় এই যে, আত্মা ইহাদিগের প্রতি অনুরক্ত হইলে বিবেকের ও উপনিষদের চিন্তাও করিবেন না।

শান্তি। তারপর, তারপর?

শ্রদ্ধা। তারপর, তাহারা আত্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া কোনও

---

* মুমুক্ষা-মুক্তিবাসনা।

† যে সিদ্ধি দ্বারা অভিলষণীয় ভোগ্যবস্তু সকল ইচ্ছানুসারে সমাহৃত হয়, তাহাকে মধুমতীসিদ্ধি কহে।

ইন্দ্রজালবিদ্যা প্রদর্শন করিল। তখন আত্মা শতযোজন দূর হইতে শব্দ সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমীপে বেদ, পুরাণ ও ভারতের অশ্রুতপূর্ব্ব কথা, গাথা সকল আকাশে উচ্চারিত হইতে লাগিল। তখন তিনি স্বয়ং ইচ্ছানুসারে বিশুদ্ধ পদ সকল যোজনা করিয়া নানা শাস্ত্র বা বিবিধ কাব্য রচনা করিতে লাগিলেন। বিনা পদক্ষেপে নানা স্থান ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন, উজ্জ্বলপ্রভাবিশিষ্ট সুমেরুর রত্নভূমি দর্শন করিলেন। এইরূপে আত্মা মধুমতীসিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, সুমেরুবাসাভিমানিনী দেবাঙ্গনারা তাঁহাকে প্রলোভন দ্বারা প্রতারিত করিল। বলিল, ' ওহে সুপুরুষ এখানে এস, এই স্থানে জরা নাই, মৃত্যু নাই ; ইহা স্বভাবতই রমণীয়। এই দেখ, বিবিধ বেশভূষায় অলঙ্কৃত, রূপলাবণ্যবিলাসবতী প্রণয়মনোহারিণী বিদ্যাধরী সকল মঙ্গলার্ঘ্য হস্তে করিয়া তোমার অভ্যর্থনার নিমিত্ত উপস্থিত রহিয়াছে। তুমি এই স্থানে আসিয়া স্বর্ণসিকতাময় প্রদেশে বহমান বহুনদীতে অবগাহন করিয়া সুশীতল হইতে থাক, মরকতমণিময় পত্রে সুশোভিত মনোহর বনরাজিতে নিত্য বিচরণ করিয়া অনুপম আনন্দের অনুভব কর, নিবিড় নিতম্ব ভারে মন্থরগতি কামিনীগণের সহবাসসুখ সম্ভোগ কর এবং নিজ পুণ্যোপার্জ্জিত ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হও।"

শান্তি। তারপর, তারপর ?

শ্রদ্ধা। পুত্রি ! তাহা শুনিয়া মায়া বলিল, ইহা আত্মার পক্ষে শ্লাঘনীয়। মনও উক্ত বিষয়ে অনুমোদন করিল। সঙ্কল্পও আত্মাকে উৎসাহ প্রদান করিল। আত্মাও তাহাতে সম্মত হইলেন।

শান্তি। (সখেদে) হায়! হায়! আত্মা আবার সেই সংসার মায়া-জালে পতিত হইলেন।

শ্রদ্ধা। না, না, তিনি সংসার মায়াজালে পতিত হন নাই।

শান্তি। তবে কি হইল ?

শ্রদ্ধা। ঐ সময়ে আত্মার পার্শ্ববর্ত্তী তর্ক মধুমতীসিদ্ধি ও যোগোপসর্গ সকলের প্রতি ক্রোধারুণলোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া আত্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন যে, "স্বামিন্ সভাতর্কের মত সমাপ্ত রহিত এই সকল বিষয়ামিষ

গৃধ্নুর সংসর্গ ত্যাগ করুন। আপনি যে পুনর্ব্বার বিষয় রূপ বিষম অঙ্গার রাশিতে পতিত হইয়াছেন, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না? ভবসমুদ্র পার হইবার নিমিত্ত যে যোগতরণী আশ্রয় করিয়াছেন, ভোগলালসায় মত্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেন এখন অঙ্গার নদীতে অবগাহন করিতে যাইতেছেন?"

শান্তি। (সহর্ষে) তারপর, তারপর?

শ্রদ্ধা। তারপর, আত্মা তর্কের সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অনুচর-গণের সহিত মধুমতীসিদ্ধিকে হেয়জ্ঞান করিয়া বিষয় বাসনা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

শান্তি। (পরমানন্দে) সাধু, সাধু, আত্মার এই কার্য্যে আমি পরম সুখী হইলাম। মা! আপনি এখন কোথায় যাইতেছেন?

শ্রদ্ধা। মহারাজ বিবেককে দেখিবার নিমিত্ত আত্মার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া, তিনি বিবেককে শীঘ্র আনিয়া দিবার জন্য আমায় আদেশ করিয়াছেন; অতএব আমি মহারাজ বিবেকের নিকট গমন করিতেছি।

শান্তি। মহারাজ বিবেকও আমায় উপনিষদ্দেবীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন। তবে চলুন, আমরা তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিগে। (উভয়ের প্রস্থান।)

আত্মার প্রবেশ।

আত্মা। (উদ্দেশে সহর্ষে) ভগবতী বিষ্ণুভক্তির কি আশ্চর্য্য মহিমা! তাঁহারই প্রসাদে আমি যাচ্ঞা ক্লেশরূপ মহাতরঙ্গ সকল অতিক্রম করিয়াছি, ভয়ঙ্কর মমতাবর্ত্ত পরিহার করিয়াছি, মিত্র কলত্রাদি রূপ মকর কুম্ভীর-গণের গ্রাসবন্ধন লঙ্ঘন করিয়াছি, ক্রোধরূপ বাড়বাগ্নি পরিত্যাগ করিয়াছি, লালসারূপ লতাগ্রন্থি সকল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। এখন আমার সংসার-সাগরের পরপার প্রাপ্তির অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। (উপবেশন।)

উপনিষৎ ও শান্তির প্রবেশ।

উপ। সখি! যিনি একাকিনী আমাকে ইতর লোকের স্ত্রীর মত

বহুকালাবধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন কি করে আমি সেই নির্দ্দয় স্বামীর মুখাবলোকন করিব ?

শান্তি। দেবি! কেন তাঁহাকে ভৎসনা করিতেছেন ? তিনি অতি বিপদে পড়িয়াছিলেন বলিয়া আপনার নিকটে আসিতে পারেন নাই।

উপ। সখি! আমার যে কি দুর্দশা হইয়াছিল, তাহাত তুমি দেখ নাই, তাই এরূপ বলিতেছ। আমার স্বামী, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করিলে পর, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন্ কোন্ অরসিক পাপিষ্ঠেরা আমাকে দাসী করিবার নিমিত্ত চেষ্টা না করিয়াছে। দুর্ব্বৃত্তেরা আমাকে হস্তে ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করাতে আমার দুই হাতের কঙ্কণ শ্রেণীর মণি সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহারা শিরোরত্ন গ্রহণ করিয়া আমার কেশপাশ দূষিত করিয়াছে।

শান্তি। দেবি! মহামোহের দুশ্চেষ্টায় এই সকল ঘটিয়াছিল। ইহাতে মহারাজ বিবেকের কোন অপরাধ নাই। যেহেতু সেই দুরাত্মা মহামোহই কাম ক্রোধাদি দ্বারা মনকে অসদর্থে লওয়াইয়া বিবেককে দূরীভূত করিয়াছিল, আর কি জান, স্বামী কোন বিপদে পড়িলে তাঁহার সময় প্রতীক্ষা করা কুলবধূদিগের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। অতএব আসুন; দর্শন ও প্রিয়ালাপ দ্বারা স্বামীর সন্তোষসাধন করুন এখন তাঁহার সকল শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে; সম্প্রতি তিনি পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন।

উপ। সখি! যখন আমি এখানে আসি, তখন বাছাগীতা আমাকে নির্জ্জনে বলিয়া দিয়াছে যে, ভর্ত্তা বিবেকের ও আর্য্য শ্বশুর আত্মার প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষা করিও। তাহা হইলে প্রবোধচন্দ্র নামে পুত্র জন্মিবে। কিন্তু আমি গুরুজনগণের সমক্ষে কেমন করিয়া বাচালতা প্রকাশ করিব, আর কিরূপেই বা স্বামীর সহিত আলাপ করিব।

শান্তি। গীতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। ভগবতী বিষ্ণুভক্তিও প্রবোধচন্দ্রোদয়ের কথা মহারাজ বিবেক ও আত্মাকে কহিয়াছেন। তবে এখন স্বামী ও আত্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করুন।

উপ। সখি! তবে চল, তোমার বাক্য রক্ষা করি।

(পরিক্রমণ।)

মহারাজ বিবেক ও শ্রদ্ধার প্রবেশ।

বিবে। শ্রদ্ধা! শান্তি কি প্রিয়া উপনিষৎকে দেখিতে পাইবে?

শ্রদ্ধা। মহারাজ! শান্তি তাঁহার অবস্থিতিস্থান অবগত হইয়া গমন করিয়াছে, কেন তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না?

বিবে। প্রিয়ার অবস্থানস্থান শান্তি কিরূপে জানিল?

শ্রদ্ধা। কেন? দেবী বিষ্ণুভক্তি ত এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, উপনিষদ্দেবী তর্কবিদ্যার ভয়ে মন্দরপর্ব্বতে বিষ্ণুগৃহে গীতার সহিত বাস করিতেছেন।

বিবে। তর্কবিদ্যা হইতে তাঁহার আবার ভয় কি?

শ্রদ্ধা। সে কথা তিনি নিজেই আপনাকে বলিবেন। তবে আসুন মহারাজ, ঐ দেখুন, আত্মামহাশয় নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বিবে। (আত্মার নিকটে গমন করিয়া) মহাশয়! আমি বিবেক প্রণাম করি। (প্রণিপাত।)

আত্মা। বৎস বিবেক! তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া উপদেশ দান দ্বারা আমার পিতৃস্থানীয় হইয়াছ; অতএব তুমি যে আমাকে প্রণাম কর ইহা নীতিবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রের অননুমোদিত। পূর্ব্বকালে দেবগণ পুত্রদিগকে জ্ঞানোপদেশ করিতে কহিয়াছিলেন। ঐ সকল পুত্র জ্ঞানশিক্ষা দিবার সময় পিতৃগণকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। সেইরূপ আমিও যখন তোমার নিকট জ্ঞানশিক্ষা করিয়াছি, তখন তুমি আমার জ্ঞানোপদেষ্টা পিতা ভিন্ন আর কি হইতে পার।

শান্তি। (উপনিষদের প্রতি) দেবি! ঐ দেখুন, আত্মামহাশয় মহারাজ বিবেকের সহিত নির্জ্জনে বসিয়া আছেন, উঁহার নিকটে গমন করিয়া প্রণাম করুন।

উপ। (আত্মার নিকটে গমন।)

শান্তি। (আত্মার প্রতি) মহাশয়! উপনিষদ্দেবী আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন,।

আত্মা। না, না, উনি যেন আমায় প্রণাম করেন না, যেহেতু উনি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া আমার মাতৃতুল্যা ও নমস্যা হইয়াছেন। অথবা অনুগ্রহ বিধান বিষয়ে উনি মাতৃ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কারণ মাতা মমতা পাশে দৃঢ়তর বন্ধন করেন. ঐ উপনিষদ্দেবী সেই পাশবন্ধন ছেদন করেন।

উপ। (বিবেককে দেখিতে পাইয়া নমস্কার করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন।)

আত্মা। মা! আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন?

উপ। মহাশয়! আমি এতদিন মঠ, চত্বর ও শূন্য দেবালয়ে মূর্খ বাচাল লোকদিগের সহিত বাস করিয়াছিলাম।

আত্মা। যাহাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহারা কি আপনার নিগূঢ় ভাব জানিতে পারিয়াছে?

উপ। না, না, তাহারা দ্রাবিড় দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বাক্যের মত আমার বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে নানাবিধ অর্থ কল্পনা করিয়াছে। পরধন হরণ করাই এইরূপ অর্থ কল্পনার প্রয়োজন, আমার বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে।

আত্মা। তারপর, তারপর?

উপ। তারপর, কোনও সময়ে পথিমধ্যে কৃষ্ণসার চর্ম্ম, অগ্নি, সমিধ, ঘৃত, স্রুক্ স্রুবাদি পাত্র, যজ্ঞীয় পশু, সোমলতা ও যজ্ঞ সকল দ্বারা পরিবৃত যজ্ঞবিদ্যার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাক্ষাৎ হইবার পর দেখিলাম যে, কর্ম্মবোধক শ্রুতিসমুদায় তাহার ক্রিয়া কলাপ দেখাইয়া দিতেছে।

আত্মা। তারপর, তারপর?

উপ। তাহারপর, আমি ভাবিলাম যে, এই পুস্তক ভারবাহিনী যজ্ঞবিদ্যা কি আমার তত্ত্ব জানিতে পারিবেন, তা দেখি কয়েকদিবস ইহার নিকট বাস করিলেই বুঝিতে পারিব।

আত্মা। তাহার পর, তাহার পর?

উপ। পরে আমি তাঁহার সন্নিহিত হইলে, তিনি আমাকে বলিলেন যে, ভদ্রে তুমি কি মানসে আমার নিকট আগমন করিলে? তাহাতে আমি উত্তর করিলাম যে, আর্য্যে! আমি অনাথা, আপনার আশ্রয়ে কিছু দিন থাকিতে ইচ্ছা করি।

আত্মা। তারপর কি হইল?

উপ। তারপর তিনি বলিলেন, তুমি এখানে থাকিয়া কি করিবে? তাহাতে আমি বলিলাম। যাঁহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি এবং যাঁহাতে বিশ্বের স্থিতি ও লয় হয়, যাঁহার জ্যোতিতে জগৎ সুপ্রকাশিত, যিনি সহজানন্দ উজ্জ্বল তেজঃস্বরূপ, যোগিগণ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভের নিমিত্ত দ্বৈতান্ধকার অতিক্রম করিয়া যে বিষয় ব্যাবৃত্ত ক্রিয়াহীন সনাতন সর্ব্ব-ভূতেশ্বরের উপাসনা করেন, আমি এখানে থাকিয়া সেই পরম পুরুষের স্তব করিব। আমার এই কথা শুনিয়া যজ্ঞবিদ্যা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, ক্রিয়াহীন পুরুষ কেমন করিয়া সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী ও সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইবেন। ক্রিয়াই ভববন্ধন ছেদন করে। অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ নহে। এই হেতু লোকে মুক্তিপ্রদ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শান্তচিত্তে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে। অতএব আমার বিবেচনায় ক্রিয়াহীন পুরুষের স্তুতি করিবার নিমিত্ত এখানে তোমার থাকিবার প্রয়োজন নাই। তবে যদি পাপ পুণ্যের কর্ত্তা ও তাহার ফল ভোক্তা জীবাত্মার স্তব করণার্থ এ স্থানে কিছুকাল থাকিতে ইচ্ছা কর, তাহাতে কোন দোষ দেখিতেছি না।

বিবে। (হাস্যপূর্ব্বক) কি আশ্চর্য্য! যজ্ঞকুণ্ডের ধোঁয়া লাগিয়া যজ্ঞবিদ্যার দুই চক্ষুর সহিত তাঁহার বোধশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাতেই তিনি কুতর্ক দূষিত হইয়া এরূপ কথা কহিয়াছেন। তিনি কি জানেন না, ঈশ্বরের স্বয়ং কর্তৃত্ব না থাকিলেও, তৎপ্রেরিত মায়ার কর্তৃত্বাধীন তাঁহার কর্তৃত্ব। যেমন অচল ও অচেতন লৌহ অয়স্কান্ত মণির আকর্ষণশক্তিতে তাহার নিকট বেগে গমন করে, সেইরূপ মায়া বিশ্বেশ্বরের সিসৃক্ষা*প্রেরিত হইয়া সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

*সিসৃক্ষা-সৃষ্টিকরিবার ইচ্ছা।

যিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও স্বভাবতঃ নীল পৃথিব্যাদি সপ্তভুবন স্বকীয় কিরণে প্রকাশ করেন, সেই অদ্বিতীয় পুরুষকে জানিতে পারিলেই মোক্ষলাভ হয়। সেই ঈশ্বরজ্ঞানব্যতিরেকে ক্ষিতিমণ্ডলে মুক্তিপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।

আত্মা। তারপর, তারপর ?

উপ। তারপর যজ্ঞবিদ্যা ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া আমাকে বলিলেন, সখি উপনিষৎ! আমার ছাত্রগণ তোমার সংসর্গে থাকিলে বাসনা পরিত্যাগ করিবে এবং কর্ম্মকাণ্ডে শ্লথাদর হইবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া অন্য কোন অভিলষিত প্রদেশে গমন কর।

আত্মা। তারপর কি হইল ?

উপ। তারপর আমি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিলাম।

আত্মা। তদনন্তর ?

উপ। তদনন্তর গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে যজ্ঞবিদ্যার সহচরী মীমাংসার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, শ্রুতি ও স্মৃতি তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া কর্ম্মবিশেষের অধিকার বিশেষ নির্দ্দেশ করিতেছে। আর তিনি ঐ সকল কর্ম্মে উপদিষ্ট ও অতিদিষ্ট নানা অঙ্গ যোজনা করিতেছেন।

আত্মা। তারপর, তারপর ?

উপ। তারপর আমি তাঁহারও নিকট কিছুদিন বাস করিতে চাহিলাম। তাহাতে তিনিও আমাকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি জন্য আমার নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ ? তাহার পর মহাশয়! আমি বলিলাম, যাঁহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি এবং যাঁহাতে বিশ্বের স্থিতি ও লয় হয়; যাঁহার জ্যোতিতে জগৎ সুপ্রকাশিত; যিনি সহজানন্দ উজ্জ্বল তেজঃস্বরূপ যোগিগণ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের নিমিত্ত দ্বৈতান্ধকার অতিক্রম করিয়া যে বিষয় ব্যাবৃত্ত ক্রিয়াহীন সনাতন সর্ব্বভূতেশ্বরের উপাসনা করেন; আমি এখানে থাকিয়া সেই পরম পুরুষের স্তব করিব।

আত্মা। তারপর, তারপর ?

উপ। তারপর, মীমাংসা পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্যদিগকে বলিলেন, এই উপ-

নিষৎ লোকান্তর ফলোপভোগ যোগ্য জীবাত্মার স্তুতিপাঠ বিষয়ে উপযুক্ত; অতএব এই কার্য্যোপযোগিনীকে গ্রহণ করা যাউক। তাহাদিগের মধ্যে কোনও এক শিষ্য তাহাতে অনুমোদন করিল; কিন্তু কুমারিলস্বামী নামে অন্য এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানমীমাংসক শিষ্য মীমাংসাকে কহিল, দেবি! উপনিষৎ কর্ম্মের ফলভোক্তা জীবাত্মার স্তব করিতে ইচ্ছা করেন না। কর্তৃত্ব ও কর্ম্মের ফলভোগ রহিত পরমাত্মার স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ঐ কথা শুনিয়া অপর একজন শিষ্য কুমারিল স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মা নামে অন্য কেহ আছেন কি? তাহাতে কুমারিল হাস্য করিয়া উত্তর করিল, হাঁ আছেন; বলি শোন। পরমাত্মা জগজ্জনের আচরণ দেখিতে পান; জীবাত্মা মোহান্ধতাবশতঃ তাহা দেখিতে পান না। জীবাত্মা সৎকর্ম্মের ফল কামনা করেন; পরমাত্মা তাঁহাকে সেই কর্ম্ম ফল দান করেন। জীবাত্মা পাপকর্ম্ম করিয়া শাস্তিভোগ করেন; পরমাত্মা তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করেন। অতএব ক্রিয়াতে অনাসক্ত সেই পরম পুরুষ পরমাত্মার কর্তৃত্ব কোনও রূপে সম্ভবিতে পারে না।

বিবে। সাধু কুমারিল স্বামিন্; তুমি দীর্ঘজীবী হও।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ দুই দুইটি সহচর পক্ষী পরস্পর সখ্যভাবে এক এক শরীর রূপ বৃক্ষ আশ্রয় করে। তাহাদিগের মধ্যে প্রথমটি সেই শরীর রূপ বৃক্ষের স্বর্গ নরকাদি রূপ পক্বফল ভোগ করে। দ্বিতীয়টি তাহা ভোগ করে না অথচ স্বকীয় জ্যোতিতে দীপ্তিশালী থাকে।

আত্মা। তারপর, তারপর?

উপ। তারপর আমি তাহাদের অসম্মতি বুঝিয়া মীমাংসার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলাম।

আত্মা। তারপর?

উপ। তারপর আমি বহুশিষ্যসমাবৃত ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি তর্কবিদ্যা সকলকে দেখিতে পাইলাম। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইলাম যে, তাহাদিগের মধ্যে কোনও তর্কবিদ্যা ঘটপটাদির ন্যায় ঈশ্বর হইতে আত্মার ভেদ কল্পনা করিতেছেন। কোনও তর্কবিদ্যা বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা করিয়া পূর্ব্বমত খণ্ডন করিয়া দিতেছেন। অপর এক তর্কবিদ্যা প্রকৃতি

পুরুষের ভেদ কথন পূর্ব্বক তত্ত্ব গণনায় প্রবৃত্ত হইয়া কহিতেছেন যে, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

আত্মা। তারপর, তারপর ?

উপ। তারপর আমি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া অবস্থিতির নিমিত্ত প্রার্থনা করায়, তাঁহারাও সেইরূপে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম, "যাঁহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি এবং যাঁহাতে বিশ্বের স্থিতি ও লয় হয়; যাঁহার জ্যোতিতে জগৎ সুপ্রকাশিত; যিনি সহজানন্দ উজ্জ্বল তেজঃস্বরূপ; যোগিগণ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের নিমিত্ত দ্বৈতান্ধকার অতিক্রম করিয়া যে বিষয় ব্যাবৃত্ত ক্রিয়াহীন সনাতন সর্ব্ব-ভূতেশ্বরের উপাসনা করেন; আমি এখানে থাকিয়া সেই পরম পুরুষের স্তব করিব।" তাহার পর তাঁহারা আমার এই কথা শুনিয়া অনেকেই উপহাস করিয়া আমাকে কহিলেন, "ওরে মূঢ়ে! বৃথা বাক্য ব্যয় করিস্ না। যাহা বলি শোন্। পরমাণু হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হয়, ঈশ্বর তাহার নিমিত্তকারণ মাত্র।" আর সাংখ্য বিদ্যা ক্রোধভরে কহিলেন, "আঃ পাপীয়সি! যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, তেমনি ঈশ্বরের বিকার এই জগৎ; এই বিকারী কাহয়া কেন তাহার বিনাশিত্ব প্রতিপন্ন করিতেছিস্।" ওরে শোন্ প্রকৃতিই জগদুৎপত্তির প্রধান কারণ।

বিবে। কি, আশ্চর্য্য! তুচ্ছবুদ্ধি তর্কবিদ্যারা ইহাও জানে না যে, ঈশ্বর হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন বুঝিলাম এই জন্যই তাহারা পরমাণুর প্রাধান্য স্বীকার করে। আর তাহাদিগের ইহাও জানা উচিত যে, জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্র, অন্তরীক্ষগত নগর, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ ও ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার যেমন অলীক, এই উৎপত্তি ও ধ্বংসযুক্ত জগৎও সেইরূপ অলীক। যতদিন ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান না হয়, ততদিন ইহাকে শুক্তিকে রৌপ্যের ন্যায় ও মালাকে সর্পের ন্যায় সত্য বলিয়া বোধ হয়। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, আর সে বোধ থাকে না। তখন সমস্ত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানা যায়। যেমন নটী নানা সময়ে নানাবিধ বেশ ধারণ করিয়া নানা বিষয়ের অভিনয় করে কিন্তু তাহার প্রকৃত রূপের কোনও অন্যথা হয় না, কেবলমাত্র বেশের

বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। সেইরূপ ঈশ্বরেতে জগৎ ভ্রম হওয়া কেবল মায়ার বিকার মাত্র। যেমন নীলবর্ণ মেঘের উদয়ে আকাশের কোনও প্রকার বিকার হয় না; সেইরূপ বিশ্বোৎপত্তিবিষয়ে ঈশ্বরের কিছুমাত্র বিকার হয় না।

আত্মা। সাধু, সাধু, বুদ্ধিমান্ বিবেকের বাক্যে আমি প্রীতিলাভ করিলাম। (উপনিষদের প্রতি) তারপর, তারপর?

উপ। তার পর, তর্কবিদ্যাসকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "আরে! এই উপনিষৎ নাস্তিকপথাবলম্বিনী হইয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের অসত্য জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, বলিতেছে। অতএব ইহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক।' এই বলিয়া তাঁহারা ক্রোধভরে আমার প্রতি প্রধাবিত হইলেন। (আত্মা, বিবেক ও শান্তির ত্রাসাভিনয়।)

আত্মা। তার পর?

উপ। তার পর, আমি সত্বর পলায়ন করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু সেই তর্কবিদ্যা সকল আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া মন্দর পর্ব্বতের উপরি ভাগে মধুসূদন মন্দিরের অনতিদূরে আমাকে ধরিয়া আমার দুই হাতের কঙ্কণশ্রেণী বিদলিত করিয়া তাহার মণি সকল ভাঙ্গিয়া দিলেন, কবরী হইতে চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া মস্তকের কেশ গুলি আলুলায়িত করিলেন, গলদেশ হইতে মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া লইলেন এবং অঙ্গের আবরণ পরিহিত বসন হরণ করিলেন।

বিবে। তার পর?

উপ। তার পর গদা হস্তে কতকগুলি পুরুষ সেই দেবালয় হইতে বহির্গত হইয়া অতি নির্দ্দয়ভাবে তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ তর্কবিদ্যারা ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন।

আত্মা, বিবেক ও শান্তি। (সানন্দে) সাধু সাধু।

বিবে। (উপনিষদের প্রতি) ভগবান্ বিশ্বসাক্ষী তোমার প্রতি অত্যাচার সহ্য করিবেন না।

আত্মা। তার পর, তার পর?

উপ। তার পর, আমি ভয়ে দ্রুতবেগে গমন করিতে করিতে পায়ের

নূপুর হারাইয়া গীতার আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। বাছা গীতা আমাকে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত দেখিয়া ব্যগ্র ভাবে মা মা! বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া উপবেশন করাইলেন। পরে আমার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মা! ইহার জন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না। যাহারা আপনার এরূপ অবমাননা করিয়াছে অথবা ভবিষ্যতে করিবে, তাহাদের সকলের শাসনকর্ত্তা ঈশ্বর। সেই ভগবান্ কহিয়াছেন, যাহারা ধার্ম্মিকদিগের দ্বেষ করে, সেই সকল ক্রুর, দুরাচার, নরাধমকে আমি বারংবার আসুরী গতি প্রদান করিয়া থাকি।

আত্মা। আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন, এখন যে ঈশ্বরের কথা কহিলেন, তিনি কে?

উপ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) যিনি আত্ম বিস্মৃত, তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর দিয়া ঈশ্বর পদার্থ বুঝাইতে পারিব।

আত্মা। (সানন্দে) তবে কি আমি ঈশ্বর?

উপ। আপনি যাহা বলিলেন তাহাই নিশ্চিত জানিবেন। দেখুন্ সেই সনাতন পুরুষ আপনা হইতে পৃথক্ নহেন এবং আপনিও সেই পুরুষোত্তম হইতে পৃথক্ নহেন। যেমন এক সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পৃথক্ পৃথক জলে পতিত হইলে, পৃথক্ পৃথক সূর্য্য দেখা যায়, সেইরূপ তাঁহার অনাদি মায়াতেই তাঁহাকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ আপনার সহিত তাঁহার কোন ভেদ নাই।

আত্মা। (বিবেকের প্রতি) বৎস! ভগবতী উপনিষদ্দেবী যাহা বলিলেন, আমি তাহার তাৎপর্য্য সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না। আমি শরীর ভেদে বিভিন্ন ভাবে অবস্থান করি; ঈশ্বর সর্ব্বত্র সমভাবে অধিষ্ঠান করেন। আমার জন্ম, জরা ও মৃত্যু আছে, অতএব আমি অনিত্য; তাঁহার তাহা নাই, তিনি নিত্য। আমার এক সময়ে আনন্দ ও অন্য সময়ে বিষাদ উপস্থিত হয়; ঈশ্বরের এরূপ হয় না, তিনি নিত্যানন্দ। আমি কখন জ্ঞানবান্ ও কখন বা অজ্ঞানান্ধ হই; ঈশ্বরের এভাব নাই, তিনি চির চৈতন্য স্বরূপ। তবে ইনি এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ঈশ্বর ও আমার অভেদ কেমন করিয়া কহিতেছেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

বিবে। পদার্থ জ্ঞানের অভাবে আপনি ইহাঁর বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছেন না।

আত্মা। পদার্থ জ্ঞানের উপায় কি ? বলিয়া দাও।

বিবে। যে উপায়ে পদার্থ জ্ঞান হইতে পারে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন্ প্রথমতঃ ঘট, পটু প্রভৃতি সকল পদার্থকে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বোধ করিতে হয়। পশ্চাৎ ঐ সকল পদার্থকে অলীক জানিয়া উহারা ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অতিরিক্ত নহে এই প্রকার জ্ঞানাভ্যাসে রত থাকিতে হয়। তদনন্তর আমিই তিনি, এবং তিনিই আমি; এইরূপ অভেদ জ্ঞান অভ্যস্ত ও আয়ত্ত হইলেই, ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সহিত আপনার যে, কোন ভেদ নাই; তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আত্মা। (যাহা শুনিলেন, তাহা সানন্দে চিন্তা করিতে লাগিলেন।)

নিদিধ্যাসনের প্রবেশ *।

নিদি। (উদ্দেশে) দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, বৎসে! তুমি আমার অভিপ্রায় বিবেকের সহিত উপনিষৎকে গুপ্ত ভাবে বুঝাইয়া দিয়া আত্মার নিকটে থাকিবে। (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে উপনিষদ্দেবী বিবেক ও আত্মার নিকটেই রহিয়াছেন; তবে আমি ইহাঁদের নিকটে যাই। (নিকটে গমন করিয়া উপনিষদের কর্ণে) দেবি! ভগবতী বিষ্ণুভক্তি আপনাকে বলিয়াছেন যে, “দেবতাদিগের মানসেই সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর আমি ধ্যানযোগে জানিয়াছি যে, তুমি গর্ভবতী হইয়াছ। তোমার এই গর্ভে বিদ্যানামে এক ক্রূরমতি কন্যা ও প্রবোধচন্দ্র নামে একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র জন্মিয়াছে। এখন তুমি সমাকর্ষণ বিদ্যাদ্বারা কন্যাটিকে মনেতে এবং পুত্রটিকে আত্মাতে সংক্রামিত করিয়া বিবেকের সহিত আমার নিকটে আগমন করিবে।”

উপ। দেবী বিষ্ণুভক্তি যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই করিব। তবে এখন আমি চলিলাম। (বিবেকের সহিত প্রস্থান।)

নিদি। (আত্মার নিকটে অবস্থিতি।)

* নিদিধ্যাসন—চরমযোগ।

(নেপথ্যে)

কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এই বিদ্যা নাম্নী কন্যা বিদ্যুতের ন্যায় স্বকীয় প্রদীপ্ত প্রভায় দশদিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া সহসা মনের হৃদয়দেশ বিদারিত করিল। পরে যোগোপসর্গ সকলের সহিত মোহকে গ্রাস করিতে করিতে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এবং এই শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র নামক পুত্র আত্মাকে আশ্রয় করিল।

প্রবোধচন্দ্রের প্রবেশ।

প্রবোধ। (উদ্দেশে) এই আমি প্রবোধচন্দ্র উদিত হইলাম। আমার অভ্যুদয়ে ত্রিভুবন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। সকল পদার্থে অদ্বৈত জ্ঞান উপস্থিত হয়। তখন এইটি কি অমুক, ঐটি কি তাহাই, এইরূপ কতর্ক থাকে না। সকলই ব্রহ্মময় বোধ হয়। (ইতস্ততঃ ভ্রমণের পর আত্মার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া স্বগত) এই যে আত্মা মুদ্রিত নয়নে ধ্যান করিতেছেন, ইহাঁর নিকটে গমন করি। (আত্মার নিকটে যাইয়া) ভগবন্! এই আমি প্রবোধচন্দ্র উপস্থিত হইয়াছি ; আপনাকে প্রণাম করি (প্রণিপাত।)

আত্মা। (অত্যন্ত আনন্দের সহিত) এস, বাছা! আমাকে আলিঙ্গন কর।

প্রবোধ। (আত্মাকে আলিঙ্গন।)

আত্মা। (প্রবোধচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া সহর্ষে) বৎস প্রবোধচন্দ্র! তোমার আগমনে আমার হৃদয়াকাশ মোহান্ধকারবিরহিত ও প্রভাতবৎ প্রসন্ন হইল ; আমার বিকল্প নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল ; কি এক অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানের উদয় হইল। এখন শ্রদ্ধা, মতি, শান্তি, যম, নিয়ম বিবেক প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইতেছেন এবং আমিও স্বয়ং আপ-নাকে সেই ব্রহ্ম বোধ করিতেছি। বাছা! ভগবতী বিষ্ণুভক্তির অনুগ্রহে আমি সর্ব্ব প্রকারে চরিতার্থ হইলাম। এখন আমি কাহারও সহিত সঙ্গ করিতে ও কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি না। এখন আমি ফলাভিসন্ধিব্যতিরেকে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিব। এখন আমার ভয়, শোক, ক্রোধ ও মোহ দূরীভূত হইয়াছে। মুনিগণ যেমন সায়ংকালে কোনও এক নিবাসস্থান আশ্রয় করিয়া আত্মাশূন্যহৃদয়ে রাত্রি মাত্র যাপন করেন, আমিও সেইরূপে কালযাপন করিব।

বিষ্ণুভক্তির প্রবেশ।

বিষ্ণু। (সহর্ষে আত্মার সমীপে গমন করিয়া) বৎস! বহুকালের পর আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল। যেহেতু আজি তোমাকে নিষ্কণ্টক দেখিতে পাইলাম।

আত্মা। দেবি! আপনার অনুগ্রহ থাকিলে, কিছুই দুর্লভ হয়না। (বিষ্ণুভক্তির চরণদ্বয়ে পতন।)

বিষ্ণু। বাছা! উঠ উঠ। তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে বল।

আত্মা। ভগবতি! ইহা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর কার্য্য আর কিছুই নাই। যেহেতু বিবেক সকল শত্রু বিনষ্ট করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছে; আর আমিও নির্ম্মল সদানন্দময় স্বকীয় পদে নিবেশিত হইয়াছি। তথাপি আমার প্রার্থনা এই যে, জলদজাল যেন এই জগতে অভিলষিত প্রচুর জল বর্ষণ করে; নরপতিগণ যেন প্রকৃতিপুঞ্জের বিবিধ উপদ্রব নিরাকরণপূর্ব্বক পৃথিবী পালন করেন; যোগিগণ যেন আপনার প্রসাদে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করিয়া বিষয়, মমতা ও আতঙ্করূপ পঙ্ক বিশিষ্ট সংসার সাগর পার হন।

(সকলের প্রস্থান।)

জীবন্মুক্তি নামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত। ৬॥

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক সম্পূর্ণ।